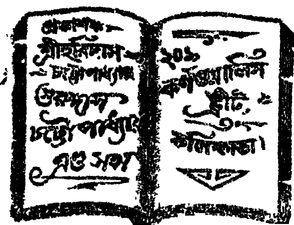
আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালার সপ্তসপ্ততিতম গ্রন্থ

বরপণ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আষাঢ়—১৩২৯



প্রিণ্টার—শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী
কালিকা প্রেস
২১, নন্দকুমার চৌধুরীর ২য় লেন,

বরপণ

১

সমস্ত দিবস আফিসের কার্য্য করিয়া ক্লান্তদেহে এবং চিন্তা-ক্লিষ্ট অন্তরে সন্ধ্যা সাতটার সময় যোগেশচন্দ্র হেদুয়াপুষ্করিণীর দক্ষিণপার্শ্বে ট্রামগাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া হেদুয়ার উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটি শূন্য স্থান দেখিয়া সেই স্থানের ঘাসের গালিচায় উপবেশন করিলেন,—উদ্দেশ্য কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া বাটী যাইবেন। হেদুয়াতলা হইতে তাঁহাদের বাটী পাঁচ মিনিটের পথ। তিনি অল্পক্ষণ তথায় বিশ্রামসুখ অনুভব করিবার পরেই হঠাৎ উচ্চ কণ্ঠস্বরে বজ্রধ্বনির ন্যায় "বল কি ?" এই শব্দটি আসিয়া সজোরে তাঁহার কর্ণপটাহে আঘাত করিল। সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিতেই তিনি দেখিলেন তাহার নিকট হইতে কয়েক হস্ত ব্যবধানে একখানি লৌহাসনে দুইটি লোক আসিয়া বসিয়াছে এবং তাহাদের মধ্যেই একজন সেই "বল কি ?" বলিয়া তাঁহার বিশ্রাম ও চিন্তার ব্যাঘাত করিয়াছে। তিনি যখন এই স্থানটি বিশ্রামের জন্য মনোনীত করিয়াছিলেন, তখন লৌহাসনখানি শূন্য ছিল, নচেৎ তিনি এখানে উপবেশন করিতেন না। তাঁহার মনে হইল উঠিয়া যাইবেন, কিন্তু পরক্ষণে

অপর ব্যক্তির কথা তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল, তিনি উঠি উঠি করিয়াও উঠিতে পারিলেন না, শুনিলেন "একথা কি কেউ বিশ্বাস করিত? সুদীন মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহার এটর্ণির নিকট একখানি পত্র রাখিয়াছিল; পত্রখানির উপরে লেখা ছিল আমার মৃত্যুর পর খোলা হইবে—সেই পত্রে লিখিয়াছে—কথাগুলি আমার মুখস্থ হয়ে গেছে—দাদা[redacted] যখন তিন তিন বার মৃত্যুমুখ হইতে ফিরিয়া আসিলেন, আমি মহাদুর্ভাবনায় পতিত হইলাম—যে সমস্ত হুণ্ডি কাটিয়াছিলাম তাহাদের ডিউ নিকটবর্ত্তী হইল—তাহাদিগের হাতে পায়ে ধরিয়া আরও তিন মাসের সময় লইলাম। ডাক্তারী পাশ করিয়াছিলাম; Toxicologyতে আমি মেডিকেল কলেজের Record break করি; তিন মাসের মধ্যে কি কিছু করিতে পারিব না? সেই রাত্রেই Toxicology হইতে সমস্ত Slowpoison এর symtoms বিচার করিয়া একটি মনোনীত করিলাম—তাহার নাম প্রকাশ করিলে সাধারণের অমঙ্গল হইতে পারে—তিন মাসের মধ্যে দাদা মহাশয় আমার জিম্মায় তাঁহার ইহজগতের সমস্ত সম্পত্তি রাখিয়া মহাপ্রস্থান করিলেন—তিন বৎসরের মধ্যে আমার হস্তে তাহার অতুল বৈভব সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায় অন্তর্হিত হইল। পিতামহ-হত্যার গুরুভার আর বহন করিতে পারিলাম না—পিতামহকে যে বিষে হত্যা করিয়াছিলাম নিজেও সেই বিষে আত্মহত্যা করিলাম।

"কি ভয়ঙ্কর শাস্তি!"

"এ কি শুনলে তার স্ত্রীকে যে পত্র লিখে গেছে তা পড়লে পাষাণেরও হৃদয় হইতে অশ্রু নির্গত হয়।"

"এখন কি আছে?"

"কিছুই নাই?"

"স্ত্রীর জন্যেও কিছু রেখে যায় নি?"

"স্ত্রীর জন্যে কি রেখে গিয়েছে শুনবে,—নিজের জীবন-কাহিনী তার মৃত্যুর পরই বেরুবে।"

"তাই বিক্রি করে স্ত্রীর ভরণ পোষণ চলবে?"

"হ্যাঁ তাও আবার তার এটর্ণীর নিকট নয়—কে একজন আশু মহলাদার না কে—সে না কি তার মৃত স্ত্রীর নামে এক "বিজনবাসিনী পুস্তকালয়" স্থাপন করেছে—সে না কি বড় ভাললোক তার সঙ্গে আধাআধি বখরা।"

"তা মন্দ হয় নি, স্ত্রী চিরকাল বিজনবাস করেছেন এখন বিজনবাসিনীর হস্তে পতিত হলেন।"

"যা বলেছ, আহাম্মক যে হয় তার সকল কার্য্যেই তার স্বরূপ প্রকাশ পায়।"

"চল ওঠা যাক, তোমার কথা শুনে তার স্ত্রীর পত্রখানি একবার পড়তে ইচ্ছা হয়।"

"পড়বে, আমি তোমাকে এনে দেব।"

"তুমি এত কথা সব জানলে কি করে।"

"সে আর একদিন বলবো।"

বন্ধুদ্বয় প্রস্থান করিলে যোগেশচন্দ্র ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান

করিয়া বাটীর দিকে গমন করিলেন। তাঁহার মস্তিষ্কের মধ্যে কিন্তু Toxicology এবং slow poison কথা দুটি আগন্তুক ভদ্রলোক যেন আগ্নের অক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়া দিয়া গেলেন—যোগেশচন্দ্র শত চেষ্টা করিয়াও তাহা মুছিয়া ফেলিতে পারিলেন না।

পর দিবস আফিস হইতে আসিবার সময় যোগেশচন্দ্র একখানি Toxicology ক্রয় করিয়া লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এক্ষণে যোগেশচন্দ্রের একটু পরিচয় না দিলে সকলের নিকট অপরাধী হইতে হইবে। যোগেশচন্দ্র কুলীন কায়স্থ, তিনি গবর্ণমেণ্ট আফিসে দেড় শত টাকা বেতনে চাকরী করেন; তাঁহার তিন পুত্র ও একটি কন্যা। একটি পুত্র এবারে B. Sc. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এম, এস, সি, পড়িতেছে আর একজন গর্ভমেণ্ট আর্টস্কুলে প্রথম শ্রেণীতে এবং ছোটটি ম্যাট্রিকুলেসন পাশ করিয়া আই, এ পড়িতেছে। কন্যাটিরও বিবাহের বয়স উত্তীর্ণ হইয়াছে, কন্যার বিবাহের চিন্তায় যোগেশচন্দ্রের এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণীর আহারনিদ্রা ত্যাগ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহারা কত পরামর্শ কত বাঁধাবাঁধি করিয়াও কুলীনকায়স্থের কন্যা-বিবাহ-রূপ দুর্লঙ্ঘ-সাগর পার হইবার কোনও উপায় স্থির করিতে পারেন নাই—কি করিবেন তিনি সামান্য দেড়শত টাকা বেতনে? তাহার ভিতর বাটীভাড়া, সংসার খরচ, লৌকিকতা প্রভৃতি রক্ষা করিয়া তিন পুত্রের পাঠের ও পুস্তকের খরচা যোগাইতে হয়। পুত্রেরা এক একটি

পাশ করে আর গৃহিণীর হস্তের এক একখানি করিয়া অলঙ্কার বিক্রমপুর গমন করে, শেষ হাতের দুইগাছি বালা এবারে এম এস সি ও আই এ পরীক্ষার সরঞ্জাম ক্রয় করিতে অসমর্থ হইয়াছিল। এ হেন অবস্থাবিশিষ্ট বিবাহবয়সোত্তীর্ণ কন্যাভারগ্রস্ত যোগেশচন্দ্র কি করিবেন কেহ বলিয়া দিতে পারেন কি? আপনারা মুখে সকলেই বলেন, বরপণ প্রথা আমাদের সমাজের কালস্বরূপ হইয়া য়ুরোপ হইতে আগমন করিয়াছে; ইহা সমাজের অত্যন্ত ক্ষতি করিতেছে, ইহা উঠিয়া যাওয়া উচিত। প্রকাশ্য সভায় আপনারা বক্তৃতা করিয়া তাহার পর মুহূর্ত্তে গৃহে ফিরিয়া কন্যাদায়গ্রস্ত বিধাতার অভিশপ্ত পিতাকে বলেন "আপনার টাকা নিয়ে যে বড় মানুষ হব তা নয়, আমার অনেক আছে, তবে তিন হাজার টাকার অলঙ্কার—আশবাবে দুই সহস্র আর নগদ পাঁচ হাজার টাকা না হইলে গৃহিণীর মত হয় না। সুতরাং আপনারা কি বলিবেন, আপনাদের বলিবার কি আছে? পুত্রবিক্রয়ের ব্যবসা যে আপনারা আপনাদিগের পূজ্যপাদ গৌরাঙ্গ প্রভুদিগের দাসদাসী বিক্রয়ের প্রথা হইতে শিক্ষালাভ করিয়াছেন সে শিক্ষা আপনাদের হাড়ে হাড়ে, মজ্জায় মজ্জায়, ধমনী ও শিরার প্রতিবিন্দু রক্তে বিদ্যমান, তবে প্রথাটী বিপরীত—তাঁহারা দাস দাসী ক্রয় বিক্রয় করিতেন আপনারা দাসী ক্রয় করিয়া ধনবান্ হন; যদি দাসী এইরূপ ক্রয় করিতে হইলে পুত্র বিক্রয় করিতে হইত আপনারা কখনই এ কার্য্য করিতেন না—আপনারা মুখে বলেন আমরা হিন্দু কিন্তু হিন্দুর আচার

ব্যবহার পালন করেন না। আপনারা মুসলমান নন খ্রীষ্টান নন বৌদ্ধ নন আপনাদের ধর্ম্ম অর্থ—অর্থের জন্য যদি অপ্রকাশ থাকিবার সম্ভাবনা থাকে আপনারা না করিতে পারেন এমন কার্য্য জগতে নাই—আপনাদের ধর্ম্ম অর্থ—দেবতা স্বার্থপরতা—সেই দেবতার সেবায় আপনারা আপনাদের সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়া দিয়া বসিয়া আছেন, তাই আপনাদিগের সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া ৺বারাণসীধামে মৃত্যু হইলে শিব বরের ন্যায়, আপনাদের দেবতা আপনাদিগকে বরদান করিয়াছেন—কাশীধামে বিশ্বেশ্বরের মন্দির হইতে আরম্ভ করিয়া আদাঁড়ে পাঁদাঁড়ে পর্য্যন্ত যেমন অসংখ্য শিব দেখিতে পাওয়া যায়, আপনারাও সকলে সেইরূপে সমাজের উচ্চ স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া আদাঁড় পাদাঁড় পর্য্যন্ত সর্ব্বস্থান ব্যাপিয়া আছেন আপনাদিগকে দণ্ডবৎ। কিন্তু আপনাদিগের মধ্যে সমাজের উচ্চ স্থানে যিনি বসিয়া আছেন তিনিও শিবের ন্যায় সর্ব্বলোকপ্রভু এজন্য শুধু আপনাদের বলিয়া নয় ভারতবর্ষের সর্ব্বজনের প্রতি তাঁহার কৃপা সমান ভাবে বিতরিত। কবির কথায় বলিতে গেলে—আপনাদের দেবসেবা সফল হউক আপনারাও দেব কৃপালাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে থাকুন—তাহার সুযোগও শীঘ্রই উপস্থিত হইতেছে কিম্বা হইয়াছে। পাঁচ পারসেণ্ট কমে আবার দেবতা ঋণ গ্রহণ করিতেছেন। দেবতাকে ঋণদানে ঋণী করিয়া রাখুন, অনেক স্বার্থ সাধন করিতে পারিবেন। আপনাদিগের যাহা হউক যোগেশচন্দ্রের কি তাহার কন্যার

বিবাহের কি আপনারা কিছু জানেন? কিছুই না—জানিতে চাহেন শুনুন।

Toxicology ক্রয় করিয়া আনিবার কতিপয় দিবস পরে যোগেশচন্দ্র তাহার পূর্ববন্ধু নীলাম্বর বাবুর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার পুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিবার প্রস্তাব করিলেন, বিরক্ত হইয়া নীলাম্বর বাবু বলিলেন, "যোগেশ ওকথা আর কেন, ওত অনেকবার হয়ে গিয়েছে, তুমি কি শেষে আমাদের বন্ধুত্বটাও বিচ্ছেদ করবে।" "না, তোমার সহিত বন্ধুত্বের বন্ধন দৃঢ় করিবার জন্যই আমি তোমার পুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে চাই—আমি তোমার কথামত নগদ পাঁচ হাজার বরং আরও কিছু বেশী দিব—আমি সর্ব্বস্বান্ত হইব বটে, কিন্তু শোভা সুখে থাকিবে।"

"ও! তাহলে তোমার টাকা আছে, তুমি আমাকে—মেয়েকে ফাঁকি দিবার মতলবে ছিলে, তাহত বলি এতদিনের গভর্ণমেণ্ট আফিসের চাকরী আর দশটা পাঁচটা নয় একটা মেয়ের বিয়ে দিচ্ছ, তুমি আর সামান্য পাঁচ হাজার টাকা দিতে পার না। শ্রীধরপুরের বোসেরা দশ হাজার টাকা দেবে বলেছে। তবে" —এই পর্য্যন্ত শুনিয়াই যোগেশচন্দ্রের মুখ শুকাইয়া গেল—কিন্তু পরক্ষণেই "তুমি আমার বাল্যবন্ধু, তোমার অবস্থাত জানি, তোমার নিকট কি আর আমি অন্যায় দাবী করতে পারি; তোমাকে আমি যা কথা দিয়েছি তাই।"

"বেশ তবে পাকাপাকি করে ফেল?"

"পাকাপাকি,—পাকাপাকি।"

"কেন তাতে দোষ কি তোমার দাবীর হাজার টাকা আমি দিব।"

"তাতো দেবেই—তাতো দেবেই—তা বেশ সব স্থির করে ফেলা যাবে। পরশু রবিবার তোমার আফিস নাই সেই দিনই তোমার বাটীতে বসিয়া কথাবার্ত্তা হইবে।"

"আচ্ছা, তবে আজ আসি।"

"নানা জলখেয়ে যাও অনেকক্ষণ এসেছ।"

"তোমাকে আর সে আকিঞ্চন করিতে হইবে না, এখন এই রাত্রি আটটার সময় জল খেয়ে আর বাড়ী গিয়ে খেতে পারবো না।"

"তা না খাও যাও, কিন্তু নিরুপমের সঙ্গে দেখা করে যাবে না।"

"না রাত্রি হয়েছে।"

মন্দলোকে বলে নীলাম্বর বাবু নাকি যোগেশ বাবুর বাটীতে বিবাহের কথাবার্ত্তার স্থান খরচা বাচাইবার জন্য স্থির করিয়াছিলেন।

২

"হ্যাগা? দিন দিন তোমার শরীরের দশা ওরকম হয়ে যাচ্ছে কেন?" বলিয়া যোগেশচন্দ্রের পত্নী সুষমা সুন্দরী একদিন স্বামীর নিকট বসিয়া তাহাকে বাতাস করিতে করিতে জিজ্ঞাসা

করিলে যোগেশচন্দ্র তাচ্ছল্য ভাবে উত্তর করিলেন "শরীরং ব্যাধিমন্দিরং, রোগে ধরেছে"।

"তা কাউকে দেখাও"।

"দেখিয়েছিত ওষুধ খাচ্চি।"

"আমর মাথামুণ্ডু খাচ্চ কি এক কৌটা জলপড়া খাচ্চ, তাতে শরীর ভাল হওয়া দূরে থাক দিন দিন শুকিয়ে যাচ্চে, তুমি এক বার হেম সেনকে দেখাও।"

"শরীর কি চিরদিন থাক্‌বে সারবার হয়ত এই ওষুধেই সার্‌বে আর যদি তোমার মাথার সিঁদুর হাতের নোয়া ত'গাছি খস্‌বার সময় হয়ে থাকে, কিছুতেই সার্‌বে না।"

"কথা শুনলে গা জ্বলে যায়, সেইজন্যে ত কথা কইতে ইচ্ছে করে না, তা আফিস বন্ধ করে দিনকতক ছুটি নাওনা কেন। তাতে কি মহাভারত অশুদ্ধ হবে ?

"ছুটী নিয়ে খাব কি ? বুঝতে পাচ্চ ত, টাটার সেয়ার কখানা—তোমার নামে করে রেখেছিলাম, লাইফ ইন্‌সিওরের টাকাটা তাইতেই চলে যেত এখন সেটাও ঘাড়ে পড়্‌লো।"

"তুমি ত মেয়েমানুষ বলে আমার কোন কথাই শুন না, বীরেন ধীরেনের বিয়ে দিলে একটী পয়সা নিলে না। তা যদি নিতে তা হলে কি আজ শোভার বিয়ের জন্য ভাবনা হতো।"

"তা হতো না বটে, তবে বউমাদের বাপেদের পথে বসাতে হতো।"

"তাই বুঝি নিজে পথে বসতে যাচ্চ।"

"আমার ভাবনা ভাবছি না, তোমার ভাবনাতেই আমি অস্থির।"

"আমার ভাবনা ভেবে ভেবে ত তোমার ঘুম হয় না। যা কিছু খুদ কুঁড়ো ছিল সবই ত গেছে, পুঁজির মধ্যে ঐ টাটার সেয়ার কখানা ছিল তা ঘুচিয়ে ত হাজার টাকা দিয়ে শোভার বিয়ের পাকা দেখা হলো, এখন বিয়ের সময়ে আর চার হাজার টাকা কোথা থেকে দেবে।"

"ভাবছো কেন ভগবান্ দেবেন।"

"ভগবান্ সব দিয়েছেন, এখন শোভার বিয়ের দিনে চার হাজার টাকার তোড়া বেঁধে ব'য়ে এনে তোমার মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেবেন।"

"তার ত এখনও বিলম্ব আছে, দেখনা এর মধ্যে কি হয়।"

"আচ্ছা তা দেখবো, কিন্তু তুমি আজই ছুটীর দরখাস্ত করো না হলে আমি মাথা মুড় ভেঙ্গে মর্‌বো।"

"ছুটীর দরখাস্ত করিছি, এইকটা দিন পরে তিন মাসের প্রিভিলেজ লিভ সাহেব মঞ্জুর করেছেন।

"এই কটা দিন মানে?"

"এই আজ হল অগ্রহায়ণ মাসের ২৮শে, ৮ই পৌষ পর্য্যন্ত, তার পরেই ছুটী—"

"সেত বড়দিনের ছুটী।"

"সেই বড়দিনের ছুটীর সঙ্গে সঙ্গে আমারও ছুটী।"

"বেশ এই কটা দিন না হয় আফিস কর, কিন্তু বড়দিনের

ছুটীর পরে যদি তুমি আবার আফিসে যাও আমার মনে যা নেয় আমি করবো।"

"আচ্ছা আচ্ছা তুমি এখন আমার ওষুধটা দাও দিকিনি।"

সুষমা স্বামীকে ঔষধ ও জল আনিয়া দিলেন, যোগেশচন্দ্র ঔষধ সেবন করিয়া বলিলেন, "আমি একটু বিশ্রাম করি, তুমি তোমার কাজ কর্ম্ম দেখগে। গৃহিণী প্রস্থান করিলে যোগেশচন্দ্র ভাবিলেন, ২৪শে আশ্বিন হইতে ২৮শে অগ্রহায়ণ—দুইমাস পাঁচদিন হইয়াছে আর পঁচিশদিন বড় জোর একমাস—তাহার পরে ছুটি একেবারে ছুটি—সুষমার কষ্ট হইবে কি করিব। কুলীন কায়স্থের গৃহে কন্যা যে কাল হইয়া জন্মগ্রহণ করে। তাই আমি ইচ্ছা করিয়া কালকে ডাকিয়া আনিতেছি। সকলেই ত অনিচ্ছায় ডাকে—বীরেন ধীরেনের বিবাহের সময় ভাবিয়াছিলাম আমি সৎকার্য্য করিতেছি, ভগবান্ আমার প্রতি সদয় হইবেন, ভগবান নাই, থাকিলে কি আমাকে জীবনের বিনিময়ে বরপণ সংগ্রহ করিতে হইত—হউক তাহাতে আমি কিছুমাত্র দুঃখিত নই—আমার শোভা সুখে থাকবে—বীরেনের আর এম্-এস সি পাশ করা হবে না, ধীরেনকেও স্কুল ছাড়িতে হইবে—শরতেরও পাঠ শেষ করিতে হইবে—সুষমার কথা চিন্তা করিতে গেলে আমার শোভার সুখের তৃপ্তিটুকুও দূর হইয়া যায়—আর ভাবতে পারি না—বীরেন, ধীরেন, শরৎ এরা তিনজনেও কি বিধবামাতার একমুষ্টি আতপ সংগ্রহ করিয়া দিতে পারিবে না—না পারে সুষমাও মরিবে—আমি বিশ্ব

খাইয়া মরিতেছি—সে অনাহারে মরিবে—তাহাতে আর পার্থক্য কি—জন্ম হইলে মৃত্যু হইবে, তাহার আর রকম ফেরে কি আসে যায়—যোগেশচন্দ্র আর চিন্তা করিতে পারিলেন না। তাঁহার দুর্ব্বল মস্তিষ্ক ইহাতেই প্রপীড়িত হইল; তিনি নিদ্রিত হইলেন।

যোগেশচন্দ্র বড়দিনের ছুটির সঙ্গে প্রিভিলেজ লিভ লইয়া বাটীতে আসিয়া যে শয্যা গ্রহণ করিয়াছেন সে শয্যা আর তিনি পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না, দিনে দিনে তাঁহার শরীর রক্তশূন্য হইয়া যাইতে লাগিল, বীরেন ধীরেন শরৎ, তাহাদের বন্ধু বান্ধবকে ধরিয়া বড় বড় ডাক্তার কবিরাজ দেখাইলেন, কিন্তু কেহই রোগই ধরিতে পারিলেন না, তিনি ধীরে ধীরে পরলোকের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া তিনি একদিন তাঁহার বন্ধু ও ভাবী বৈবাহিক নীলাম্বর বাবুকে ডাকাইয়া বলিলেন, ভাই নীলু তোমাকে যে বৈবাহিক বলিয়া সম্বোধন করিয়া যাইব, আমার অদৃষ্টে তাহা নাই, কিন্তু ফাল্গুন মাসের মধ্যেই যেন শোভার বিবাহ হয়, নচেৎ চৈত্রমাসে শোভা যুগ্ম বৎসরে পড়িবে, তুমি যদি কথা দাও আমি নিশ্চিন্ত হইয়া সুখে মরিতে পারি—আমি আজীবন পরিশ্রম করিয়া যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছি, তাহা অবশ্য অধিক নহে—তবে তোমার প্রাপ্য চারি সহস্র টাকার কিছু উপর হইবে। তুমি নিশ্চিন্ত থাক, মৃত্যুশয্যায় তোমাকে মিথ্যা বলিতেছি না। নীলাম্বর বাবু বন্ধুকে প্রবোধ দিয়া

বলিলেন, "কেন তিনি এত ব্যাকুল হইতেছেন, লোকের রোগ হয় সারিয়া যায়, তিনিও সারিয়া উঠিবেন, এখন এসব কথার প্রয়োজন নাই।" কিন্তু যোগেশবাবু ছাড়িলেন না। তিনি তাঁহার পুত্রত্রয়কে ডাকাইয়া নীলাম্বর বাবুর সম্মুখে বলিয়া দিলেন; আমার সঞ্চিত যে চারি সহস্রের কিছু অধিক টাকা আছে আমার মৃত্যুর পরে শোভার বিবাহের দিনে যেন নীলাম্বর বাবুকে তাহা দেওয়া হয়। সে টাকা আমার বাক্সে বরপণ বলিয়া একখানি সিলকরা লেফাপার মধ্যে আছে। নীলাম্বর বাবু প্রফুল্লচিত্তে বন্ধুর কথায় সম্মত হইয়া বলিলেন, "যদি সত্য সত্যই যোগেশচন্দ্রের মৃত্যু হয় তিনি অশৌচান্তে ফাল্গুন মাসেই নিরুপমের সহিত শোভার বিবাহ দিবেন।

৩

দিনের পর যত দিন যাইতে লাগিল, যোগেশচন্দ্রও ততই ক্ষীণ হইতে লাগিলেন। সুষমা কত দেবতাকে মানসিক করিলেন, মা কালীকে বুক চিরিয়া রক্ত দিবেন, সোণার বেলপাতা দিয়া পূজা দিবেন, তারকনাথ, বৈদ্যনাথ, পঞ্চানন্দ কেহই বাদ গেলেন না, সকলের নিকটই পূজা মানসিক হইল, কিন্তু কোন দেবতাই কিছু করিতে পারিলেন না। পৌষ মাসের ২৫শে তারিখে যোগেশচন্দ্র স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে এক প্রকার পথে বসাইয়া কন্যার বিবাহের জন্য বরপণ দিবার জন্য উপায়ান্তর না দেখিয়া বিষপান করিয়া আপনাকে চণ্ডাল-সমাজের বলি উৎসর্গ করিলেন।

২৮শে ফাল্গুন শোভার বিবাহের দিন স্থির হইল। বীরেন্দ্রনাথ ভগিনীর বিবাহের কোন আয়োজনই করিতে পারিলেন না, পত্নীর যাহা দুই একখানি অলঙ্কার ছিল বিক্রয় করিয়া পিতার শ্রাদ্ধ করিয়াছেন, ধীরেন্দ্রনাথের শ্বাশুড়ীর কঠিন পীড়া হওয়ায় যোগেশচন্দ্রের শ্রাদ্ধের পরদিবসই তাহার পিতা তাহাকে লইয়া গিয়াছেন। সত্যসত্যই শোভার হাতে দুইগাছি লাল সুতা এবং একখানি হরিদ্রারঞ্জিত নূতন বস্ত্র ভিন্ন বীরেন্দ্রনাথ আর কিছুই সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। বিবাহের দিন বাক্স খুলিয়া সেই শীলমোহরযুক্ত লেফাফাখানি বাহির করিয়া দেখিলেন, তাহার উপরে পিতার হস্তাক্ষরে লেখা "বরপণ"। "শোভার বিবাহের দিনে এই চিঠিখানি আমার বন্ধু এবং ভাবী বৈবাহিক নীলাম্বর বাবুর হস্তে দিবে।"

সন্ধ্যার সময় বর আসিল বরযাত্রিগণ বর পৌঁছাইয়া দিয়াই যে যাহার গৃহে প্রস্থান করিলেন, কেবল বর, বরকর্ত্তা, নীলাম্বর বাবু, পুরোহিত, নাপিত ও নীলাম্বর বাবুর একজন ভৃত্য মাত্র, বিবাহ-বাটীতে প্রবেশ করিল।

অল্পক্ষণ পরেই বীরেন্দ্রনাথ যোগেশচন্দ্রের রক্ষিত সেই শীলমোহর করা পত্রখানি আনিয়া নীলাম্বর বাবুর হস্তে দিলেন। নীলাম্বর বাবু নগদ চারি সহস্র টাকার আশা করিতেছিলেন। একখানি শীলকরা পত্র পাইয়া তাঁহার মনের ভাব কিরূপ হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে; যাহা হউক শঙ্কিত হৃদয়ে কম্পিত হস্তে তিনি লেফাফাখানি ছিঁড়িতে

তাহার মধ্য হইতে একখানি প্রকাণ্ড পার্চ্চমেণ্ট কাগজ বাহির হইল, সেখানি খুলিয়া নীলাম্বর বাবু দেখিলেন, সেখানি যোগেশচন্দ্রের life-policy। তাহার পৃষ্ঠে যোগেশচন্দ্র স্বহস্তে লিখিয়াছেন কন্যার বিবাহের বরপণের জন্য তিনি তাঁহার life-policy তাঁহার বন্ধু এবং ভাবী বৈবাহিক নীলাম্বর বাবুর নামে endorse করিয়া দিলেন, এ পলিসির টাকায় তাঁহার উত্তরাধিকারী বা ওয়ারিসনগণের কোন দাবী দাওয়া নাই। নীলাম্বর বাবু দেখিলেন policy খানি চারি সহস্র টাকার with profit-policy; সংক্ষেপে হিসাব করিয়া দেখিলেন এই চারি সহস্রের উপর তিনি প্রায় পাঁচ শতটাকা অধিক পাইবেন, তাঁহার মুখ প্রফুল্ল হইল!

কয়েকমাস হইল শোভার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, শোভা এক্ষণে নীলাম্বর বাবুর বাটীতে। বীরেন্দ্রনাথ মাতা ও ভ্রাতাদিগকে লইয়া দ্বিতল গৃহ পরিত্যাগ করিয়া কুটীরে আশ্রয় লইয়াছেন, শরৎ কলেজ পরিত্যাগ করিয়া পিতার আফিসে ত্রিশ টাকা বেতনে কার্য্য করিতেছে এবং ধীরেন ছবি আঁকিয়াও কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতেছে। ধীরেন্দ্রনাথকে তাহার পিতার আফিসের বড় সাহেব পড়াইতেছেন—তাঁহার ইচ্ছা যদি ধীরেন্দ্রনাথ এম-এস-সি পাশ করিতে পারেন, তিনি তাঁহাকে পিতার পদে নিযুক্ত করিবেন। নীলাম্বর বাবু ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর নিকট ৪৬৭৩৸৵০ পাইয়াছেন। আমাদেরও কথা ফুরাইয়াছে। যোগেশচন্দ্র যে আত্মহত্যা করিয়াছেন একথা

কাহারও মনে উদিত হয় নাই, কিন্তু ঘটনাচক্রে সুদীনের পিতামহহত্যা ও আত্মহত্যার কথা সুষমার কর্ণগোচর হইল। ধীরে ধীরে তিনমাসে শুষ্ক হইয়া মৃত্যু—তবে কি—তবে কি—হা ভগবান্! আমার গর্ভে কন্যা দিয়া কি আমাকে স্বামি-ঘাতিনী করিয়াছ? নিশ্চয়—নিশ্চয়—সেই ওষুধ! সেই ওষুধ! সে নিশ্চয়ই ঐ বিষ—হায় হায়, আগে কেন জান্‌তে পারিনি—কি কর্‌বো, কি কর্‌বো—আচ্ছা যদি সত্য না হয়, যদি এ আমার মিথ্যা অনুমান হয়—না না মিথ্যা নয়—কে যেন আমার মনের মধ্যে বল্‌ছে মিথ্যা নয়—সে ওষুধের শিশি আমার নিকট আছে—বীরেনকে দিয়া দেখাতে হবে সে কি ঔষধ—নচেৎ আমি স্থির হইতে পারিব না।

বীরেন্দ্র একদিন কলেজ হইতে আসিয়া মাতাকে বলিলেন "মা তুমি যে ঔষধ দেখিতে দিয়াছিলে, সে একপ্রকার বিষ।"

"বিষ!"

"হ্যাঁ"

"সে বিষ যদি কেউ খায়।"

"দু একদিন খেলে কিছু হয় না, কিন্তু বেশীদিন ধরে খেলে মৃত্যু হয়।"

আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া সুষমা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, এই মূর্চ্ছাই তাহার মৃত্যুর কারণ হইল।

মাতার অসুস্থতার কথা শুনিয়া শোভা মাতাকে দেখিতে আসিতেছে শুনিয়া সুষমা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—

"বারণ কর, বারণ কর, আমার সাম্‌নে সে যেন আর কখন না আসে, তার সঙ্গে মাতা-কন্যার সম্বন্ধের মাঝখানে পাঁচীল উঠে গিয়েছে—সে তার বিয়ের বরপণ—সে পাঁচীল ভাঙ্গবার নয় তাকে ফিরে যেতে বল্‌—" কথাগুলি শোভা স্পষ্ট শুনিতে পাইল। বীরেন্দ্র বলিল, "মাতা প্রলাপ বলিতেছেন, তুমি আর এখন মার সঙ্গে দেখা করিও না"—মলিন মুখে সাশ্রু নয়নে শোভা ফিরিয়া গেল,—কিন্তু তাহার বিবাহের বরপণ—মাতা কন্যার মাঝখানে দুর্ভেদ্য প্রাচীরের ভারে তাহার হৃদয় পিষ্ট হইয়া গেল।

হাভাতের মেয়ে

১

ব্যাণ্ডেল ষ্টেশনে বর্দ্ধমান প্যাসেঞ্জার ট্রেণখানি থামিতেই, একখানি মধ্যশ্রেণীর গাড়ী হইতে কতকগুলি লোক অবতরণ করিয়া "মহাশয় গাড়ীতে কেউ ডাক্তার আছেন" হাঁকিতে হাঁকিতে গাড়ীর অগ্রপশ্চাৎ ছুটিয়া চলিল। একখানি সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ী হইতে কয়েকটি ভদ্রলোক অবতরণ করিয়া ওয়েটিং রুমে প্রবেশ করিলেন; তাঁহাদিগের মধ্যে একজন যুবক ওয়েটিং রুমে প্রবেশ করিয়াই বলিলেন, "বাবা আবার বাহ্যে পেয়েছে"। "ওই যে বাথ রুমে কমোড আছে, সুশীল সঙ্গে করে নিয়ে যা"— একজন মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক এই কথা বলিলে সুশীল বলিয়া যুবকটি অন্য যুবককে ধরিয়া লইয়া বাথ রুমের ভিতর প্রবেশ করিল। অল্পক্ষণ পরে বাথ রুম হইতে বমনের শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল, মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোকটী ব্যস্ত হইয়া বাথরুমের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পরক্ষণেই একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক ওয়েটিং রুমে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন আছে?" বাথ-রুমের দরজা খুলিয়া মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোকটি বাহির হইয়া বলিলেন "ভাল নয়, লক্ষ্মণ বাবু আপনি এই গাড়ীতে মরালগঞ্জে গিয়া রাম বাবুকে সংবাদ দিন, এ দিনে বিবাহ হইবে না—যদি ভগবানের ইচ্ছা হয় বিবাহ হইবে, আর যদি না হয় যদি—"

ব্যস্ত হইয়া লক্ষণ বাবু বলিলেন, "ভাব্‌বেন না, ভাব্‌বেন না আজ না হয় বিয়ে নাই হবে, এর পরেও ঢের দিন আছে, আমি বিয়ে বন্ধ করে রাখবো।"

যে লোকগুলি মধ্যশ্রেণী হইতে নামিয়া "মশায় কেউ ডাক্তার আছেন" বলিয়া গাড়ীর অগ্রপশ্চাৎ ছুটিয়াছিল, এই সময়ে তাহারা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, ডাক্তার পাওয়া গেল না, ফার্ষ্ট ক্লাসে একজন ডাক্তার আছেন, তিনি বলিলেন "আমি দেখিলেই কি রোগ সারিয়া যাইবে, ঔষধ কোথায়? এখনি পাল্কী করে রোগীকে হুগলীর হাঁসপাতালে নিয়ে যাও।

লক্ষণ বাবু সে কথার অনুমোদন করিয়া ওয়েটিং রুম হইতে বহির্গত হইয়া অন্য গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। লক্ষণ বাবু পেনসন প্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, বর্ত্তমানে মরালগঞ্জের জমিদার রামপদ মিত্র চৌধুরীর ম্যানেজার, রামপদ বাবুর কন্যার সহিত অবিনাশ বাবুর—পূর্ব্বোক্ত মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক—পুত্রের বিবাহ, তাই লক্ষণ বাবু কি প্রয়োজনে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, এবং বরপক্ষীয়-দিগের সহিত ফিরিয়া যাইতেছিলেন। বর, এবং বরপক্ষকে নজরবন্দী রাখাই যদি তাঁহার কলিকাতায় গমনাগমনের কারণ হয় তাহা প্রকাশ ছিল না। কিন্তু রেলগাড়ীতে আসিতে আসিতে হঠাৎ বরের বারংবার পাতলা বাহ্যে হইল; তাহার পরে ব্যাণ্ডেলের বাথ রুমে বমি বাহ্যে হওয়ায় লক্ষণ বাবু, সে বরের আশা পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহার সেকেণ্ড ক্লাসের গাড়ী পরিবর্ত্তন করিয়া মধ্যশ্রেণীর গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। রামপদ বাবুর কন্যার

বিবাহের চিন্তায় কি তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গেল? না, তাঁহার ন্যায় বহুদর্শী পেনসন প্রাপ্ত ডেপুটিম্যাজিষ্ট্রেটের মস্তিষ্ক বিকৃত হইবার নয়, যে গাড়ীতে লক্ষণ বাবু উঠিলেন সেই গাড়ীতে আর একটি বরও বর্দ্ধমানে বিবাহ করিতে যাইতেছিল, তিনি হাবড়া ষ্টেশনে তাহাদের পরিচয় লইয়াছিলেন, তাহারাও কুলীন কায়স্থ, রামপদ বাবুদেরই ঘর। লক্ষণ বাবু মধ্যশ্রেণীর গাড়ীতে উঠিয়া, সহজেই বরকর্ত্তা অবিনাশ দত্তকে চিনিয়া লইয়া তাহার সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন এবং পরবর্ত্তী ষ্টেশনে গাড়ী থামিতেই তাঁহাকে তাঁহার সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ীর মধ্যে লইয়া আসিলেন। তাঁহাদের কি কথোপকথন হইল এবং লক্ষণ বাবু অবিনাশ বাবুর হস্তে একখানি দশ হাজার টাকার নোট গুঁজিয়া দিয়া বলিলেন—"সেই ভাল, আপনারা দেবীপুরে সকলেই নামিয়া পড়িবেন, সেখানে আমাদের সব বন্দোবস্ত আছে।" গাড়ী হইতে নামিয়া অবিনাশ বাবু বলিলেন, "তাহলে আমি হরিশ বাবুর নিকট—

"ওঃ সেই পাকা দেখার হাজার টাকা সে ত আপনি পাবেন বলেই দিয়েছি—তদ্ভিন্ন অলঙ্কার বরাভরণ সাজসজ্জা যা যা পাবেন সব ত আপনাকে বলিয়াছি।"

"আপনি মহাশ্রয় লোক। আপনার ঋণ আমি কখন শোধ করিতে পারিব না" বলিয়া অবিনাশ বাবু নিজের গাড়ীতে গমন করিলেন। লক্ষণ বাবু তাঁহার গাড়ীর দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া বলিলেন "অর্থপিশাচ, ছোটলোক—কায়স্থ নহে, কায়স্থের

গর্ভস্রাব—অনায়াসে অর্থলোভে একটী ভদ্রলোকের সর্ব্বনাশ করিতে চলিল—আমিও প্রায় উহারই ন্যায় গুণধর, তবে আমি চাকরির খাতিরে একাজ করিলাম—এত সামান্য অন্যায়—চাকরীর খাতিরে আমি যে সমস্ত অপকার্য্য করিয়াছি, যদি আজ্ঞাকারীর পাপের কিছু অংশও আমাকে ভোগ করিতে হয়—অনন্ত নরকেও আমার শাস্তি শেষ হবে না। যে চাকরী করে সে ঝকমারী করে। চাকরী করিতে গেলে ধর্ম্ম, মনুষ্যত্ব, বিবেক, বিচারশক্তি সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া মনিবের আজ্ঞা পালন করিতে হয়; মনিবের স্বার্থরক্ষা করিতে হয়।

দেবীপুর ষ্টেশনে গাড়ী থামিলে, দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে লক্ষণ বাবু এবং মধ্য শ্রেণী হইতে সপুত্র অবিনাশ বাবু দলবল সহ নামিয়া পড়িতে অজিত বাবু বলিয়া একজন ভদ্রলোক নামিয়া অবিনাশ বাবু প্রভৃতিকে বলিলেন, "এ কি মশায় আপনারা এখানে নামলেন যে?" গম্ভীরভাবে অবিনাশ বাবু বলিলেন, "প্রয়োজন আছে।" "প্রয়োজন কি মশাই, এই গাড়ীতে বর্দ্ধমান পঁহুছাইতেই সাতটা বাজ্‌বে, এর পুরে ত আর গাড়ী নাই। সেই রাত্রি ১টার সময় আছে। সে ত চারটের সময় বর্দ্ধমানে পৌঁছে।" "আমরা বর্দ্ধমানে বিবাহ দিব না, আসুন বড় বাবু" বলিয়া অবিনাশ বাবুর দলস্থ একজন আসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে, অজিত বাবু অবিনাশ বাবুকে অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া অবশেষে তাঁহার পায়ে ধরিয়া তাঁহাকে ফিরাইবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু দশ হাজার টাকা

নগদ তখন অবিনাশ বাবুর বুকের উপর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে; তাহাকে উৎপীড়ন করিয়া বাহির করিয়া দেওয়া ন্যায় ধর্ম্ম কিংবা সমাজসঙ্গত নয়—আরও এক হাজার নগদ পাওয়া যাইবে—অখিল বাবুকে ফিরাইয়া দিতে হইবে বলিয়া সেটিও হস্তগত হইবে। নিতান্তই যদি অখিল বাবুকে টাকাটা ফিরাইয়া দিতে হয়, ক্রমে ক্রমে দেওয়া যাইবে—অবশ্য অখিল বাবুর কন্যা অমলার বিবাহ লইয়া না হয় একটু গোলমাল—না হয় বিবাহ হইবে না, তাহাতে ক্ষতি কি? জমিদারনন্দিনী লীলাবতী যখন এ ক্ষেত্রে অমলার প্রতিদ্বন্দ্বিনী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন তখন দরিদ্র-কন্যা অমলারই অপকার হইবে। বিশেষ দরিদ্রকন্যা অমলার বিবাহ না হইলে কি ক্ষতি? কিন্তু রামপদ বাবু ধনাঢ্য জমিদার। তাঁহার কন্যার বিবাহ না হইলে তাঁহার জাতি নষ্ট হইবে, তাহা কি কখন সম্ভব হয়? সৃষ্টির আদি হইতে দরিদ্রেরা কষ্ট, অপমান, লাঞ্ছনা এবং ঘৃণা সহ্য করিয়া আসিতেছে, সহ্য করিতেছে এবং ভবিষ্যতেও করিবে। দুঃখ কষ্ট সহ্য করিবার জন্যই দরিদ্রদিগের জন্ম। তাহাদের দুঃখে কি সহানুভূতি হইতে পারে? সুতরাং অবিনাশ বাবু বলিলেন, "অজিত বাবু, আপনার ভাইঝির বিবাহ অন্যত্র দেখিয়া শুনিয়া দিবেন, আমার ছেলের আমি আপনাদের ঘরে বিবাহ দিতে ইচ্ছা করি না।"

অজিত বাবু মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। সেই সময় বংশীবাদন করিয়া বনমালী ব্রজবিহারী রেলগাড়ীখানিও ষ্টেশন

ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, অজিত বাবু তাহা জানিতেও পারিলেন না।

জগতে কাজের লোকের অভাব থাকিলেও অকাজের কিংবা বেকার লোকের কিছুমাত্র অভাব নাই। অবিনাশ বাবুরা সদলবলে ষ্টেশন পরিত্যাগ করিয়া গমন করিতে না করিতে ষ্টেশনের কুলি মজুর পর্য্যন্ত সকলেই সমস্ত কথা জানিতে পারিল এবং অবিনাশ বাবুকে সাধু ভাষায় তিনি যে তাহাদের নিতান্ত আপনার লোক তাহা প্রকাশ্যেই প্রচার করিতে লাগিল।

দেবীপুরের ষ্টেশন মাষ্টারটি অতি ভদ্রলোক ছিলেন, তিনি ঘটনা শুনিয়া অজিত বাবুর নিকটে আসিয়া বলিলেন, "মহাশয় এখন কি কর্‌বেন স্থির করেছেন।"

"করবো আমার মাথামুণ্ড" বলিয়াই সুপ্তোত্থিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া উঠিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, "যা সর্ব্বনাশ হয়েছে, গাড়ী চলে গিয়েছে, এখন উপায় ?" ষ্টেশন মাষ্টার তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন আসুন, অত ব্যস্ত হ'লে কোন উপায় হ'বে না, আপনি এখান থেকে বাড়ীতে তার ক'রে দিয়ে এই পাঁচ মাইল হেঁটে মগরায় যান। দুঘণ্টা পরে যে এক্সপ্রেস আছে, মগরায় ধরবে, তাহলে আপনি যাত্রী গাড়ীর আধঘণ্টা পরেই বর্দ্ধমান পৌঁছুতে পারবেন।"

পকেটে হাত দিয়া অবিনাশ বাবু চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, "ঐ যা, আমার ব্যাগ যে গাড়ীতে রেখে এসেছিলাম, আমার

নিকট ত টাকা নাই—কি হ’বে মাষ্টার মশাই?” “কি আর হ’বে আপনি আসুন, আমি সমস্ত ব্যবস্থা ক’রে দিচ্চি।”

অবিনাশ বাবুকে সঙ্গে লইয়া ষ্টেশন মাষ্টার বাবু ষ্টেশনগৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার হস্তে একটি টাকা দিয়া বলিলেন, “মগরা হইতে টিকিট কিনিয়া যাইবেন। এ টাকা আমি আপনাকে ধার দিচ্চি, টেলিগ্রামের খরচা আপনার লাগিবে না, আমি রেলওয়ের তারে সংবাদ পাঠাচ্চি, কাকে তার কর্‌তে হবে বলে দিন্।”

অখিল বাবুর ঠিকানা লিখিয়া দিয়া অবিনাশ বাবু ভাবিতে ভাবিতে চলিলেন—সংসারে মানুষও আছে সত্য; কিন্তু বড় বিরল।

ষ্টেশন মাষ্টার মহাশয়ের হস্তে দাদাকে সংবাদ দিবার ভার সমর্পণ করিয়া অজিত বাবু দ্রুতবেগে মগরার দিকে অগ্রসর হইলেন, এবং এক ঘণ্টার মধ্যে পাঁচ মাইল হাঁটিয়া আসিয়াছেন দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। ইতস্ততঃ একঘণ্টা পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় অজিত বাবু মগরা ষ্টেশনে ছট্‌ফট্ করিয়া, মধ্যশ্রেণীর গাড়ীর দিকে যাইতেছেন, এমন সময় একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ী হইতে, বিজাতীয় বেশভূষায় শোভিত এক ব্যক্তি “অজিত, এদিকে আয়” বলিয়া অজিত বাবুকে আহ্বান করিলেন। অজিত ফিরিয়া দেখিয়া বলিলেন, “কে সন্তোষ?” সাহেববেশী সন্তোষ বাবু দ্বিতীয় শ্রেণীর

গাড়ীর দ্বার খুলিয়া দিতে আদেশ করিয়া অজিতকে উঠিতে বলিলেন। আমার যে ভাই ইণ্টারের টিকিট"। অজিত এই কথা বলিলে সন্তোষ আসিয়াই দ্বার খুলিয়া বলিলেন "Never mind come in." অজিত গাড়ীতে উঠিলেন।

সন্তোষকুমার শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় মল্লিক মহাশয়ের একমাত্র পুত্র। তাঁহার পিতা মৃত্যুঞ্জয় বাবু কায়স্থ সমাজের বরপণ-প্রথা-নিবারিণী সভার একজন প্রধান পাণ্ডা। বড় বড় লোকের বাড়ী বড় বড় সভা আহ্বান করিয়া বড় বড় বক্তৃতা করেন। বরপণ প্রথায় কায়স্থ-সমাজের সর্ব্বনাশ হইতেছে, হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে আরও অধিক হইবে—উচ্চকণ্ঠে সর্ব্বস্থানেই বসু মল্লিক মহাশয় এইরূপ বক্তৃতা দিয়া থাকেন—আর বলেন যে তাঁহার পুত্রের বিবাহ দিয়া তিনি কন্যার পিতাকে পীড়ন করিয়া এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করিবেন না। অবস্থা ভাল, কোম্পানীর কাগজ বাড়ী, যুড়ী সবই আছে, পুত্রভাগ্যও তাঁহার নিতান্ত মন্দ নয়। সন্তোষকুমার গত বৎসর এম এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ইউনিভার্সিটি কর্ত্তৃক ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মনোনীত হইয়া বর্দ্ধমানে শিক্ষানবিশি করিতেছেন।

সন্তোষের বয়স তেইশ বৎসর হইয়াছে। কিন্তু বসু মল্লিক মহাশয় অদ্যাপি সন্তোষের বিবাহ দেন নাই। বসু মল্লিক মহাশয়ের বক্তৃতা শ্রবণ বা সংবাদপত্র পাঠ করিয়া হাভাতের শ্রেণীর—অবশ্য কায়স্থ-সমাজের অন্তর্গত—অনেক কন্যাদায়গ্রস্থ ব্যক্তিই বিনা পণে, কন্যাদায় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার জন্য

পাঁচ বৎসর যাবৎ তাঁহার নিকট যাতায়াত করিতেছেন, অযাচিত ভাবে তাঁর উচ্চান্তঃকরণের প্রশংসা করিয়াছেন এবং করিতেছেন, কিন্তু অদ্যাপি কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

বসু মল্লিক মহাশয় বলেন—জন্ম, মৃত্যু এবং বিবাহ মানুষের আয়ত্তে নাই। পূর্ব্বে হইতে স্থিরীকৃত হইয়া মানুষ জন্মগ্রহণ করে। তাহার পরে গৃহিণীর অমত, পুত্রের অনিচ্ছা, জন্ম-পত্রিকার অমিল ইত্যাদি অনেক বাধাবিঘ্ন ভীমবল অবলম্বন পূর্ব্বক, হাভাতের দলের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইত।

কুৎসাপ্রিয় লোকে রটনা করে, বসু মল্লিক মহাশয়, বন্দীঘাটের রায় সরকারদিগের গৃহে পুত্রের বিবাহ দিবার চেষ্টা করিতেছেন, কারণ তাহারা কন্যার বিবাহে নগদে, অলঙ্কারে এবং দ্রব্যাদিতে পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়া থাকে। বন্দীঘাটের জমীদার নিবারণ বাবুর কন্যার বিবাহের সময় বরপক্ষীয়েরা তাহার কন্যা দেখিয়া কন্যাটি একটু কাল বলিয়াছিলেন, তাহাতে নিবারণ বাবু উঠিয়া গিয়া একখানি পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক লিখিয়া আনিয়া বরকর্ত্তার হস্তে দিয়া বলিয়াছিলেন, "দেখুন দেখি এইবার আমার মেয়েকে সুন্দর দেখাচ্ছে কি না?"

বরকর্ত্তা বলিলেন "আজ্ঞে সাক্ষাৎ কমলা।"

নিবারণ বাবু সেই হইতে তাহার বংশের কন্যার বিবাহের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা আয়ের একটি সম্পত্তি উইল করিয়া যান, তাহার নাম যৌতুক সম্পত্তি। সুতরাং বন্দীঘাটে পুত্রের বিবাহ দিতে পারিলে বসু মল্লিক মহাশয়ের লাঠিও ভাঙ্গিবে না

সাপও মরিবে—অর্থাৎ বরপণ প্রার্থনা করিতে হইবে না অথচ পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা করতলগত হইবে।

প্রকৃত পক্ষে বসু মল্লিক মহাশয়ের সেরূপ অভিপ্রায় না থাকিলেও ফলে এক প্রকার তাহাই দাঁড়াইয়াছিল। কারণ বন্দীঘাট হইতে সন্তোষকুমারকে দেখিবার জন্য বর্ত্তমান জমিদার নিশিকান্ত বাবু স্বয়ং কলিকাতায় আসিয়াছিলেন—এবং সেই জন্যই মৃত্যুঞ্জয় বাবু গত কল্য টেলিগ্রাম করিয়া সন্তোষকুমারকে কলিকাতায় লইয়া গিয়াছিলেন, সন্তোষ একদিনের ছুটী লইয়া গিয়াছিল, ফিরিবার সময়ে অজিতের সহিত মগরা ষ্টেশনে সাক্ষাৎ হয়।

নিশিকান্ত বাবু যে সন্তোষকে দেখিবার জন্য আসিয়াছেন, এ কথা মৃত্যুঞ্জয় বাবু কাহারও নিকট এমন কি গৃহিণীর নিকটও প্রকাশ করেন নাই। নিশিকান্ত বাবু যদি সন্তোষকে জামাতা করিবার জন্য মনোনীত করেন, তিনি তাঁহার সহিত কনে দেখিতে যাইবেন এবং একেবারে পাকা দেখিয়া আসিয়া পুত্রের বিবাহের সংবাদ প্রচার করিবেন। সন্তোষকুমারকে নিশিকান্ত বাবু পছন্দ করিলেন এবং সন্তোষকুমার বর্দ্ধমানে চলিয়া গেলে, মৃত্যুঞ্জয় বাবুও নিশিকান্ত বাবুর সহিত বন্দীঘাটে যাত্রা করিলেন।

অজিত গাড়ীতে উঠিলে সন্তোষকুমার বলিলেন, "তুমি মগরায় কি করিতে আসিয়াছিলে?"

"আমার গুষ্ঠীর পিণ্ডি দিতে আসিয়াছিলাম। আমরা যদি

কায়স্থ বংশে না জন্মিয়া হাড়ী ডোমের ঘরে জন্ম গ্রহণ করিতাম ভাল হইত।”

“কি ব্যাপার খুলেই বল না।”

“কি আর বলবো বল—আজ আমার ভাইঝির বিয়ে—অবিনাশ দত্তের ছেলের সঙ্গে বিবাহ স্থির হয়েছিল, পাকা দেখার দিনে এক হাজার টাকা গুণে নিয়েছে, আমি তাদের খরচা দিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছিলাম, তারপর পাজী বেটা বল্লে কি জান, বলা না কওয়া না হঠাৎ ছেলেও লোকজন নিয়ে দেবীপুরে নেমে পড়লো আমিও তাদের সঙ্গে নেমে শুনলাম, অবিনাশ দত্ত মরালগঞ্জের রামপদ বাবুর মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দেবে তাই সেখানে নেমেছে।”

“অঁ্যা বল কি, তার পর ?”

“তার পর আর কি, দুটো পায়ে পর্য্যন্ত জড়িয়ে ধরলাম, কিন্তু কোন ফল হলো না ; এখন জাত ত যাবেই—মেয়েটারও পরকাল গেল।” “কেন, যাত যাবে কেন, মেয়েরই বা পরকাল যাবে কেন, এখানে না হয় নাই বিয়ে হলো—অন্য স্থানে বিয়ে দেবে।”

“আমাদের সমাজের নিয়ম—আজই যদি সেই মেয়ের কোন প্রকারে কাহারও সহিত বিবাহ দেওয়া যায় মঙ্গল, এ রাত্রি প্রভাত হইলে সে মেয়ের আর বিয়ে হবে না।”

“কেন তাহাতে সমাজের কি ক্ষতি হইবে ?”

“সমাজ জানেন—সমাজ মেয়ের বিয়ে না দিতে পারিলে

আমার জাত মারিবেন, মেয়েকে চিরকালের জন্য হতভাগিনী হইতে হইবে ; কিন্তু যাহার জন্য আমার এই অবস্থা হইবে, সমাজ অবলীলাক্রমে তাহাকে বুকের মধ্যে আশ্রয় দিয়া লুক্কায়িত করিয়া রাখিবেন ; এই আমাদের সমাজ, এই আমাদের ধর্ম্ম, এই আমাদেষ শিক্ষা !" অজিতের কথা শুনিয়া সন্তোষকুমারের অত্যন্ত ক্রোধ হইল। তিনি বলিলেন, "ইহার কি কোন প্রতীকার নাই ?"

"না। আমাদের এ এখন সমাজ হইলেও এ সমাজের সমাধি মাটী চাপাই হউক আর রত্ননির্ম্মিত হউক সমাধি—সমাধি।"

"তারপর এখন কি কর্‌বে ?"

"কি আর কর্‌বো ? কর্‌বার কিছু নাই—ভগবান্ যদি কোন উপায় করেন ভাল, নচেৎ সমাজচ্যুত হইতে হইবে।"

"আর কোন পাত্র দেখিয়া তবে রাত্রেই বিবাহ দাও না কেন ?"

"পাত্রের কি বাজারে দোকান আছে যে কিনে আনবো, আর যদি থাকে সে মূল্য দিবার ক্ষমতাও নাই। দেবীপুরের ষ্টেশন মাষ্টারের দয়ায় দাদাকে সুসংবাদ দিয়াছি নিজেও যাচ্ছি, নচেৎ আমাকে সেইখানেই থাক্‌তে হতো" এই বলিয়া অজিত দেবীপুরের ঘটনা আনুপূর্ব্বিক সন্তোষের নিকট প্রকাশ করিল। সন্তোষ শুনিয়া তাহাকে অজস্র ধন্যবাদ দিয়া কহিল, "দেখ ভগবান্ তোমাকে যখন এক বিপদে রক্ষা করিয়াছেন, আর এক বিপদেও রক্ষা করিতে পারেন।"

"তাহ'লে তাঁকে বর সেজে একে সে বিপদে উদ্ধার কর্ত্তে হবে।"

সহসা বৈঁচি ষ্টেশনে গাড়ী থামিতেই একটি অর্দ্ধনগ্ন চিরবাস-পরিহিত লোক সন্তোষ ও অজিতকুমার যে দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে ছিলেন সেই গাড়ীর সম্মুখে আসিয়া বলিল—"ভগবান্‌ই ষ্টেশনমাষ্টার সেজেছিলেন—আর ভগবানই বর সেজে এই তোর পাশে বসে আছে, এই তোর ভাইঝির বর, যা বিয়ে দিগে।"

অজিত ও সন্তোষকুমার বজ্রাহতের ন্যায় পরস্পর এক মুহূর্ত্ত দৃষ্টিপাত করিয়া সেই লোকটির দিকে চাহিয়া আর তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। তাঁহারা দুই জনেই তৎক্ষণাৎ গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া ষ্টেশনে এবং গাড়ীতে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়াও আর তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। কেহ তাহার সন্ধান বলিতে পারিল না।

অজিতকুমার এম, এস্‌সি তে তৃতীয় স্থান এবং সন্তোষকুমার ফিলজফিতে এমে পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বিজ্ঞান বা দর্শনে ইহার কোন মীমাংসাই অন্বেষণ করিয়া প্রাপ্ত হইলেন না।

সন্তোষ বলিলেন 'Miracle'! অজিত বলিলেন, "ভগবান্! আর তিনি স্বয়ং উপস্থিত হইয়া অমলার পাত্র আমাকে দেখাইয়া দিয়া গেলেন।"

সন্তোষ চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, "সে কি! সে কেমন করে হবে?"

"কেন কেন তোমার কি বিবাহ হইয়াছে?"

"না।"

"তবে কেন হবে না"।

"প্রথম, আমার বিবাহ করিবার ইচ্ছাই নাই, দ্বিতীয় পিতার অগোচরে তাঁহার বিনা অনুমতিতে আমি বিবাহ করিতে পারি না।"

"তুমি অবশ্য পুত্রের উপযুক্ত কথা বলিয়াছ। কিন্তু কায়স্থ সমাজ হইতে পণপ্রথা উঠাইয়া দিবার জন্য তোমার পিতা যেরূপ চেষ্টা করিতেছেন, তুমি যদি আমাদের জাত রক্ষা কর, তিনি বোধ হয় তোমার এ কার্য্যে সন্তুষ্ট বই অসন্তুষ্ট হবেন না! ভেবে দেখ এ যেন বাস্তবিকই ভগবানের অভিপ্রায়, নচেৎ আমি তোমার সহিত অমলার বিবাহ হইতে পারে স্বপ্নেও মনে করি নাই—গাড়ীর মধ্যে তোমার সহিত আমার যে কথা হইয়াছিল তাহা আর কেহই জানে না—কিন্তু দেখ আমি যেমন বলিলাম —ভগবান্‌কে বর সেজে এসে আমাদিগকে এ বিপদে উদ্ধার করতে হবে, অমনি কে আসিয়া তোমাকেই অমলার বর নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া গেল, তুমি আর অন্যমত ক'র না আমাদের জাতি রক্ষা কর—অমলাকে বিবাহ কর। নচেৎ আমরাও সমাজচ্যুত হইব, অমলাও চিরজীবনের জন্য জীবন্মৃত হইয়া থাকিবে অথবা আমাদিগকে তোমাদের ওই হৃদয়হীন স্বার্থপর সমাজ পরিত্যাগ করিয়া অন্য সমাজে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে—তুমি যদি দয়া অমলাকে গ্রহণ কর, সব দিক্ রক্ষা হয়। তুমি আমার অনেক

দিনের বন্ধু তাই তোমাকে আমি এত অনুরোধ করিতেছি। তোমার মত পাত্রে কন্যাদানের সঙ্গতি আমাদের নাই—আর যদিও দাদা বাড়ী-ঘর বাঁধা দিয়ে কিছু সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার অৰ্দ্ধেক টাকা সেই অর্থলোলুপ পিশাচ অবিনাশ দত্তকে পাকা দেখার দিন দিয়াছেন। তোমার হাতে ধরে বল্‌ছি ভাই আমাদের জাত রক্ষা কর।”

“বাবা কি মনে করবেন? তিনি যদি অসন্তুষ্ট হন?”

“আমরা সপরিবারে তাঁহার পায়ে ধরিয়া তাঁহাকে শান্ত করিব।”

২

কাঞ্চন-নগরে অখিল বাবুর বাটীতে আজ মহাধূম, তিনি ভিটাবাটী বাঁধা দিয়া কন্যার বিবাহ দিতেছেন। পৈতৃক ভিটা অনেক দিন স্বাধীনতা ভোগ করিয়াছে, সুতরাং অখিল বাবু তাহাকে বাঁধা দিয়া মহা পৌরুষের কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহার ঊর্দ্ধতন ৭।৮ পুরুষেরা কেহই এরূপ অসম সাহসের কার্য্য করিতে পারেন নাই, সুতরাং অখিল বাবু নিজ কৃতিত্বে গর্ব্বিত এবং আনন্দিত হইয়া আত্মীয়স্বজনগণকে আহ্বান করিয়াছেন। তাঁহার এই কৃতিত্ব যদি আত্মীয় স্বজন না জানিল তবে কি ফল হইল; সুতরাং বরপণ দুই হাজার টাকার উপর অতিরিক্ত পাঁচ শত টাকা না হইলে আত্মীয়স্বজনকে বাটীতে আনা হয় না; কাজেই ভিটামাটী বাঁধা দিয়া, ২৫০০ টাকাই লইতে হইবে; কেননা, ওপাড়ার বোসজা, ওবাটীর ছোট খুড়া, ছুতার

পাড়ার মিছারাম দত্ত, কাঞ্চন নগর কায়স্থ-সমাজের যাহাদিগকে মাথা বলিতে হয় সকলেই সেইরূপ পরামর্শ দিয়াছেন। এই অযাচিত পরামর্শ তাঁহারা অবশ্য Gratis দিয়াছেন।

যাহা হউক অখিল বাবু তাঁহাদের পরামর্শ মতেই হউক বা তাঁহার নিজের অথবা গৃহিণীর ইচ্ছায়ই হউক, অতিরিক্ত ৫০০ টাকা ঋণ করিয়া তিনি আত্মীয়স্বজনকে আনয়ন করিয়াছিলেন; সুতরাং ভিটামাটী বাঁধা পড়িলেও, বিবাহের আনন্দোৎসবের কোনরূপ ত্রুটি ছিল না। সাতটার সময় বর ষ্টেশনে আসিবে; অখিল বাবু তাঁহার ষোড়শবর্ষ বয়স্ক পুত্র অরুণকে বলিলেন, "বাবা অরুণ, তুমি ষ্টেশনে সুরেশকে গিয়া আগে থাকৃতে ৪।৫ খানি ঘোড়ার গাড়ী বন্দোবস্ত ক'রে রাখতে বলগে, কি জানি যদি সে সময় গাড়ী না পাওয়া যায়, আগে থাকৃতে ঠিক ক'রে রাখা ভাল।"

"যে আজ্ঞা" বলিয়া অরুণচন্দ্র বেলা ৫টার সময়ই ষ্টেশনে যাত্রা করিলেন। সুরেশ অখিল বাবুর ভাগিনেয়। তাঁহার বাটীতে থাকিয়া বর্দ্ধমান ষ্টেশনের টেলিগ্রাফ বিভাগে কার্য্য করে। অরুণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "বড়দা, বাবা বলে দিলেন আগে থাকৃতে চার পাঁচখানি গাড়ী ঠিক করে রাখুন।"

"আচ্ছা তুই বাড়ী যা।"

"না বড়দা, আমি তোমার সঙ্গে বর নিয়ে যাব, তোমার পায়ে পড়ি বড়দা।"

"তাইত তুই থাক্‌বি, যদি কোন আবশ্যক পড়ে, আমাকে দেখছি মামার কাছে বকুনি খেতে হ'বে। আচ্ছা থাক্ তুই।"

সহসা রেলওয়ে বিভাগের তারে ঘণ্টাধ্বনি বাজিয়া উঠিল। সুরেশ তার ধরিয়া লিখিলেন—রেলওয়ে তার জরুরি—অখিল ঘোষ কাঞ্চননগর—অবিনাশ দত্ত তাহার পুত্র দ্বিজেনকে লইয়া দেবীপুরে নামিয়া অন্যত্র পুত্রের বিবাহ দিতে গেল, গাড়ী মিস্ করিয়াছি, এক্সপ্রেসে যাইব। যদি অমলার কোন উপায় করিতে পারেন দেখুন—অজিত। টেলিগ্রাম প্রাপ্ত হইয়া সুরেশের মুখ শুকাইয়া গেল। কি সর্ব্বনাশ হইল—তখনও তারের বিরাম নাই, সুরেশ আবার তার ধরিলেন—সিগনালার বর্দ্ধমান, দেবীপুরের ষ্টেশন মাষ্টার—মধ্যম শ্রেণীর গাড়ীতে আমার একটি বন্ধু একটি আঠারো ইঞ্চি গ্লাডষ্টোন ব্যাগ ফেলিয়া নামিয়া পড়িয়াছেন, যদি অনুসন্ধান করিতে পারেন আপনার নিকট রাখিবেন।

তার ফেলিয়া রাখিয়া সুরেশ অরুণকে বলিল—"অরুণ একখানা গাড়ী নিয়ে শীঘ্র বাটীতে এই টেলিগ্রাফ নিয়ে মামাকে দিগে যা।"

"কেন কেন, কি হয়েছে বড়দা।"

"সর্ব্বনাশ হয়েছে—অমলার খিয়ে পণ্ড হল, জাত গেল কি হবে? কি হবে?"

অরুণ চমকিত হইয়া টেলিগ্রামখানি পড়িতে যাইতেছিল, কিন্তু সুরেশ বাধা দিয়া বলিল, "গাড়ীতে বসে পড়িস্, শীঘ্র বাড়ী

যা, সাতটার মধ্যে আমার নড়বার যো নাই, নহিলে আমিই যাইতাম।”

অরুণচন্দ্রের হস্ত হইতে টেলিগ্রামখানি লইয়া পাঠ করিয়া অখিল বাবু মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। টেলিগ্রাম আসিলে, স্বভাবতঃই বাটীর লোকের ঔৎসুক্য জন্মিয়া থাকে, বিশেষ যদি সেই বাটীতে আবার আত্মীয় কুটুম্ব থাকেন, তাঁহাদের ঔৎসুক্য বাটীর লোকদিকের অপেক্ষাও অধিক হইয়া থাকে; সুতরাং একে একে তাঁহারা প্রায় স্ত্রী পুরুষ, বালক বালিকা সকলেই বহির্বাটীতে আসিয়া অখিল চন্দ্রকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। ভীত চকিত নেত্রে অখিল বাবু সকলের দিকে একবার চাহিয়া বলিলেন, “আর কি শুনতে এসেছেন, জাত গেল—দ্বিজেনকে নিয়ে দ্বিজেনের বাপ দেবীপুরে নেমে অন্য জায়গায় ছেলের বিয়ে দিতে গেছে।”

“অ্যাঁ বল কি” “ওমা কি সর্ব্বনাশ” “সেকি কথাগো” ইত্যাদি নানাপ্রকার বিস্ময়সূচক শব্দ সকল ব্যাকরণ ত্যাগ করিয়া আত্মীয়বৃন্দের মুখে আশ্রয় লইল। অনাভিধানিক অনেক শব্দও ব্যবহৃত হইল। অবশেষে বাটীর মধ্য হইতে উচ্চ ক্রন্দনের রোল উঠিতেই পাড়াপ্রতিবেশী চমকিত হইয়া ঘোষেদের বাটীর দিকে ছুটিয়া চলিলেন। জলে, অরণ্যে বা গৃহে অগ্নি লাগিলে অগ্নিদেব উল্লাসে দ্রুতগতি গমন করিলেও কপালে আগুন লাগার সহিত তুলনায় তাঁহাকে অথর্ব্ব বলিতে হয়; দশ মিনিটের মধ্যে কাঞ্চননগরে এবং অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত বর্দ্ধমানবাসীই জানিতে

পারিল যে অখিল ঘোষের সর্ব্বনাশ হল, জাত গেল। কেবল রাজবাটীর দরজায় সঙ্গিন দেখিয়া তথায় সেদিন ভয়ে সে সংবাদ প্রবেশ করিতে পারে নাই। আনন্দোৎসবের পরিবর্ত্তে ঘোষেদের বাটী হইতে এখন কেবল শোকোচ্ছ্বাস বহির্গত হইতে লাগিল। আত্মীয়গণ গৃহস্থ অপেক্ষা অধিক চিন্তিত। অবশেষে ও-বাটীর ছোটখুড়া মহাশয় রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া ভীষ্মের ন্যায় সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিলেন। তিনি বলিলেন, "ভয় কি, ভগবান্ আছেন, তিনিই রক্ষা কর্‌বেন ; অখিল, তুমি এখনি ইদিলপুরে পাল্কী পাঠাও, আমার সম্বন্ধী আছে, ভাবনা কি—কাণা হোক খোঁড়া হোক, জাত ত রক্ষে হবে।"

খুড়া মহাশয়ের প্রস্তাব শুনিয়া অখিলচন্দ্র স্তম্ভিত হইলেন, কিন্তু আত্মীয়বর্গ তাহাতেই সায় দিয়া বলিলেন, তা ভিন্ন আর উপায় কি ? যার যেমন বরাত ! অখিলচন্দ্র উত্তর না করিলেও তরুণ যুবক অরুণ আর থাকিতে পারিল না, সে উচ্চরবে বলিল, "যান যান এখুনি সব বাড়ী থেকে বেরিয়ে যান, আপনাদের আর আত্মীয়তা জানাতে হবে না, বাবাকে প্রথমেই বলেছিলাম বাবা, শকুনির পাল ডাকিয়া আনিবেন না—অমলাকে খুন করিব, তবু এই পাজী বেটাদের অভিপ্রায় মত তাহার বিবাহ দিব না।"

"কি, ছোট মুখে বড় কথা, পাজী এত বড় আস্পর্দ্ধা।"

"তোমার বাড়ী গিয়ে গলাবাজী কর, শীঘ্র এখান থেকে বেরোও, নইলে অপমান ক'রে বার করে দেবো।"

"আচ্ছা এর প্রতিশোধ যদি না দিতে পারি আমার নাম তারক ঘোষ নয়—" এই বলিয়া ছোটখুড়া মহাশয় প্রস্থান করিবার সময় আত্মীয়দিগকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়া গেলেন, আপনারা বুঝি উত্তম মধ্যম না খেয়ে, বিদায় হচ্ছেন না"— " না না আমরাও আপনার সঙ্গী," বলিয়া আত্মীয়গণ সমবেত আত্মীয়া মণ্ডলীকে বলিলেন, "নাওগো সব বেরিয়ে চল।" রমণীরা বলিলেন, 'গাড়ী পাল্কী ডাক, বেরিয়ে কি রাস্তায় যাব নাকি।'

তারক ঘোষ বাবু ফিরিয়া বলিলেন, "আমি থাকিতে আপনারা রাস্তায় যাবেন ? সেকি, আপনারা আমারও আত্মীয়, আসুন, অনুগ্রহ করিয়া এখন আমার ওখানেই পায়ের ধূলা দিবেন।" অল্পক্ষণের মধ্যেই অখিলের বাটী জনশূন্য হইল— অখিল দুঃখিত স্বরে বলিলেন, "বাবা-অরুণ, তোমার কথা সত্য হইলেও তুমি অতি গর্হিত কার্য্য করিয়াছ, অমলার যদি বিয়ে না হয়, জাত যাবে তা জান ?"

"আপনার জাত কুটুম্ব নিয়ে আপনি থাকুন, আমি আমার বোন্‌কে নিয়ে গিয়ে ভিন্ন সমাজভুক্ত হইব, তবু আপনাদের কায়স্থ-সমাজে জাতি রাখিবার জন্য ইদিলপুরের মার্ণ্‌কে গেঁজেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে দিব না।" অন্য সময় পিতার কথার এইরূপ উত্তর করিলে হয়ত অরুণের ভাগ্যে কিঞ্চিৎ উত্তম মধ্যমের ব্যবস্থা হইত। বিপদের সময় বলিয়া, অরুণের পৃষ্ঠদেশ অক্ষত রহিল। বিশেষ সেই সময়ে অরুণের গর্ভধারিণী

আসিয়া বলিলেন, "সেই ভাল, চল আজই আমরা কল্‌কাতায় চ'লে যাই, কালই সপরিবারে একসঙ্গে ভিন্ন সমাজে আশ্রয় গ্রহণ করিব।

"তুমি বাছা কেমন লোকের মেয়েগা, একেবারে কি অত অধীর হয়, অবিনাশ দত্তের বেটার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে হলোনি বলে কি মেয়ের বিয়ে পণ্ড হয়ে গেল, তাই তোমরা অমন কচ্চ, ভাবছো কেন, একটুখানি বিলম্ব করনা, দেখনা কি হয়। আমি শুনে এলাম অজিত নাকি অমলার বর নিয়ে আসছে।" অখিলচন্দ্র, গৃহিণী, অরুণ এবং দরজার পার্শ্ব হইতে অমলা পর্য্যন্ত চাহিয়া দেখিল একটি বর্ষীয়সী, মলিনবেশা স্ত্রীলোক তাহাদের বারান্দার নিম্ন হইতে এই কথা বলিতেছে—"তুমি কেমা! এ বিপদের সময় কি কৈলাস থেকে আমাদের আশ্বাস দিতে নেমে এসেছ ?" বলিয়া অরুণের মাতা তাহার নিকট সরিয়া আসিলেন। স্ত্রীলোকটী উত্তর করিল—"না মা, আমি ভিখিরী পাঁচ যায়গায় ঘুরি, অনেক খবর পাই, এ বাড়ীতে বিয়ে হবে শুনে আশা ক'রে আসছিলাম ; পথে শুনলাম বিয়ে ভেঙ্গে গেল। ফিরে যাচ্ছিলাম আবার শুনলাম তোমাদের ছোটবাবু নাকি তোমার মেয়ের বর আনছে—তাই আবার ফিরে এলাম।" "এস মা এস" বলিয়া অমলার মাতা স্ত্রীলোকটিকে, বাটীর মধ্যে লইয়া যাইবার জন্য আহ্বান করিলেন এমন সময় দূরে গাড়ীর শব্দ হইল। "ঐ বর আসছে" স্ত্রীলোকটির মুখে ওই বর আস্‌ছে শুনিয়া সকলে সেইদিকে তাকাইলেন। পর মুহূর্ত্তে ফিরিয়া কেহই আর

রমণীকে দেখিতে পাইলেন না। এই অবসরে গাড়ীখানি বাটীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে কোঁচবাক্স হইতে লম্ফ দিয়া সুরেশ নামিয়া আসিয়া, বাটীর বারাণ্ডায় উঠিয়া বলিল, "বড় মামীমা, বর এসেছে, তোমরা বরণ ক'রে নাও।" অমলার মাতা ও খুড়িমাতা চক্ষের জলের সহিত মুখের হাসি মিশাইয়া শাঁখ বাজাইয়া উলু দিয়া সন্তোষকুমারকে বরণ করিয়া গৃহে লইয়া আসিলেন। কুটুম্বিনীরা প্রস্থান করিয়াছিলেন বলিয়া সাহেবী পোষাকে বর আসায় কোন টিকা টিপ্পনী শুনিতে পাওয়া গেল না। ইত্যবসরে অজিতকুমার বাটীর মধ্য হইতে একখানি গরদের ধুতি ও চাদর লইয়া আসিয়া বলিলেন, "সন্তোষ, ভাই পোষাক ছেড়ে ফেল।" সন্তোষকুমার বেশ পরিবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। অরুণ তাঁহাকে সাহায্য করিতে লাগিল, এদিকে কপালে আগুনের মত ক্ষিপ্রগামী অনলগতিকে পরাস্ত করিয়া, অমলার সাহেব বরের সহিত বিবাহ হইতেছে কথাটি সমস্ত কাঞ্চন নগরময় প্রতিধ্বনিত হইয়া গেল। ওদিকে ছুতার পাড়ায় মিছারাম দত্তের বাটীতে ওপাড়ার বোসজা ও ও-বাটীর ছোট-খুড়ার মিলন হইল। কত চুপিচুপি পরামর্শ হইল, তাহার পর বোসজা ও দত্তজা ঘোষেদের বাঁড়ী যাত্রা করিলেন। তাঁহাদিগকে আসিতে দেখিয়া অরুণ বলিল, "কাকা বাবু, কতকগুলি শকুনি উড়ে গিয়েছিল আবার দুটি আস্‌ছে।"

"সে কিরে! ওত বোস্‌জা ও দত্তমশায়।"

"কেন আসচে জানেন ?"

"কেন ? বিয়ে দেখতে ?"

"না কাকাবাবু বিয়ে দেখতে নয়, আপনাদের পরমাত্মীয় ওবাড়ীর ছোটখুড়ো পাড়ায় রটিয়ে দিয়েছেন, অমলার সাহেব বরের সঙ্গে বিয়ে হচ্চে, তাই দেখতে আসছে।"

"বটে, ভাল ক'রে বোসজা ও আর দত্তমশায়কে অভ্যর্থনা ক'রে বর দেখাগে—যখন দেখবে কে—একবার মুখের দিকে চেয়ে দেখিস।" বিরক্তি ও ক্রোধের সহিত অরুণ কাকার আদেশ পালন করিতে গেল—বোসজা এবং দত্তমশায় বরসভাগৃহে গিয়া বরাসনে বর্দ্ধমানের এড়িশনাল, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্, কুলীনশ্রেষ্ঠ লক্ষপতি মৃত্যুঞ্জয় বসুমল্লিকের পুত্র শ্রীমান্ সন্তোষকুমারকে দেখিয়াই হতভম্ব হইয়া পরস্পরের প্রতি শুষ্ক ম্লানমুখে দৃষ্টিপাত করিয়া সুনম্রভাবে সুবোধ বালকের ন্যায় ধীরে ধীরে বরসভায় উপবেশন করিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে বসিতে হইল না ; অজিত বাবু আসিয়া বলিলেন। 'যাহোক আপনারা এসেছেন—আসুন আসুন—দত্তখুড়া আপনি ভাঁড়ার জিম্মা নিন—বোসজা তুমি লুচির ঘরে যাও।'

"যাব বইকি বাবু বইকি, চল চল ; কিন্তু জামাই বাবাজী একলা থাকবেন ?"

"জামাই এখনি বাড়ীর মধ্যে যাবে। তার জন্য আপনাদের চিন্তা করতে হবে না"—অখিলচন্দ্র, দত্তজা ও বোসজাকে লইয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

সাহেব জামাই আসিয়াছে সুতরাং ও-বাটীর ছোটখুড়ার নবমবর্ষীয়া কন্যা ভূতি, পিতার বিশেষরূপ নিষেধসত্ত্বেও বাটী হইতে পলায়ন করিয়া বর দেখিতে আসিয়া অন্দরের দরজা হইতে উঁকি দিতেছিল, ভূতিকে দেখিয়া দত্তজা বড় সন্তুষ্ট হইলেন; তিনি বলিলেন 'কিরে ভূতি, বর দেখতে এসেছিস, আয় এদিকে এগিয়ে আয়। এই দেখ! কেমন বর বল দিকি?" ভূতি ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, "সাহেব বর কই, বাবা বারণ করেছিল বর দেখতে আসতে, এ সাহেব নয়, আমি পালিয়ে এসেছি, দত্তজ্যাঠা, আমাকে বাড়ী রেখে এস, আমি আর এখন একেলা যেতে পারবো না।"

"আচ্ছা আচ্ছা চল চল, অখিল! আমি এই এলাম আর কি।"

আবার ঘোষেদের বাড়ীর বিবাহের নূতন সংবাদ বাহির হইল, চোরবাগানের মেত্তন মল্লিকের ছেলে বর্দ্ধমানের হাকিমের সঙ্গে অখিল ঘোষের মেয়ের বিয়ে, সাহেব টাহেব মিছে কথা। তারক খুড়া প্রমুখ আত্মীয়গণ এ সংবাদে মুহমান হইলেন। যখন অজিতকুমার অরুণকে সঙ্গে লইয়া খুড়ামহাশয়ের বাটীতে আসিয়া বলিলেন, "বাপ চা পাজি ছুঁচো খুড়োকে অপমান, এত বড় আস্পর্দ্ধা।" তারক খুড়া ভাবে গদ্‌গদ হইয়া বলিলেন, "বাবাজী ওর সঙ্গে যে ঠাট্টা তামাসার সম্বন্ধ; ও তামাসা করেছিল। আমিও তামাসা করে রাগভরে চলে এসেছিলাম।" ঘাড় নাড়িয়া খুড়া একটু

মৃদু হাসি হাসিলেন। "না না খুড়ো বুঝতে পাচ্চ না, এখন না শাসন কল্লে এর পরে আরও বিগড়ে যাবে।"

"না না সোণার চাঁদ ছেলে, ওকে আর পায়ে ধরতে হবে না, চল চল আমরা যাচ্চি। আসুন আপনারা সকলে ;—ছেলে মানুষের কথা আর ধর্ত্তব্যের মধ্যে আনবেন না।"

আবার ঘোষেদের বাটী হইতে, বিবাহোৎসবের আনন্দ-কোলাহল উত্থিত হইতে লাগিল। অখিলচন্দ্রের ইচ্ছা ছিল না যে, তারক খুড়া প্রমুখ কুটম্বগণকে আবার আহ্বান করিয়া আনেন, কিন্তু অজিত বলিল, "একটা দোষের কথা হবে, আর আমাদের জিনিষ পত্র নষ্ট হবে—একটা মুখের কথা বইত নয়—মনে মনে যা আছে থাক।"

এমে পাশ করা ভ্রাতাকে সবজজ কোর্টের পেশকার অখিল-চন্দ্র বালক বলিয়াই জানিতেন, তিনি তাহাকে হাতে করিয়া মানুষ করিয়াছেন—কিন্তু এক্ষণে তিনি তাহার বুদ্ধি বিবেচনায় চমৎকৃত হইয়া মনে মনে ভাবিলেন—অজিত ঠিক কালের উপযুক্ত লোকই হয়েছে।

সন্তোষকুমার কলিকাতা হইয়া বর্দ্ধমান আসিবার তৃতীয় দিবসে উমাসুন্দরী (সন্তোষের মাতা) সন্তোষের নিকট হইতে একখানি পত্র পাইয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন—সন্তোষ বিয়ে করেছে—আমাদের না জানিয়ে—এ যদি সন্তোষের হাতের লেখা না হতো ত অবিশ্বাস করতে পারতাম। এখন, উপায় ? উনি যে, বন্দীঘাটে সরকারদের মেয়ে দেখতে

গেছেন। না, সন্তোষ দেখছি আমাকে মহা বিপদেই ফেল্‌লে। তা কি করবো, আমার ছেলে আগে, না টাকা আগে, এখন বউমা'টী আমার মনের মত হয়, তাহলে আর আমার কোন ক্ষোভ থাকে না।

সন্তোষের সহিত অমলার বিবাহ দিয়া অজিতকুমার সন্তোষের জন্য অত্যন্ত চিন্তিত হইয়াছিলেন। মেত্তন মল্লিক সহজ লোক নয়—হয়ত পুত্রের সহিত তাহার চিরবিচ্ছেদ হইবে—যদিও তাহাতে অমলার কষ্ট হইবে না—অজিতের কষ্ট হইবে, হয়ত এই বিবাহ হইতে পিতার সহিত তাহার বিচ্ছেদ হইল ভাবিয়া অজিত অমলাকে বিষচক্ষে দেখিবে। রাত্রি তিনটার সময় শয়ন করিলেও অজিতের নিদ্রা হইল না। প্রত্যুষে উঠিয়া সে দিদির (সুরেশের মাতা) নিকট হইতে একশত টাকা লইয়া কিজন্যে কলিকাতায় চলিয়া গেল এবং সেই টাকাটি খরচ করিয়া আসিল।

এদিকে মৃত্যুঞ্জয় বাবু নিবারণ বাবুর কন্যার সহিত সন্তোষ-কুমারের বিবাহের কথাবার্ত্তা স্থির করিয়া বাটী ফিরিয়া আসিতে-ছেন—শীঘ্রই নিবারণ বাবু পাকাদেখার সওগাদ পাঠাইবেন—এইবার তিনি নির্ভয়ে পুত্রের বিবাহের কথা প্রকাশ করিতে পারেন—কেহ তাঁহাকে, কার্য্যে এবং বাক্যে ভিন্ন বলিতে পারিবে না।

গমনকালে মৃত্যুঞ্জয় বাবু নিবারণ বাবুর সহিত দ্বিতীয় শ্রেণীতে গিয়াছিলেন, কিন্তু প্রত্যাবর্ত্তনকালে মধ্যশ্রেণীতে

আসিতেছিলেন, হুগলী হইতে দুই তিন ব্যক্তি সেই মধ্যশ্রেণীর গাড়ীতে উঠিলেন—তাহার মধ্যে একজন বলিলেন "যাই বল, ও দলের মধ্যে মেত্তন মল্লিকই মানুষ তাঁর কাজে মুখে এক ভদ্রলোকের জাত বাঁচালে, একটি পয়সা নিলে না। এই রকম লোক যদি দু-পাঁচ-জন একটু চেষ্টা করে—সর্ব্বগ্রাসী সর্ব্বনাশী এই বরপণ-প্রথা সমাজ হইতে উঠিয়া যায়।"

অপর একজন বলিলেন, "আমি শুনেছিলাম মেত্তন মল্লিক বন্দীঘাটে ছেলের বিয়ে দিবার চেষ্টা কচ্চে, চাইতে হবে না অথচ পঞ্চাশ হাজার পাবে।"

প্রথমোক্ত ব্যক্তি বলিলেন, "তা চেষ্টাত ছেলে মেয়ে থাকলেই লোকে করে থাকে আর মেত্তন মল্লিক চেষ্টা করিলে বিয়েও হ'ত, কিন্তু দেখ কি মহানুভব, কি স্বার্থত্যাগী!

'আর অবিনাশ দত্ত বেটা কি চশমখোর ছোটলোক।' বলিয়া অপর ব্যক্তি শ্রীরামপুরে নামিয়া গেলেন। তিনি এক খানি খবরের কাগজ ফেলিয়া গিয়াছিলেন।

মৃত্যুঞ্জয় বাবু উপরোক্ত কথা শুনিয়া হতবুদ্ধি প্রায় হইয়া বসিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই ভদ্রলোকের পরিত্যক্ত কাগজখানি লইয়া অন্যমনে নাড়াচাড়া করিতে হঠাৎ তাঁহার চক্ষে বড় বড় অক্ষরে কর্ম্মবীর শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় বসু মল্লিক—তাঁহার নয়নপথে পতিত হইল—তাহার পরে ধীরে ধীরে; তাঁহার অশেষ প্রকার গুণের কথা, মহানুভবতার কথা, এবং যেরূপে তাঁহার পুত্রের বিবাহ দিয়াছেন সে কথা সমস্ত পাঠ করিয়া স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া

রহিলেন—কাগজখানি বাঙ্গালার প্রধান সংবাদ পত্র "পূর্ব্ব-ভারত।" হাবড়ায় গাড়ী আসিলে চিত্রপুত্তলীর ন্যায় তিনি গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া গৃহে গমন করিলেন।

গৃহিণী তাঁহাকে দেখিয়াই বলিলেন—"তোমাকে একটা নূতন খবর দেব!" মৃত্যুঞ্জয় শুষ্ককণ্ঠে উত্তর করিলেন "আমি জানি।"

গৃহিণী বলিলেন "কি বল দিকিনি।"

"তোমার ছেলে কোন জোচ্চরের পাল্লায় পড়ে 'এক হাভাতের মেয়ে বিয়ে করেছে।"

"তা করুক। 'পূর্ব্বভারত' কি লিখেছে দেখেছ?"

"দেখিছি।"

"তাতেও তুমি সন্তুষ্ট নও?"

"আর অসন্তুষ্ট হয়ে কি কর্‌বো।"

এমন সময় বাহির হইতে সন্তোষ ডাকিল "মা।"

পুত্রবধূ দেখিয়া মৃত্যুঞ্জয় বাবু টাকার শোক ভুলিয়া গিয়াছিলেন এবং সেই সময় হইতে কায়স্থ-সমাজের তিনি যথার্থই উপযুক্ত সন্তানের পরিচয় দিয়াছিলেন।

বকেয়া বহাল

১

নীলকান্ত বাবু যখন বি, এ পাশ করিয়া বিলাত যান তখন তাঁহার বয়স উনিশ বৎসর। পূর্ব্ব বৎসর তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল এবং তিনি যে বিলাত যান, তাঁহার পিতার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু নীলকান্ত মাতাকে বলিলেন বাবার এক পয়সাও খরচ হইবে না গভর্ণমেণ্ট তাহার সমস্ত খরচা সরবরাহ করিবেন, ইহাতেও যদি বাবা তাহাকে বিলাত না যাইতে দেন, তিনি বিবাগী হইয়া একদিকে চলিয়া যাইবেন।

মাতাকে ভয় দেখানই নীলকান্তের উদ্দেশ্য ছিল, তাহা বিফল হইল না। গৃহিনী স্বামীর মত করিলেন, নীলকান্তও বিলাত গেলেন। পাঁচ বৎসর পরে নীলকান্ত ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু তিনি বিলাতে থাকিতে থাকিতেই তাঁহার পিতামাতার মৃত্যু হওয়ায় তিনি যখন আই, সি, এস, হইয়া ফিরিয়া আসিলেন তখন তাঁহার স্ত্রী সুশীলা ভিন্ন আর কেহই আপনার বলিবার ছিল না। শ্বশুর শাশুড়ী তিন দিনের ব্যবধানে কালাজ্বরে দেহত্যাগ করিলে সুশীলাই তাঁহাদের জলপিণ্ড দিয়াছিল— যদিও বিদ্যুৎ বাহনে নীলকান্তের নিকট তাঁহাদের মৃত্যু-সংবাদ প্রেরিত হইয়াছিল, পুত্রদত্ত জলপিণ্ড তাঁহাদের ভাগ্যে ছিল না সুতরাং তাহাতে তাঁহারা বঞ্চিত হইয়াছিলেন।

নীলকান্তের পিতার অবস্থা মন্দ ছিল না। জমীদারী ও কলিকাতার বাটীভাড়ায় তাঁহার প্রায় দশ সহস্র টাকা আয় ছিল। তদ্ভিন্ন নিজেদের একখানি প্রকাণ্ড বসতবাটী ছিল। শ্বশুর শাশুড়ীর মৃত্যুর পর হইতে সুশীলা সেই বাটীতেই আছে তাহার এক দূরসম্পর্কীয়া পিসি তাহার নিকট আছেন। সুশীলার পিতা বিদেশে চাকরী করেন এই জন্য তাহার মাতামহ জগদীশ বাবু তাহার বিষয় সম্পত্তি দেখাশুনা করেন। দাদা মহাশয়কে সুশীলা তাহাদের বাটীতে থাকিতে অনুরোধ করিলে তিনি বলিতেন "এ ম্লেচ্ছের বাটী, তিনি এখানে জলগ্রহণ পর্য্যন্ত করিবেন না, তবে যতদিন না নীলু ফিরিয়া আসে তিনি তাহাদের বিষয়কর্ম্ম দেখিবেন।"

পাঁচ বৎসর স্বাধীনপ্রেমের দেশে, সাহেব-বিবি-সহবাসে নীলকান্তের অন্তরে স্বাধীন প্রেমের বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল, তিনি সর্ব্ববিষয়ে পাশ্চাত্য সমাজ-নীতির অনুকরণ না করিলেও স্বাধীন প্রেম ও সাহেবী পোষাকের নিতান্ত পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিলেন, সুতরাং তিনি দেশে ফিরিয়া আসিয়া, সাড়ীপরা অশিক্ষিতা কুসংস্কারাপন্না সেই বকেয়া বাঙ্গালী স্ত্রীকে লইয়া বাস করা নিতান্ত অপমানকর বিবেচনা করিয়া, মিসেস মঙ্কের হোটেলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং অল্পদিনের মধ্যে ছাপরা জেলার হর্ত্তাকর্ত্তা হইয়া তথায় প্রস্থান করিলেন। স্বামী-বিরহ-বিধুরা সুশীলা তাঁহার সাক্ষাৎ পর্য্যন্তও পাইল না।

পাশ্চাত্য সভ্যতার আইনানুসারে পত্নী বর্ত্তমানে তিনি

পুনরায় দারপরিগ্রহ করিতে পারেন না, এজন্য তিনি মনে মনে ভাবিতেন পিতা বাল্যকালে তাঁহার বিবাহ দিয়া তাঁহার জীবনের সমস্ত সুখশান্তি নষ্ট করিয়া গিয়াছেন।

২

নীলকান্ত দেশে ফিরিয়া আসিবার পরে তিন বৎসর গত হইয়াছে, মিঃ নীলকান্ত এক্ষণে ছাপরা হইতে আলিপুরে বদলি হইয়াছেন। এখন আর তিনি হোটেলে থাকেন না। বালিগঞ্জে তাঁহাদের পাশাপাশি দুইখানি ভাড়াটিয়া বাটী ছিল, তাহারই এক খানিতে তিনি বাস করিতেছেন অপর বাটীখানি এতদিন খালি ছিল কিন্তু সম্প্রতি সে বাটীখানি জে, বোস, নামে একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক, ভাড়া লইয়া তথায় বাস করিতেছেন, বৃদ্ধের সঙ্গিনী একটি পরমাসুন্দরী যুবতী রমণী, এই রমণীকে দেখিয়া মিষ্টার নীলকান্তের মস্তিষ্কবিকৃত হইল—এ রমণী কে? বৃদ্ধের পত্নী না কন্যা? রমণীকে দেখিয়া অবধি নীলকান্ত দিনের মধ্যে অনেক বার মনে মনে এই প্রশ্ন করিতেন—যদি পত্নী হয় বৃদ্ধকে ভাগ্যবান বলিতে হইবে—আর যদি কন্যা হয়?—উহার কি বিবাহ হইয়াছে? যদি না হইয়া থাকে? তাহাতেই বা কি হইবে—আমার নাগপাশের বন্ধন ছিন্ন হইবার নয়, বলিয়া মিষ্টার নীলকান্ত দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেন, কিন্তু পরক্ষণেই আবার রমণী বৃদ্ধের পত্নী না কন্যা ইত্যাদি চিন্তা তাঁহার মনে স্বতঃ উদিত হইত।

বৃদ্ধ ও তাহার সঙ্গিনী রমণী বাঙ্গালী হইলেও অবশ্য ঘৃণিত নেটিব-পোষাক ধুতি বা সার্ট ব্যবহার করিতেন না। তাঁহারা একেবারে খাঁটী বিলাতী-পোষাক পরিতেন—নতুবা বোধ হয় তাঁহারা নীলকান্তের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিতেন না।

ভদ্রলোক যখন তাঁহার বাটী ভাড়া লইয়া তাঁহারই প্রতি-বাসী হইয়াছেন ; ভদ্রতার অনুরোধে তাঁহাদিগের সহিত পরিচয় করা উচিত বিবেচনা করিয়াই হউক অথবা রমণীর সহিত বৃদ্ধের কি সম্পর্ক তাহা নিশ্চয় জ্ঞাত হইবার জন্যই হউক, নীলকান্ত একদিন সন্ধ্যার পরে তাঁহাদের বাটীতে যাইয়া দরজার ঘণ্টা বাজাইতেই একজন আরদালী আসিয়া তাঁহার কার্ড লইয়া ভিতরে সংবাদ দিতে গেল, ভদ্রলোক তখন তাঁহার সঙ্গিনী রমণীর সহিত ড্রয়িংরুমে চায়ের সরঞ্জাম লইয়া, চা-পানের উদ্যোগ করিতেছিলেন বাহিরের দরজায় ঘণ্টাধ্বনি হইতেই বৃদ্ধ তাহার সঙ্গিনীকে বলিলেন—

"সুশী, নীলু আসিয়াছে।"

"না, না, ও অন্য কেউ :"

"অন্য কেউ নয়, সেই নিশ্চয় ; নচেৎ এখানে সন্ধ্যার পরে আমার দরজায় ঘণ্টা বাজাইবার আর অন্য লোক আমি খুঁজিয়া পাইতেছি না, আমরা এখানে আসা অবধিই যখন তখন আমার র দিকে চেয়েই আছে, এ সে ভিন্ন আর কেউ নয়!"

পরক্ষণেই আরদালী আসিয়া, নীলকান্ত বাবুর কার্ডখানি বৃদ্ধের হস্তে প্রদান করিল, তিনি কার্ডখানি দেখিয়া রমণীর

সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন—"দেখ্‌ লি, এখন যা ভাল ক'রে অভ্যর্থনা ক'রে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আয়।"

"আমি পারবোনা দাদামশায়, আমি ও ঘরে যাই।"

"আবার কথার অবাধ্য! যা আমি যা বল্‌ছি কর, তোর চেয়ে আমার বয়স অনেক বেশী। তোর যদি মনে অহঙ্কার থাকে যে তুই আমার চেয়ে বেশী বুঝিস্‌ আর বাস্তবিক যদি তাই হয়, তা'হলে তোর বুদ্ধির চেয়ে আমার বুদ্ধি পাকা জানিস, যা বল্‌চি করে দেখ, বুড়ো তোর বিরহ দুর কর্‌তে পারে কিনা!„

"যাও দাদামশায় তুমি অমন করো না। আমি যাব না।"

"তোকে যেতে হবে তুই যাবি, যা দেরী হ'য়ে যাচ্চে এটিকেটে আটকাবে। ভাল ক'রে অভ্যর্থনা করিস্‌।"

অনিচ্ছা সত্ত্বেও পা পা করিয়া রমণী সদর দরজার নিকটস্থ হইলেন, আরদালী তখন দরজা খুলিয়াছে, রমণীকে আসিতে দেখিয়া নীলকান্ত ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন ঃ—

"আপনি কষ্ট করে এলেন কেন, সংবাদ পাঠালেই হতো।"

রমণীর মুখ দিয়া বাক্যনিঃসরণ হইতেছিল না, বোধ হয় নীলকান্ত অগ্রে কথা না কহিলে তিনি আদৌ কথা কহিতেই পারিতেন না। এক্ষণে কোনরূপে প্রত্যভিবাদন করিয়া অতি কষ্টে অস্পষ্ট স্বরে ইংরাজীতে বলিলেন, 'ও কথা বল্‌বেন না, আস্‌তে আজ্ঞা হয় আসুন।" বলিয়া রমণী কম্পিত হৃদয়ে স্খলিত চরণে অগ্রসর হইলেন, মিষ্টার নীলকান্তও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করিলেন।

গৃহটি পাশ্চাত্য সভ্যতায় আইনানুসারে সুসজ্জিত। নীলকান্ত কোনদিকেই কোনরূপ ত্রুটী দেখিতে পাইলেন না; তিনি গৃহে প্রবেশ করিতে বৃদ্ধ ভদ্রলোক "স্বাগতঃ! আপনি আমাদের জমীদার, আপনার অনুগ্রহে আমরা গৌরবান্বিত" বলিয়া হাত বাড়াইয়া দিলেন নীলকান্ত তাঁহার হাত ধরিয়া নাড়িয়া দিয়া বলিলেন "আমাকে লজ্জা দিবেন না। এত আমার কর্ত্তব্য" ইত্যাদি উভয় পক্ষে অনেক শিষ্টাচারের কথাবার্ত্তা হইল, বৃদ্ধই অধিক কথা কহিলেন, রমণী বৃদ্ধের প্রশ্নের উত্তরে দুই একবার "হাঁ" "না" বলিয়া নীরবে চা প্রস্তুত করিতেছিলেন, তিনি প্রথম বাটী চা প্রস্তুত করিয়া বৃদ্ধকে দিলেন দ্বিতীয় বাটী ঢালিয়া, মিষ্টার নীলকান্তের দিকে তাকাইয়া মৃদুস্বরে তাঁহার চায়ের দুগ্ধ ও চিনির পরিমাণ জিজ্ঞাসা করিলেন। নীলকান্ত বাটীতে চা পান করিয়াছিলেন তথাপি ভদ্রতার খাতিরে, বিশেষ সুন্দরীর সেই সুন্দর হস্তে প্রস্তুত চায়ের আস্বাদনের লোভে বলিলেন আমার চায়ে চিনি দিবেন না।" রমণী তাঁহার চা প্রস্তুত করিতেই তিনি উঠিয়া চা লইয়া আসিলেন। রমণী কেকের ডিস তাঁহার নিকট সরাইয়া দিলেন।

বিদায়কালে রমণী বৃদ্ধের উপদেশ মত, পরদিবস মিঃ নীলকান্তকে চা-পানের নিমন্ত্রণ করিলেন; সমস্ত কথাবার্ত্তা অবশ্য ইংরাজীতেই হইয়াছিল। এটিকেট বা আদবকায়দা একেবারে খাঁটী বিলাতীর ছাঁচে ঢালা হইয়াছিল। নীলকান্ত ইহাঁদের সহিত পরিচিত হইয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন।

৩

বৃদ্ধ ভদ্রলোক ও সুন্দরীর সহিত, নীলকান্তের বিশেষ বন্ধুত্ব হইল। অবসর পাইলে তিনি তাহাদের বাটীতে যাইতেন, বৃদ্ধ কখন বাটি থাকিতেন কখন বাটীতে থাকিতেন না, কিন্তু রমণী থাকিত—মিষ্টার নীলকান্তও অবশ্য রমণীকে দেখিতে যাইতেন—মিস্ সুশি! মিস্ সুশি! কি সুন্দর নাম কি রূপবতী গুণবতী শিক্ষিতা ভদ্ররমণী—এইরূপ পত্নী না হইলে কি সংসারে সুখ হয়—ভগবান্ তাহার প্রতি বিমুখ তিনি কি করিবেন।

মিস্ সুশির দেখাদেখি মিষ্টার নীলকান্ত বৃদ্ধকে বাঙ্গালায় দাদামহাশয় বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অবশ্য এজন্য তাঁহাকে মিঃ বোসের অনুমতি লইতে হইয়াছিল। দাদামহাশয় এক-দিন কথা-প্রসঙ্গে নীলকান্তের নিকট মিস্ সুশীর দুরদৃষ্টের কথা বলিয়া বলিলেন "তার ব্যবহারে অনন্যোপায় হইয়া সুশীর বিবাহবন্ধনচ্ছেদের জন্য নালিশ করিয়াছি, সেটা চুকিয়া গেলে, আমি ভাল পাত্র দেখিয়া এবার-বিশেষ-ক'রে দেখাশুনা করিয়া তবে সুশীর বিয়ে দেব।"

মিস্ সুশীর দুরদৃষ্টের কথা শুনিয়া নীলকান্ত যেন মনে মনে অত্যন্ত তৃপ্তি অনুভব করিয়া ভাবিলেন—তাঁহারও ঠিক এই অবস্থা মিস্ সুশীর স্বামী তাঁহাকে চান না, তিনিও তাঁহার স্ত্রীকে চাহেন না—দাদামহাশয় মিস্ সুশীর বিবাহ বন্ধনচ্ছেদের নালিশ করিয়াছেন। তাঁহার বিবাহ-বন্ধন কি ছেদ হইতে পারে না?

তারপরেই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভবিলেন, হইলেও কি দাদা-মহাশয় মিস্ সুশীর সহিত তাহার বিবাহ দিবেন? মিস্ সুশীর মনের ভাব জানিয়া দেখিলে হয় না? যদি—যদি—না, আমার অদৃষ্টে কি তাহা সম্ভব? মনে মনে এইরূপ অনেক চিন্তা করিয়া একদিন নীলকান্ত দাদামহাশয়ের অনুপস্থিতিতে মিস্ সুশীর মনোভাব অবগত হইবার জন্য তাঁহাদের বাটীতে গমন করিলেন। মিস্ সুশী বাটীর বাহিরে বৃক্ষতলে একখানি বেঞ্চে বসিয়া তাঁহারই আগমন-প্রতিক্ষা করিতেছিল, তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া সেইখানেই আসিতে বলিল। নীলকান্ত তাহার পার্শ্বে সেই বেঞ্চেতে আসিয়া উপবেশন করিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "দাদামহাশয়ের নিকট আপনার সব কথা আমি শুনিয়াছি আপনার অদৃষ্ট মন্দ।"

"আপনার অদৃষ্টই বা কি এমন ভাল?"

"আমার?"

"হাঁ আপনার—আপনি আমার কথা শুনেছেন আর আপনি কি মনে করেন আমরা আপনার কথা কিছু শুনি নাই।"

"আপনি শুনেছেন?" চমকিয়া উঠিয়া নীলকান্ত বলিলেন, "আপনি শুনেছেন, আপনি জানেন?"

"জানি না? যেজন্য আপনি গৃহ সংসার ত্যাগ করিয়াছেন, যে জন্য আপনার জীবন মরুভূমি হইয়াছে, আপনার আশা, উৎসাহ কল্পনা সমস্তই ভঙ্গ হইয়াছে, আমরা আপনার সে কথা জানি না? আপনি আমাদের সেইরূপ বন্ধু মনে করেন?"

"আপনি জানেন? আপনারা আমাকে এতদূর স্নেহ করেন জানতাম না।"

"আপনাকে আমরা নিতান্ত আপনার বলিয়াই মনে করি, আপনি বোধ হয় আমাদের সেরূপ মনে করেন না, তাই চমৎকৃত হইলেন। দুষ্টামির হাসি হাসিয়া মিস্ সুশী নীলকান্তের প্রতি কুটিল কটাক্ষ করিয়া কথাগুলি বলিল।

"না, না,—আপনি তা মনে কর্‌বেন না—আমি—আমি আপনাকে এই আপনাদের, নিতান্ত আপনার বলিয়া মনে করি—হ্যাঁ আর দেখুন, আপনার সহিত আমার অবস্থারও একরূপ মিল বল্‌তে হবে।"

"হাঁ এক হিসাবে তাই বটে, আপনিও আমার ন্যায় দুর্ভাগ্য।"

"আমি পূর্ব্বে আমাকে দুর্ভাগ্য মনে করিতাম বটে; কিন্তু আপনার সহিত পরিচয় হওয়ার পর আর তাহা মনে করি না, বরং আপনাকে ভাগ্যবান্ মনে করি।"

"কারণ?"

"কারণ আপনি।"

"আমি?"

"হাঁ আপনি।" কিছুক্ষণ চিন্তা সহসা করিয়া আবেগভরে বলিয়া উঠিলেন "সুশী আমি অপরাধ করিয়াছি আমি তোমাকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছি, দাদামহাশয়ের নিকট তোমার কথা শুনিয়া, তোমার বিবাহ-বন্ধনচ্ছেদ হওয়ার পূর্ব্বে আমি এ কথা

প্রকাশ করিব না স্থির করিয়াছিলাম কিন্তু আমি তোমার নিকট প্রকাশ না করিয়া আর থাকিতে পারিলাম না, তুমি আমাকে কি করিয়াছ সুশী, নয়ন মুদ্রিত করিলে তোমার ঐ সুন্দর মুখখানি আমার মানসচক্ষে ভাসিয়া উঠে, আমি অনেক চেষ্টা করিয়াও তোমার চিন্তা মন হইতে কোন মতে দূর করিতে পারি না, তুমি কি আমাকে একটুও ভালবাসিতে পারিবে সুশি ?

"আপনার স্ত্রীর কি হইবে ?"

"তাহার সহিত আমার কোন সম্বন্ধই নাই।"

"আপনি কি তাহাকে পরিত্যাগ করিবেন ?"

"আমি ত তাহাকে গ্রহণ করি নাই।"

"বিবাহ করিয়াছেন ত ? তবে কি অপরাধে তাহাকে পরিত্যাগ করিবেন ?"

"সে বিবাহ বিবাহই নয়।"

"তাহা হইলেও আপনার হিন্দুমতে বিবাহ হইয়াছে; সে বিবাহ-বন্ধন কখনও ছিন্ন হয় না; মৃত্যু ভিন্ন সে বন্ধন আর কেহই ছিন্ন করিতে পারে না, আপনার পত্নী যতদিন জীবিত থাকিবে পতিপত্নীর সম্বন্ধ ভঙ্গ হইবে না মৃত্যুতেও নাকি সে বন্ধন অক্ষুণ্ণ থাকে।"

"যদি হিন্দুমতের কথা বল সুশি, হিন্দুমতে ত পত্নী বর্ত্তমানেও বিবাহ বিধি প্রচলিত আছে।"

"হিন্দুমতে বিবাহিতা রমণীর কি পুনরায় বিবাহ হয় ?"

"তুমি আমাকে ভালবাস সুশি ?"

"আমি আপনাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি।"

"শ্রদ্ধায় আমার তৃপ্তি হইবে না। সুশি! আমি শ্রদ্ধা চাহিনা ;—বল তুমি আমাকে ভালবাস?"

"আমি আপনাকে ঘৃণা করি না।"

"তবে তুমি নিশ্চয় আমাকে ভালবাস। আমার মন বলিতেছে তুমি আমাকে ভালবাস—জীবনে আমি একমাত্র তোমাকে ভালবাসিয়াছি। তোমাকে পাই বা না পাই তুমি ভিন্ন আর কোন স্ত্রীলোকই আমার জীবনের ভাগী হইতে পারিবে না।"

"আমি যদি আপনার পত্নী হইতাম। অনেক তপস্যায় স্ত্রীলোকের ভাগ্যে আপনার ন্যায় স্বামী লাভ হয়।"

"তা হ'লে সুশি, তুমি আমাকে ভালবাস?"

"আপনি এতদিনেও তাহা বুঝিতে পারেন নাই?" বলিয়া মনে মনে বলিল, "তোমাকে ভালবাসি না? তুমি যে আমার সর্ব্বস্ব, আমার ইহলোক পরোলোকের গতি। তোমাকে পাইবার জন্যই ত নির্লজ্জ হইয়া আমার এইরূপ বহুরূপী সাজা।"

"সুশি, আমি ধন্য, আমার জীবন সার্থক। আমি যে তোমার ভালবাসা লাভ করিব,—আমার স্বপ্নের অতীত।"

"সেই জন্যইত প্রত্যক্ষ, কিন্তু আপনাকে ভালবাসিলেও আমি আপনার হইতে পারিব না; আমার স্বামী আছেন, গ্রহণ না করিলেও তিনি আমার স্বামী, সামাজিক নিয়মে আমাদের বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হইতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মতঃ হয় না; জন্ম, বিবাহ এবং মৃত্যু বিধিলিপি পাশ্চাত্য সমাজও বলে Marriages

are made in heaven সুতরাং আমি কখনই আপনার হইতে পারিব না। আরও দুইটি বাধা আছে, প্রথমতঃ—আপনি আমাকে যেরূপ দেখ্ছেন এ যদি প্রকৃত না হয়—আমি যদি মিস্ সুশী না হইয়া অন্য কেহ হই—আমি যদি বহুরূপীর মত জাল মানুষ সাজিয়া আপনাকে প্রতারণা করিয়া থাকি—তা হ'লেও কি আপনি আমাকে ভালবাসিবেন ?"

"তুমি যেই হও আমি তোমাকে ভালবাসি, তোমার বহুরূপীর বেশ বা তোমার নাম ভালবাসি না। তুমি যে বেশ যে নাম গ্রহণ করনা কেন, আমি তোমাকে ভালবাসি এবং যতদিন জীবিত থাকিব ভালবাসিব।"

"মার্জ্জনা করুন, এসব কথা আর আমাকে বলিবেন না ঐ দাদামহাশয় আস্ছেন চলুন ভিতরে যাই।"

৪

পরদিন নীলকান্ত আলিপুর হইতে ফিরিয়া আসিয়া অভ্যাস মত দাদামহাশয়ে বাটীতে গমন করিতেই আরফালী তাঁহার হস্তে একখানি পত্র দিয়া বলিল, "সাহেব ও মেম-সাহেব চলিয়া গিয়াছেন," নীলকান্ত ব্যস্ত হইয়া চিঠি খুলিলেন :—

মান্যবরেষু—

কোন বিশেষ কারণে দাদামহাশয় আমাকে মেম সাজাইয়া ও নিজে সাহেব সাজিয়া আপনার বাটীভাড়া লইয়া বালিগঞ্জে ছিলেন, আমি হিন্দু বিবাহিত স্ত্রী, আমার স্বামী আছেন, তিনি

আমাকে গ্রহণ করেন নাই সত্য তথাপি আমি তাঁহার, আপনি আমাকে বিস্মৃত হউন, আপনার কথা আমি এ জীবনে বিস্মৃত হইব না। আপনাকে সে দিন যে বাধার কথা বলি নাই সে আর কিছুই নহে, আপনার স্ত্রী আমার বিশেষ বন্ধু, আর আপনি আমাকে ভালবাসেন এই জন্যই আমরা এত শীঘ্র এস্থান ত্যাগ করিলাম।

মার্জ্জনাভিখারী,
সুশীলা।

একি প্রহেলিকা! মিস্ সুশী জাল! দাদামহাশয় জাল! তবে কি আমিও জাল!! না আমার পত্র পড়িতে ভুল হইল? নীলকান্ত পুনরায় পত্র পাঠ করিয়া বলিলেন, "মিস্ সুশী আমার স্ত্রীর পরিচিত সেই জন্য আমার ভালবাসাই তাহার এস্থান ত্যাগ করিবার প্রধান কারণ—হা ভগবান আমার অদৃষ্ট কি এতই মন্দ" এই বলিয়া নীলকান্ত সেই স্থানে বসিয়া পড়িলেন। আরদালী ব্যস্ত হইয়া একখানি চেয়ার আনিয়া বলিল,—

"হুজুর চিঠিতে কি কোন মন্দ খবর পেলেন?"

"হাঁ—মন্দই বটে, এঁরা কোথায় গেলেন তুমি বল্‌তে পার?"

"আজ্ঞে না।"

"আচ্ছা এঁদের এসব জিনিসপত্র কোথায় পাঠাতে বলে গেছেন?"

"আজ্ঞে হুজুর এসব জিনিসপত্র ত তাঁদের নয়, সমস্তই ভাড়া

করা। বিভান কোম্পানীই সমস্ত জিনিসপত্র পাঠাইয়াছেন, আমরাও বিভান কোম্পানীর লোক।"

"বিভান কোম্পানীর আফিস কোথায়?"

"৭৯ নম্বর ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট্।"

নীলকান্ত বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া তৎক্ষণাৎ মোটরে করিয়া বিভান কোম্পানীর আফিসে গমন করিলেন, তাঁহার কার্ডে এন, ধর ডিষ্ট্রীক্ট মেজিষ্ট্রেট দেখিয়া বিভান কোম্পানীর কর্ত্তা তৎক্ষণাৎ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। নীলকান্ত তাহার নিকট কিছুই জানিতে পারিলেন না তবে এই মাত্র জানিলেন যে সতীশচন্দ্র ধর এটর্নীর নিকট হইতে তাহারা বালিগঞ্জের বাটী সাজাইবার এবং লোকজন সরবরাহ করিবার হুকুম পাইয়াছিলেন। নীলকান্ত তাঁহার নিকট হইতে সতীশ বাবুর আফিসের ঠিকানা লইয়া তাঁহার নিকট গেলেন, কিন্তু সতীশ বাবু তাঁহার সমস্ত কথা শুনিয়া বলিলেন—মক্কেলের সম্বন্ধে কোন কথা প্রকাশ করিতে তাঁহার বিন্দু মাত্র স্বাধীনতা নাই, বিশেষতঃ মিঃ বোস এ সম্বন্ধে কোন কথা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

নীলকান্ত অনেক সাধ্য সাধনা করিয়াও সতীশ বাবুর নিকট হইতে কোন কথা বাহির করিতে পারিলেন না, তবে তাঁহার কাতরতা দেখিয়া সতীশ বাবু দয়াপরবশ হইয়া এই পর্য্যন্ত বলিলেন যে তাঁহারা কলিকাতাতেই আছেন।

সেই দিন হইতে কাছারির সময় ব্যতীত নীলকান্ত মোটরে করিয়া কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন,

আশা, যদি কখন মিঃ বোস বা মিস্ সুশীর সন্ধান পান ; কিন্তু তাঁহার সে আশা পূর্ণ হইল না, তিনমাস ধরিয়া এইরূপ বৃথা অন্বেষণ করিয়া ও অনেক টাকার পেট্রল পোড়াইয়া তিনি অবশেষে মিস্ সুশীর পুনরায় দর্শন পাওয়ার আশায় হতাশ হইয়া পড়িলেন, এই তিন মাসে তাঁহার শরীরের ও প্রকৃতির অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। তাঁহার সবল ও সুস্থ দেহ যেন দিন দিন শুষ্ক মলিন হইতে লাগিল, আটাশ বৎসর বয়সেই যেন জরা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া বসিল। তিনি অত্যন্ত কড়া হাকিম বলিয়া সরকারের নিকট তাঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল, কিন্তু মিস্ সুশীর অন্তর্ধ্যানের পর হইতে, তিনি বিশেষ দয়ালু বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত হইতে লাগিলেন। দয়াপরায়ণতার জন্য ইতিমধ্যেই তিনি উপরিস্থ কর্ম্মচারির নিকট হইতে দুই তিন বার তিরস্কার লাভ করিয়াছেন ; তথাপিও তিনি আর পূর্ব্বের ন্যায়, সেই কড়া হাকিমি মেজাজ প্রকাশ করিতে পারেন না— খ্যাতি প্রতিপত্তি কি হইবে ? মিস্ সুশীই যখন গেছে—সব যাক্, তিনি কিছুই চাহেন না, কিন্তু মিস্ সুশীর কি সন্ধান পাওয়া যাইবে না ? আমিত অনেক চেষ্টা করিলাম সমস্তই নিষ্ফল হইল। আমার চেষ্টায় কোন ফল হইবে না, অন্য কোন উপায় কি নাই ? হঠাৎ তাঁহার মনে সি, আই, ডি, বিভাগের কথা উদয় হইল তিনি তৎক্ষণাৎ উক্ত বিভাগের কর্ত্তার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন।

প্রধান মহাশয় তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া এক সপ্তাহের মধ্যে

তাঁহাকে সন্ধান করিয়া দিবেন প্রতিশ্রুত হইলেন। এইবারে নিশ্চয় তিনি মিস্ সুশীর সন্ধান পাইবেন ভাবিয়া তাঁহার মন কথঞ্চিৎ প্রফুল্ল হইল।

এক দুই করিয়া পঞ্চম দিবস গত হইল নীলকান্তের আশার আলোকও যেন ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল—যদি সি, আই, ডিরা, কোন সন্ধান করিতে না পারে? তাহা কি সম্ভব? দুর্বৃত্তেরা কত গোপনে কত সাবধানে যে সমস্ত নরহত্যা চৌর্য্যাদি উৎকট উৎকট পাপকার্য্য করিতেছে তাহা প্রকাশ হইতেছে; আর সুশীর সন্ধান হইবে না? বিচারাসনে বসিয়া তিনি বাদী প্রতি বাদীর বাদানুবাদ না শুনিয়া মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে সি, আই, ডি, বিভাগ হইতে তাহার নামে একখানি পত্র লইয়া একজন চাপরাসী আসিল, পত্র পাঠ করিয়াই তিনি সে দিনের মত কোর্ট বন্ধ করিয়া তৎক্ষণাৎ মোটরে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন।

বেলা আন্দাজ তিনটার সময় সার্কুলার রোডের ধারে একখানি বড় বাড়ীর সম্মুখে একখানি মোটর আসিয়া দাঁড়াইল এবং মোটর হইতে একজন বাঙ্গালী সাহেব অবতরণ করিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সাহেবকে বৈঠকখানায় বসাইয়া বেহারা তাঁহার কার্ড লইয়া উপরে গেল এবং অল্পক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া উপরে লইয়া গেল,

সাহেব উপরের বারাণ্ডায় পদার্পণ করিয়াই "সুশী! এতদিনে আবার তোমার কি সত্য সত্যই সাক্ষাৎ পাইলাম" বলিয়া অগ্রসর হইয়া, মিস্ সুশীর হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন "কতদিন —কতদিন পরে কত অনুসন্ধান করিয়া তোমার সাক্ষাৎ পাইয়াছি!"

"আপনি কি আমার সাক্ষাতের জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইয়াছিলেন?" বলিতে বলিতে মিস্ সুশী সাহেবকে গৃহের মধ্যে লইয়া গেলেন।

"কি বল্‌বো সুশি! কি বল্‌লে তোমার প্রত্যয় হবে? এ তিন মাস যে আমি কেমন করিয়া কাটাইয়াছি, তোমাকে কি করিয়া বুঝাইব?"

সু—কেন?

নী—কেন তুমি কি জান না তাই জিজ্ঞাসা কর্‌ছো?

সু—জানি সেই জন্যইত আমি আপনাকে না জানাইয়া দাদামহাশয়ের সহিত পলায়ন করিয়াছিলাম।

নী—কিন্তু আমি যে তোমায় ভালবাসি সুশি! আমি ত তোমায় ভুল্‌তে পার্‌বো না সুশি!

সু—তাত জানি; কিন্তু আপনার স্ত্রী সুশীলা আমার সই আমার বিশেষ বন্ধু তার মনে আমি কষ্ট দিতে পার্‌বো না, তাই আমি পলায়ন করিয়াছিলাম, বিশেষ আমার স্বামী আছেন, তিনি আমাকে গ্রহণ না করিলেও আমিত তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে পারি না। আর যখন আপনার স্ত্রী—"

নী—আমার স্ত্রীর কথা ছাড়িয়া দাও। সুশি, তাহার নাম করিও না।

সু—আপনার স্ত্রী আপনার অপ্রিয় হইতে পারেন, কিন্তু সে আমার বিশেষ বন্ধু জানিবেন।

নী—আমাকে মার্জ্জনা কর সুশি আমি তোমার মনে আঘাত করিবার জন্য সে কথা বলি নাই।

সু—আপনার স্ত্রীকে আপনি যাহা অভিরুচি বলিতে পারেন, তবে তিনি আমার বন্ধু আমার সহিত কথা কহিবার সময় আপনি সেইটি স্মরণ রাথিবেন।

নী—অপরাধ হইয়াছে সুশি আমায় মার্জ্জনা কর।

সু—আপনার স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন? "কোথায়?" চমকিত হইয়া নীলকান্ত বলিলেন "সে কি এই বাটীতে আছে?"

সু—হাঁ আছেন।

নী—তবে আমি এখন যাই সুশি, অন্য সময় আস্‌বো।

সু—তাহাকে গ্রহণ না করেন না করবেন কিন্তু দেখা করিতেও কি দোষ আছে?

নী—আবশ্যক নাই।

সু—আপনার না থাকিতে পারে কিন্তু তাহার আবশ্যক আছে।

নী—কি আবশ্যক?

সু—আপনার মত হইলে সেও তাহার পছন্দ মত

কাহাকেও—" পর্য্যন্ত বলিয়া মিস্ সুশীর মুখ লজ্জায় আরক্তিম হইয়া উঠিল সে নীরবে মুখ নত করিল।

নী—বেশত ভাল কথা, তাহলে ত আমিও নিষ্কৃতি পাই।

সু—বেশ তাহলে মুকবেলা সব স্থির হয়ে যা'ক, আপনারও নিষ্কৃতি হোক, সেও বাঁচুক, আপনি একটু অপেক্ষা করুন আমি তাকে পাঠিয়ে দিচ্চি।

নী—আপনিও আস্‌বেন।

সু—স্ত্রীর সহিত কথা কহিতে আপনার কি একলা থাকিতে সাহস হইতেছে না!

নী—না—না—তা নয়,—

মিস্ সুশী প্রস্থান করিবার অল্পক্ষণ পরে, একখানি শুভ্র কালোপেড়ে মিহি সিমলাই ধুতি পরিধান করিয়া অবগুণ্ঠনে মুখ আবৃত করিয়া একটি স্ত্রীলোক সেই গৃহে প্রবেশ করিল, নীলকান্ত তাহাকে দেখিয়াও দেখিতেছিলেন না, তিনি তাহার পশ্চাতে মিস্ সুশী আসিতেছে কিনা দেখিবার জন্য ব্যগ্র ছিলেন, কিন্তু তাহাকে আসিতে না দেখিয়া এবং কথা না কহাও দোষের বিবেচনা করিয়া বলিলেন, "মিস্ সুশী আস্‌ছেন না।"

ঘোমটার মধ্য হইতে অস্ফুট হাস্যের স্বরে উত্তর হইল "না।"

একি! এযে মিস্ সুশীর কণ্ঠস্বর! একি! এতক্ষণে নীলকান্ত তাহার দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিতেই তাঁহার মনে হইল এ স্ত্রীলোকটি যেন মিস্ সুশীরই মত দেখিতে,

কণ্ঠস্বরও যেন সেইরূপ মনে হইল, মিস্ সুশী না হইলেও এযে অসামান্যা সুন্দরী তাহা তাহার বসনের অভ্যন্তর হইতে প্রকাশিত হইতেছিল নীলকান্ত তাহার মুখ ঘোমটার মধ্য হইতে দেখিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু কৃতকার্য্য না হইয়া বলিলেন,—

"তোমার আমাকে কি বল্‌বার আছে বল্‌তে পার।"

"আপনি কোন অপরাধ নেবেন না—"আবার সেই কণ্ঠস্বর!

"কিছু না—আমাদের বিবাহ ভুলক্রমে হইয়াছিল, তুমি তোমার যাহা অভিরুচি হয় করিতে পার।"

"তাহ'লে আপনি মিস্ সুশীকে বিবাহ করে সুখী হ'তে পারেন।" এবারে রমণী স্বাভাবিককণ্ঠে কথা কয়টি বলিতেই নীলকান্ত চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন,—

"কে তুমি"?

"আমি সুশীলা" বলিয়া স্ত্রীলোকটি মুখাবরণ মোচন করিয়া হাসিয়া উঠিল।

একি! এযে মিস্ সুশী—সুশীই তাঁহার সেই পরিত্যক্তা হতাদৃতা পরিণীতা পত্নী সুশীলা!

"সুশীলা আমায় মার্জ্জনা কর" বলিয়া নীলকান্ত হাঁটু গাড়িয়া সুশীলার পদ ধারণ করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু সুশীলা তাঁহাকে বাধা দিয়া দুই হস্তে বেষ্টন করিয়া বলিল, "ছি আমার অকল্যাণ হবে;—আমি যে দাসী।"

"তুমি আমার হৃদয়ের রাণী।"

এই সময়ে দাদামহাশয় "মান ভাঙ্গছেন্ বনমালী নারীর পায়ে ধরি" গাইতে গাইতে সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন "ভায়া সেই বকেয়াই শেষে বহাল রইলো—ও স্বাধীন-প্রেমই বল আর যা খুসী তাই বলো, খাঁটী হলে সবই এক।"

বিধাতার মার

১

বড় আশা করিয়া ক্ষীরোদবাবু কলিকাতার অনেক ভাল ভাল সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া দিনাজপুরে জ্যেষ্ঠপুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন—কন্যাটির বর্ণ মসীকৃষ্ণ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উজ্জ্বল, ভুটিয়া রমণীদিগের ন্যায় চক্রাকার মুখমণ্ডল, অনুন্নত নাসিকা, চক্ষু দুইটি পূর্ণ বৃত্তাকার না হইলেও বৃত্তাভাস পরাজিত। তাহার মধ্যে আবার একটি অপরাপেক্ষা আয়তনে কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্র। এরূপ রূপসী কন্যা যে ক্ষীরোদবাবু কি জন্য তাঁহার পুত্রবধূ মনোনীত করিলেন, তাহা অবগত হইবার জন্য সকলে নিশ্চয়ই আগ্রহান্বিত হইবেন, সুতরাং তাঁহাদের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য বলিতে হয় যে কন্যাটি দিনাজপুরের জমীদার হরিমোহন বাবুর একমাত্র কন্যা। দশম বর্ষ বয়স হইতে হরিমোহন বাবু কন্যাটির বিবাহ দিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু তাহার চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত কোন মতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। আশার অতিরিক্ত যৌতুক এবং ভবিষ্যতে ৪০।৫০ হাজার টাকা আয়ের জমিদারী সম্পত্তি প্রাপ্ত হইবার নিশ্চয়তা থাকিলেও, কেহই রূপসীকে—কন্যাটির নাম রূপসী—পুত্রবধূ করিয়া হরিমোহন বাবুকে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করিতে অগ্রসর হন নাই। অনেক চেষ্টা করিয়াও দেশে কোন

পাত্র না পাওয়ায় হরিমোহন বাবু কলিকাতায় আগমন করিয়া কন্যার বিবাহের চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিলেন। ঘটক এবং ঘটকী মহলে সাড়া পড়িয়া গেল। দশ হাজার টাকা যৌতুক অলঙ্কার ও বরাভরণ প্রভৃতিতে পাঁচ হাজার, এবং ভবিষ্যতে পঞ্চাশ হাজার টাকা আয়ের জমিদারীর টোপ লইয়া শিকারীরা হরিমোহন বাবুকে কন্যাদায় হইতে মুক্ত করিবার জন্য কলিকাতা সহর তোলপাড় করিয়া বেড়াইতে লাগিল। হরিমোহন বাবু বলিয়াদিয়াছেন যে কৃতকার্য্য হইবে সে ঘটক বিদায় বাবদে সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক প্রাপ্ত হইবে সুতরাং এক্ষণে এক হরিমোহন বাবুর পরিবর্ত্তে, দিস্তায় দিস্তায় কন্যাদায়গ্রস্ত নর নারী কলিকাতা সহরে নিশিদিন ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল—বিবাহোপযোগী পুত্রবিশিষ্ট পিতাগণ লোলুপ অন্তরে দলে দলে কন্যা দেখিতে গমন করিতে লাগিলেন, কিন্তু কন্যা দর্শনের পরে তাঁহাদের অর্থগৃধ্নুতা অন্তর ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল—তাঁহারা শূন্য এবং ক্ষুণ্ণমনে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন--তাহাতেও কিন্তু তাঁহারা নিষ্কৃতি পাইলেন না। একজন যায়, আর একজন আসে, দিনের মধ্যে সকল সময়েই তাঁহাদের নিকট প্রত্যহই নূতন নূতন ৩।৪ জন হইতে ৭।৮ জন শিকারী বা শিকারিণী আগমন করিতে লাগিল—বর্গীর ভয়ে বাঙ্গলা যেমন সন্ত্রস্ত হইয়াছিল—কলিকাতার বিবাহোপযোগী পুত্রের পিতারা ও হরিমোহন বাবুর কন্যার বিবাহের ঘটক ঘটকীদিগের দ্বারায় সেই প্রকার ভীত হইয়া উঠিলেন।

অপরিচিত লোক দেখিলেই তাঁহারা সদর হইতে অন্দরে পলায়ন করেন। রাস্তায় কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে শঙ্কিত চিত্তে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করেন। যতদিন যাইতে লাগিল হরিমোহন বাবুর কন্যার যৌতুক, অলঙ্কার এবং বরাভরণ প্রভৃতি, চক্রবৃদ্ধির সুদের বহুগুণ হারে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল— অর্থাৎ হরিমোহন বাবুর কলিকাতায় আগমনের ছয়মাসের মধ্যে নগদ যৌতুক দশ হাজার হইতে পঞ্চাশ হাজারে এবং অলঙ্কার বরাভরণ প্রভৃতি পাঁচ হইতে পঁচিশ হাজারে উঠিল। জমিদারীর আয় বৃদ্ধি হইবার উপায় ছিল না সুতরাং সেই সাবেক পঞ্চাশ হাজারেই বদ্ধ রহিল। কিন্তু এরূপ অসম্ভবরূপে যৌতুকাদি বৃদ্ধি হইলেও, হরিমোহন বাবুর কন্যার বিবাহ হইল না। হরিমোহন বাবু নিরাশ হইয়া দেশে ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু শিকারীরা তাঁহাকে আর কিছুদিন অপেক্ষা করিতে বলিল, হরিমোহন বাবু সম্মত হইলেন।

২

পেয়ারা বাগানে ক্ষীরোদ বাবুর বাস, তাঁহারা কলিকাতার বুনিয়াদি লোক। অবস্থা ভাল, বাড়ীতে দোল দুর্গোৎসবাদি বার মাসে তের পার্ব্বণ হয়, ক্ষীরোদ বাবুরা তিন ভাই ক্ষীরোদ জ্যেষ্ঠ, প্রমোদ মধ্যম এবং আমোদ কনিষ্ঠ। পিতার মৃত্যুর পরে ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হইয়া গিয়াছে—ক্ষীরোদ জ্যেষ্ঠ হইলেও তাঁহার একটু অধিক বয়সে পুত্র হয়। মধ্যম প্রমোদের পুত্র

আঠারো বৎসর বয়সে আই, এ, পাশ করে এবং চোরবাগানের কোন বিখ্যাত অপুত্রক ধনীর একমাত্র কন্যার সহিত তাহার বিবাহ হয়, সে বিবাহে প্রমোদ যৌতুকাদিতে প্রায় সতের আঠারো হাজার টাকা প্রাপ্ত হয়। পরশ্রীকাতরতা নীতি-বিদ্‌গণ একটি দোষের মধ্যে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন ক্ষীরোদ নীতিশাস্ত্র পাঠ করিয়াছিল—প্রমোদ তাহার পর নয় আপনার সহোদর ভাই সুতরাং তাহার শ্রী কাতরতা কোন দোষের হইবে না। যেহেতু নীতিশাস্ত্রে বাধে না—এবং ভবিষ্যতে প্রমোদের পুত্র তাহার শ্বশুরের অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইবে—এই চিন্তাটি একটি দারুণ কণ্টকের ন্যায় ক্ষীরোদের অন্তরে বিদ্ধ হইয়াছিল। প্রথম কারণ, সুশীল প্রমোদের পুত্র বিপিনের অপেক্ষা তিন বৎসরের ছোট—দ্বিতীয় কারণ পুত্রের নাম সুশীল হইলেও অত্যধিক আদরে—অধিক বয়সের পুত্র বলিয়া—সুশীলের স্বভাবটি একটু বিগড়াইয়া গিয়াছিল। সে পরপর তিন বৎসর তৃতীয় শ্রেণীতে থাকিয়া পঞ্চদশবর্ষ বয়সেই সরস্বতীর সেবা ছাড়িয়া গিয়াছিল। এক্ষণে তাহার ষোড়শবর্ষ বয়স হইলেও সুশীলের বিবাহে প্রমোদ তাহার পুত্রের বিবাহ দিয়া যে পরিমাণে অর্থলাভ করিয়াছে এবং ভবিষ্যতে করিবে তাহার সে রূপ অর্থলাভের কোন সম্ভাবনা নাই—অতএব ক্ষীরোদের অন্তরে যে ভ্রাতৃশ্রীকাতরতায়, কিঞ্চিৎ দ্বেষ ও হিংসা আশ্রয় লাভ করিবে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই, সুতরাং ক্ষীরোদ যথন হরিমোহন বাবুর কন্যার বিবাহের যৌতুক ও ভবিষ্যতে

জমিদারী লাভের কথা শ্রবণ করিল, তখন তাহার অন্তর আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। অসম্ভাবিত সম্ভব হইবে,—মূর্খ পুত্রের বিবাহ দিয়া সে তাহার ভ্রাতার অপেক্ষা অনেক অধিক অর্থ সম্পত্তি লাভ করিতে পারিবে। কন্যাটি কুরূপা তাহাতে কি আসে যায়—অর্থে জগৎ বশীভূত—অর্থই লোকের একমাত্র উপাস্য—রূপ কি ধুইয়া খাইব—লক্ষটাকা যৌতুক তাহার উপর ভবিষ্যতে পঞ্চাশ হাজার টাকার জমিদারী তাহার মূল্য দশলক্ষ টাকা আরও বোধ হয় জমিদার গৃহে নগদ মজুত ও দুই চার লক্ষ পাওয়া যাইতে পারিবে, এ সম্বন্ধ হাত ছাড়া করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে—বিশেষ প্রমোদ তাহার পুত্রের বিবাহ দিয়া যাহা পাইয়াছে তাহার দশগুণেরও অধিক। ক্ষীরোদ হরিমোহন বাবুর কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দিবার সংকল্প করিয়া, স্থির করিলেন পাকাপাকি না হওয়া পর্য্যন্ত একথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না। জ্ঞাতিশত্রু প্রতিবেশীরা পরশ্রী-কাতর—কোন স্বার্থ না থাকিলেও আত্মীয় স্বজন এবং বন্ধুরাও বাধা দিতে পারে,—কারণ আজ কালকার লোকে কেহ কাহারও ভাল দেখিতে পারে না। সংকল্প স্থির করিয়া ক্ষীরোদ বাবু হরিমোহন বাবুর একজন শিকারীর সহিত একদিন গোপনে যাইয়া কন্যা দেখিয়া আসিলেন। গোপনে কথাবার্ত্তা স্থির হইল, গোপনে আশীর্ব্বাদাদি হইয়া গেল।

আজ হরিমোহন বাবু পাত্র আশীর্ব্বাদ করিতে আসিবেন—সুতরাং আর গোপনে করা চলে না। ক্ষীরোদ বাবু আজ

প্রমোদ, আমোদ ও প্রতিবেশিগণকে নিমন্ত্রণ করিলেন—সকলে এই সংবাদে আশ্চর্য্য হইয়া গেল, প্রমোদ ও আমোদ আসিয়া ক্ষীরোদকে বলিল "দাদা এ কি কল্লেন, আপনি সে মেয়ে দেখেছেন ?"

"হ্যাগো হ্যাঁ, না দেখেই কি বিয়ের সম্বন্ধ স্থির করেছি।"

প্র—দাদা টাকার লোভে এ কাজ করে কি ভাল হবে।

ক্ষী—আমার ভালমন্দ তোমাদের চেয়ে আমি ঢের বেশী বুঝি।

আ—তা স্বীকার করি কিন্তু ভেবে দেখুন, আবার যখন সুশীলের মেয়ে হবে সে মেয়ের বিয়ের সময়—"

ক্ষী—আমিও এই রকম লাক্‌টাকা যৌতুক দেব। অনেক শালা বাবা বলে মেয়ে নেবে। তোদের আর আমাকে পরামর্শ দিতে হবে না।

প্রমোদ ও আমোদ মুখে চাওয়া চায়ি করিয়া নীরবে প্রস্থান করিল। ক্ষীরোদ বাবু আপন মনে বলিতে লাগিলেন—হিংসে—হিংসে—আমার ছেলে, অনেক টাকা পাচ্চে, ভবিষ্যতে জমিদার হবে, সেই হিংসে—জ্ঞাতিশত্রু কি সাধ করে বলে—আরে শত্রুতা করে, হিংসে করে কি করবি, দেনেওয়ালা ভগবান, তিনি দিলে কি আর মানুষে কিছু করতে পারে—নইলে দেখনা আমার ছেলের থাড় ক্লাস পর্য্যন্ত বিদ্যে, তার এমন জায়গায় বিয়ের যোটঘাট হলো কেন—ভাগ্য ভাগ্য—তা তোরা হিংসে করে কি করবি—ওরে কেষ্টা একটু তামাক দে খেয়ে চান করতে যাই।

যদুবাবু ক্ষীরোদবাবুদিগের প্রতিবাসী জ্ঞাতি সম্পর্কে খুল্লতাত, তিনি এ সম্বন্ধের কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া ক্ষীরোদের নিকট আসিতেছিলেন। বাটীতে প্রবেশ করিতেই তাঁহার প্রমোদের সহিত দেখা হইলে—তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "হ্যাঁরে প্রমোদ এ কি সত্যি ?"

"কি সত্যি কাকা ?"

"এই সুশীলের বিয়ে নাকি ক্ষীরোদ সেই চাকামুখো কেলে মেয়েটার সঙ্গে দিচ্চে।"

"সেই রকম ত শুনলাম।"

"আরে ছি, ছি, ছি, আমার ললিতের জন্য ঘটকী-বেটীরা, ক'মাস ধরে জ্বালাতন করেছে—তা বাপু মেয়ে দেখে—"

"কাকা তুমি মেয়ে দেখে পেছিয়ে গেলে, দাদা ত মেয়ে দেখে মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিচ্চেন না, তিনি বিয়ে দিচ্ছেন টাকা দেখে—টাকার সঙ্গে বিয়ে, সে সবই ষোল আনা ওজনে চক্‌চকে গোল—কেন সেই যে আপনি একটা কি টাঁকার গান বেঁধেছিলেন—কি কি—হ্যাঁ মনে পড়েছে—

ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণ কর ওমা টাকে
সন্ধি দাওমা ফন্দী করে তোমায় গুঁজি ট্যাঁকে—"

যদুবাবু হাসিয়া বলিলেন "তা তোমার দাদা ফন্দী করেছেন মন্দ নয়।"

"মন্দ কি নগদ পঞ্চাশ হাজার তার সঙ্গে আবার পঞ্চাশ হাজার

টাকা আয়ের জমিদারী ত ফাউ, এ লোভ কি সহজে ত্যাগ করা যায়।"

"তা বটে তবে কিনা—তা যাকগে ক্ষীরোদ কোথায় ?"

"বৈঠকখানায় আছেন।"

"আমি একবার তাকে বারণ করে দেখি।"

"দেখা দেখিতে আর কিছু হবে না কাকা, দাদা আশীর্ব্বাদ করে এসেছেন আজ কন্যাপক্ষ আশীর্ব্বাদ করতে আসছেন।"

"ও তা হলে সব ঠিকঠাক হয়ে গিয়েছে।"

"হ্যাঁ ঠিকঠাক না হলে কি আর প্রকাশ হয়েছে ?"

"এ গোপনের অর্থ ?"

"পাঁচজনে যদি ভাঙ্গচি দেয়।"

"বটে, তবে আর আমি ক্ষীরোদের সঙ্গে দেখা করতে যাব না, বাড়ী ফিরে যাই।" বলিয়া যদুবাবু প্রস্থান করিলেন।

ক্ষীরোদ বাবু উপর হইতে যদুবাবুর কণ্ঠস্বর শুনিয়া জানালার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া উভয়ের কথোপকথন শুনিতেছিলেন, যদুবাবু প্রস্থান করিলে তিনি মনে মনে বলিলেন, সব শালাই সমান—কেবল হিংসে—হিংসে—হিংসে—আমাকে সদুপদেশ দিতে আসছিলেন। কেনরে বাপু আমার ছেলে আমি যেখানে খুসী তার বিয়ে দেব, তো ব্যাটাদের তাতে কি—কালো মেয়ে তাতে কি হয়েছে। অকস্মাৎ চিন্তায় ব্যাঘাত পতিত হইল। ক্ষীরোদ বাবুর গৃহিণী বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া বলিলেন "হ্যাঁগা যে

মেয়ের সঙ্গে সুশীলের বিয়ের ঠিক করেছ সে মেয়ে নাকি বড্ড কুশ্রী ?”

ক্ষীরোদ বাবু রাগতস্বরে বলিলেন, “হ্যাঁ কুশ্রী তা হয়েছে কি ? কুশ্রী বলে কি তার বিয়ে হবে না—না তোমার বোন্‌দের হয়নি ? ক্ষীরোদ বাবুর পত্নীর আর তিনটী সহোদরা ছিলেন এক ক্ষীরোদ বাবুর পত্নী ব্যতীত তাঁহারা তিন জনেই কুৎসিদাকৃতি ছিলেন এবং সেই কন্যা তিনটির বিবাহ দিতে, মথুর বাবুর—ক্ষীরোদ বাবুর শ্বশুর—পৈতৃক ভিটা পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতে হইয়াছিল—দুঃখপূর্ণ কণ্ঠে ক্ষীরোদ বাবুর পত্নী বলিলেন “হবে না কেন, তবে বাবাকেও ঘটী হাতে করতে হয়েছিল।”

“এ মেয়ের বাপেরও তাই কর্ত্তে হত, তবে ব্যাটার অনেক টাকা গিন্নি অনেক টাকা এখন লাকখানেক টাকা দেবে, তার পর আরও অনেক—সে সব আমি তোমাকে বলবোখন, এখন তুমি যাও, আমি চান করে আসছি। কারু কথা শুনে মন খারাপ কর না—ছেলে রাজার জামাই হবে এবং পরে রাজা হবে। আহারান্তে ক্ষীরোদ বাবু গৃহিণীর নিকট সালঙ্কারে পুত্রের বিবাহের যৌতুকের কথা বর্ণনা করিলে, গৃহিণীর মনও নরম হইল—বিশেষ দূর ভবিষ্যতে, পুত্র রাজা হইলে তিনি রাণী না হউন, রাজমাতা ত হইবেন।

৩

মহা সমারোহে সুশীলের বিবাহ হইয়া গেল। কনে অত্যন্ত কুৎসিত সুশীলও শুনিয়াছিল, কিন্তু সে কি করিতে পারে।

পিতার কার্য্যের বিরুদ্ধাচরণ করিবার সাহস অদ্যাপি তাহার হয় নাই। ভবিষ্যতে হইবারও আশা নাই, বন্ধুরা তাহাকে কালো ক'নের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইতেছে বলিয়া কৌতুক করিলে সে বলিত জন্ম মৃত্যু বিবাহ অদৃষ্টের লেখা—অবশ্য সুশীল এ কথা মাতার নিকট শুনিয়াছিল।

শুভদৃষ্টির সময়ে অস্পষ্ট আলোকে ক্ষণেকের জন্য পত্নীর মুখ দেখিয়া সুশীলের অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু তাহাতে বিবাহের ব্যাঘাত হইল না। বিবাহের পরে বাসর—বাসর নামেই বাসর। কারণ হরিমোহনবাবু আত্মীয় কুটুম্বগণকে কন্যার বিবাহে নিমন্ত্রণ করেন নাই প্রতিবাসী দুই চারিজন নিমন্ত্রিতা রমণী আসিয়াছিলেন বটে কিন্তু তাঁহাদের রূপসীর বাসর জাগিয়া নিদ্রার ব্যাঘাত করিবার প্রবৃত্তি হইল না। তাঁহারা একবার মাত্র বাসর গৃহে আসিয়া দুই একটি রহস্য করিয়া—কাজ আছে শরীর ভাল নয়, খোকা এতক্ষণ উঠেছে ইত্যাদি নানাবিধ অজুহাতে অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে প্রস্থান করিলেন। বাসর নির্জ্জন হইলে সুশীলের পত্নীর চেহারা দেখিবার অভিপ্রায় হইল, কিন্তু কেমন করিয়া দেখে! নবোঢ়া পত্নী তাহার মহামূল্য পরিধান বস্ত্রে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া আছে। কি বলিয়া পত্নীকে সম্ভাষণ করিবে স্থির করিতে না পারিয়া ডাকিল "রূপসী।" রূপসী কথা কহিল না, সুশীল পুনরায় ডাকিল, রূপসী—এবারেও নীরব সুশীল লজ্জায় ঘামিয়া উঠিল, পুনরায় জড়িত কণ্ঠে ডাকিল—রূপসী—অতি ক্ষীণ কোমল কণ্ঠে উত্তর হইল—"কেন?"

সুশীল সাহস করিয়া বলিল "তোমার কি লজ্জা করিতেছে।"

সেই ক্ষীণ কোমল কণ্ঠে উত্তর হইল "না।"

"তবে অমন করে ঘোমটা দিয়ে বসে আছ কেন?"

রূপসী ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল—সুশীল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বলিল "কাঁদছ কেন আমি ত তোমাকে কিছুই বলি নাই।"

কাঁদিতে কাঁদিতে রূপসী বলিল—"আমি কুৎসিত, আমাকে দেখিলে তোমার ঘৃণা হইবে।"

"তুমি সুন্দরী হইলেও আমার স্ত্রী, কুৎসিত হইলেও আমার স্ত্রী। অগ্নি সাক্ষী করিয়া নারায়ণ সাক্ষী করিয়া যখন আমাদের বিবাহ হইয়াছে.সে বিবাহ ত আর ফিরবে না। রূপসী, তুমি কেঁদ না—চুপ কর।

রূপসী ঘোমটা খুলিয়া সুশীলের দুই পায়ের মধ্যে মুখ লুকাইয়া দুই হস্তে তাহার পদদ্বয় বেষ্টন করিয়া বলিল—"আমি কুৎসিত কিন্তু তুমি আমাকে তোমার দাসী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছ। আমাকে না দেখিতে পার, আমাকে না ভালবাস, আমাকে তোমার পদসেবা হইতে বঞ্চিত করিও না।" সুশিক্ষিতা পঞ্চদশ বর্ষীয়া রমণীর নিকট ষোড়শ বর্ষীয় বালক সুশীলের দশা কি হইল পাঠক অনুমান করিয়া লউন।

বিবাহের দুই সপ্তাহ পরে হরিমোহন বাবু কন্যা জামাতা সমভিব্যাহারে দিনাজপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। একে একে দুইমাস গত হইলে ক্ষীরোদ বাবু বৈবাহিককে, সুশীলকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিবার জন্য এবং পুত্রকেও সত্বর বাটী ফিরিয়া

আসিবার জন্য পত্র লিখিলেন, উত্তরে হরিমোহন বাবু সুশীলকে এই সময় হইতে বিষয় কর্ম্মে শিক্ষিত করিবার জন্য কলিকাতায় পাঠাইতে অমত করিলেন। সুশীল পিতাকে সেই মর্ম্মে পত্র লিখিল। ইহাতে ক্ষীরোদ বাবু সন্তুষ্ট ভিন্ন অসন্তুষ্ট হইলেন না। তবে মধ্যে মধ্যে তাহাকে বাটী আসিয়া বেড়াইয়া যাইতে বলিলেন—এইরূপে দুই বৎসর গত হইবার পরে ক্ষীরোদ বাবু মধ্যম পুত্রের বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এবং সেই উপলক্ষে পুত্র পুত্রবধূকে বাটী পাঠাইতে লিখিলেন। হরিমোহন বাবুর পত্নী তাঁহার বৈবাহিকাকে লিখিলেন—"পাঁচ মাস অন্তসত্তা অবস্থায় আমি কখনই মেয়ে পাঠাইতাম না, তবে তোমার ছেলে তোমার বৌ, আমি বাধা দিতে পারি না। আর তোমাদের মত কুটুম্বুর মতের বিরুদ্ধে কাজ করিতে পারি না। বিশেষ সাবধানে রাখবে বেয়ান আমার ঐ একমাত্র পুঁজি—ইত্যাদি ইত্যাদি। জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহে যেরূপ দাঁও মারিয়াছেন, মধ্যমের বিবাহেও ক্ষীরোদ বাবু সেই দাঁও খুঁজিয়া বেড়াইতে ছিলেন, কিন্তু অপুত্রক জমীদার ঘরের কুৎসিত মেয়ে সচরাচর মেলা অসম্ভব হইলেও তিনি চেষ্টার ত্রুটি করিবেন না। কথায় বলে আশার অর্দ্ধেক ফল। সুশীলের মধ্যম নৃপেণ বুদ্ধিমান, লেখাপড়ায় তাহার বিশেষ যত্ন। সে এবারে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া বৃত্তি পাইয়াছে। সুতরাং ক্ষীরোদ বাবুর বাটীতে শিকারীর দল আনা গোনা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ক্ষীরোদের এক বন্ধু তাঁহার অন্য একটি বন্ধুর কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দিবার

অনুরোধ করিতে ক্ষীরোদ কন্যা দেখিতে সম্মত হইলেন এবং গোপনে শিকারী পাঠাইয়া কন্যার পিতার অবস্থা জ্ঞাত হইলেন মেয়ে দেখা হইল। ক্ষীরোদ নগদ আট হাজার টাকা হাঁকিলেন। তিনি জানিতেন কন্যার পিতা কখনই তাহা দিতে পারিবেন না। সে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গেল—এই বিবাহ উপলক্ষে সুশীল ও রূপসী কলিকাতায় আসিয়াছিল। বিবাহ হইল না রূপসীর এখন পূর্ণ গর্ভাবস্থা সুতরাং তাহারও এক্ষণে পিত্রালয়ে যাওয়া হইল না। রূপসী মহা আদরে শ্বশুর গৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিল। সুশীল কখনও দিনাজপুর কখনও কলিকাতা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। এইরূপে কয়মাস গত হইল দশম, মাসে সুশীলের একটি কন্যাসন্তান হইল সকলেই মনে করিয়াছিল। কন্যা কুৎসিত হইবে। কিন্তু সদ্য প্রসূতাকে দেখিয়া বহুদর্শিগণ কন্যাকে সুন্দরী নির্দ্দেশ করিলেন। প্রসবের পরে রূপসী সুতিকা রোগে আক্রান্ত হইল। বিশেষ যত্ন করিয়া ক্ষীরোদ বাবু পুত্রবধুর চিকিৎসা করিলেন, এবং অনেক দিন রোগ ভোগ করিয়া রূপসী সুস্থ হইল। হরিমোহন বাবু স্বয়ং আসিয়া কন্যা ও দৌহিত্রীকে দিনাজপুর লইয়া গেলেন। সুশীল তখন দিনাজপুরেই ছিল।

রূপসী প্রায় এক বৎসর শ্বশুরগৃহে ছিল। ইহার মধ্যে অতি আশ্চর্য্য ঘটনার অবতারণা হইয়াছিল। হরিমোহন বাবুর পত্নী ষোড়শ বৎসর পরে আবার অন্তর্ব্বর্ত্তী হইয়াছিলেন। সাধারণের নিকট এ ঘটনার কথা গোপন ছিল। কারণ প্রথমে হরিমোহন

বাবু পত্নীর পীড়া হইয়াছে অনুমান করিয়াছিলেন। পরে বিশেষজ্ঞ-দিগের দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া পত্নীর গর্ভ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হন। রূপসী বাটীতে আসিয়া মাতাকে অনুযোগ করিলে তিনি বলিলেন, কি হয় না হয় মা আগে থাকতে কি কিছু আশা করতে আছে—"নিশ্চই খোকা হবে মা—আমি বলছি দেখিস্। আমার ঠিক "এর উলটো হয়েছিল।" রূপসীর জননী হাসিয়া বলিলেন এক মেয়ে হয়েই তুই একেবারে পাকা গিন্নি হয়ে উঠিছিস না"—রূপসী লজ্জিত হইল।

কয়েক দিবস পরে সত্য সত্যই রূপসীর কথা সত্য হইল। তাহার জননী একটি পুত্র-সন্তান প্রসব করিলেন। জমীদার গৃহে উৎসবের স্রোত বহিতে লাগিল। সুশীল তাহার প্রধান উদ্যোগী এক সময়ে সুশীলকে নির্জ্জনে পাইয়া রূপসী বলিল—"তোমার এত আনন্দ হলো কিসে? তোমারই ত ক্ষতি।" সুশীল বলিল—"তুমি তা বুঝতে পারবে না। আমি এতদিন শেকলে বাঁধা ছিলাম, আজ আমি মুক্ত।" রূপসী স্বামীর পদে মস্তক ঠেকাইয়া বলিল "আমি কিন্তু বাবার ভাবনা ভাবছি।" সুশীল হাসিয়া বলিল "বিধাতার মার।"

"বাবাকে কি পত্র লিখবো।"

"না আমি নিজেই সংবাদ নিয়ে যাব।"

পুত্রের নিকট এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া ক্ষীরোদ বাবু সুশীলকে অনেক কটুকাটব্য এবং তাহার শ্বশুরকে জুয়াচোর বদমাইস প্রভৃতি নানারূপ বিশেষণে বিভূষিত করিয়া পুত্রকে তাহার

শ্বশুরালয়ে গমন করিতে বলিলেন। সুশীলের মাতার ক্রন্দনে পাড়ার মেয়েরা একত্রিত হইল। কিন্তু সে ক্রন্দন সুশীলকে গৃহবহিষ্কৃত করার জন্য কি তাঁহার রাজমাতা হওয়া হইল না বলিয়া তাহা কেহই সঠিক বুঝিতে পারিল না।

এই ঘটনার পরে সাত আট বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। নৃপেন আই এস সি পাশ করিয়া ইঞ্জিনিয়ারীং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। ক্ষীরোদ বাবু একবার ঠকিয়াছেন সুশীলের শ্বশুর ষোল বৎসর পরে পুত্র জন্ম দিয়া তাহাঁকে জমীদারী ও মজুদ টাকা হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। এবারে আর তিনি ঠকিবেন না। নৃপেনের বিবাহে নগদ টাকা গণিয়া লইবেন। নৃপেনের দর ম্যাট্রিকুলেসনে আট হাজার ছিল, এক্ষণে তাহা বিংশতি সহস্রে উঠিয়াছে; কোন কন্যার পিতা অষ্টাদশ সহস্র পর্য্যন্ত উঠিয়াছেন। য়ুরোপের মহা যুদ্ধের ফলে দেশের অবস্থা শোচনীয়। টাকা যেন পাখা করিয়া বাঙ্গলা দেশ হইতে উড়িয়া গিয়াছে। ক্ষীরোদ বাবু অনেক চেষ্টা করিয়াও পুত্রের মূল্য আঠারো হাজারের অধিক পাইতেছেন না। অগত্যা তাহাতেই তিনি এক 'প্রকার' সম্মত হইয়াছেন—কন্যাপক্ষ আজ পাত্র দেখিতে আসিবে। নৃপেনের মাতা নৃপেনকে বলিলেন "বাবা আজ আর বিকেলে যেন বেরিও না, তোমাকে দেখ্‌তে আসবে।"

"কি দেখতে আসবে? কে?"

"তোমার যেথানে বিয়ের সম্বন্ধ হচ্চে তারাই আসবে।"

"আমাকে দেখতে হবে না। আমি এখন বিয়েটিয়ে করবো না।"

"সে কি কথারে উনি যে কথা দিয়েছেন।"

"বেশ করেছেন, কথা ফিরিয়ে নিতে বোলো।"

"ছি বাবা, ওসব কথা কি বলতে আছে? উনি শুনলে কি মনে করবেন বল্‌দিকি?"

"যা খুসি মনে করতে পারেন, যা খুসি হয় মুখে বলতে পারেন। আমার কথা আমি বিয়ে করবো না—আর আমি তোমাকে সাফ কথা বলে রাখ্‌ছি মা, ওসব হাঙ্গামা যদি লাগাও—আজই আমি বেলুড় মঠে গিয়ে রামকৃষ্ণ-মিশনে ভর্ত্তি হব।" বলিয়া নৃপেন গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল।

নৃপেন বাটী হইতে বাহির হইয়া বরাবর তালতলার একটি প্রকাণ্ড দ্বিতল বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া "বৌদি বৌদি" করিয়া হাঁকিতে হাঁকিতে উপরে উঠিল, তাহার গলার আওয়াজ পাইয়া একটি নবম বর্ষীয়া ফুটফুটে বালিকা "কাকা বাবু এসেছে" বলিয়া ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। নৃপেন তাহাকে স্কন্ধে করিয়া লইয়া গিয়া বলিল "বৌদি, সুসংবাদ বকশিস দাও।"

রূপসী ত্রস্তে বসনে মস্তকাবৃত করিয়া হাসিয়া বলিলেন "আগে সংবাদটাই শুনি—তবেত বকশিসের ব্যবস্থা।"

"তবে শোন—আমার বিয়ে—আজ ঘরবর দেখতে আসবে—এখন দাও বকশিস—"

"তা তুমি যে বড় বাড়ী ছেড়ে চলে এলে।"

"কি করি বৌদি, কনেটি নাকি পরী, ডানাকাটা—না হয় অপ্সরী, তোমাকে ত কতবার ভুটিয়ানী, কষ্টিপাথর, গোরুর মত চোখ বলে রাগাবার চেষ্টা করেছি—কেন না সত্যি কথা বল্লেই লোক রাগে। তা তোমার ত আর শরীরে রাগটাগ নেই। তাই রাগ কর না। তা আমার যার সঙ্গে বিয়ের কথা হচ্চে তিনি তোমার তিন পুরু ওপর—"

"আচ্ছা ঠাকুরপো, ভগবান আমাকে কালপেঁচা করেছেন বলে কি চিরটা কাল—"

"মাপ কর বৌদি তোমার দুটি পায়ে ধরছি—এখন আমার কনেটির স্বরূপ বর্ণনাটা মনোযোগ দিয়া শোন—প্রথম গায়ের রং—তার কাছে আলকাতরা হার মানে কিন্তু একটা সুবিধে আছে ঘাম ধরে রাখতে পারলে কালি কেনার পয়সা বেঁচে যাবে—"

"তোমার যেমন কথা—"

"আহা হা—শোন, শুধু রংয়ের কথা শুনে পেছুলে কি হবে—তারপর শোন—মোচার মত মুখ, কাঁশীর মত নাক, সাপের মত চোখ, তার একটী আবার নাকি কাণা—টেপা মাছের মত পেট, আর পা দুটির একখানা একটু ছোট এবং নড়ির মত সরু আর একখানি লম্বা এবং গোদা—কেমন মনের মতন না—বলো? আবার তার ওপরে একটু অধিকন্তু আছে—সেটা কিন্তু বলবো না।

"তোমার আর বলতে হবে না—বেলা তোর কাকার কাঁধ থেকে নাম। নেমে তোর কাকাকে জলখাবার দে।"

নৃপেন বেলাকে নামাইয়া দিয়া বলিলেন—"বেলা কি জল-খাবার আছে রে।"

"সন্দেশ আছে কাকা বাবু।"

"কতগুলো?"

"এক হাঁড়ি।"

"হাঁড়ি শুদ্ধ নিয়ে আয়—রূপের বর্ণনা করে আমার এক হাঁড়ি ক্ষিদে পেয়ে গেছে।" * * * * *

পার্শ্বের গৃহ হইতে ক্ষীরোদ বাবু মাতা পুত্রের কথোপকথন সমস্তই শ্রবণ করিয়াছিলেন—নৃপেন চলিয়া গেলে তিনি তথায় প্রবেশ করিতে গৃহিণী বলিলেন—"ছেলের কথা শুনলে ত—পৈ পৈ করে বলেছি বিয়ে দাও বিয়ে দাও;—তা না টাকা বাড়বে টাকা বাড়বে—এখন দেখ ছেলে ধাড়ি করে রাখবার মজাটি"

বিধাতার মার গিন্নি—বিধাতার মার—আঠার হাজার দিতে চেয়ে ছিল।

ক্ষেয়ার প্রতীক্ষা

১

আরামাবাদে খাঁ বাহাদুর ইস্‌মাইল হোসেনের প্রকাণ্ড প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছে। গত এক মাস ধরিয়া ক্রমাগত তাঁহার গৃহসরঞ্জামাদি আরামাবাদের এই নূতন গৃহে আসিতেছে, অদ্য স্ত্রী পুত্র সমভিব্যাহারে খাঁ বাহাদুর তাঁহার আরামাবাদের নূতন গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন।

আরামাবাদ হাকিমপুরের খাঁ সাহেবদিগের একটি বড় তালুক। খাঁ বাহাদুর অনেক দিন পূর্ব্বেই এই তালুকটি ক্রয় করিয়াছেন, কিন্তু এতদিন এস্থানে তাঁহার বাস করিবার ইচ্ছা হয় নাই। মুজদীন খালাসীর পুত্র ইসমাইল হোসেন যে হাকিমপুরের খাঁ সাহেবদিগের প্রধান তালুক আরামাবাদ ক্রয় করিবেন এবং উক্ত সম্ভ্রান্ত বংশে বিবাহ করিবেন স্বপ্নের অগোচর হইলেও ইহা সত্য হইয়াছিল। বিবাহের পূর্ব্বে তিনি এই সম্পত্তি ক্রয় করিলেও এস্থানে বসবাস করিবার অভিপ্রায় তাঁহার বহুদিনই ছিল না, কিন্তু সম্প্রতি কলিকাতার কোন সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাবে তিনি পল্লীগ্রামে বসবাস করিবার অভিপ্রায় করিয়া নিজ জমিদারীতে এই বৃহৎ অট্টালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন এবং অদ্যই এই নূতন গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন। খাঁ বাহাদুরের শয়ন গৃহে অনেক-

গুলি বাক্স পেঁটরা রক্ষিত হইয়াছিল। তাহার মধ্যে তাঁহার আবশ্যকীয় কাগজপত্র এবং দলিল দস্তবেজ ছিল, তিনি সেগুলি দেখিয়া শুনিয়া স্থানান্তরে রাখিবার আদেশ দিতে ছিলেন, এমন সময়ে একটি ক্ষুদ্র চাবিবিহীন হাতবাক্স খুলিয়া তিনি একখানি রেশমী রুমালে বাঁধা একটি ক্ষুদ্র পুঁটুলী প্রাপ্ত হইলেন, পুঁটুলি খুলিয়া দেখিলেন, তাহার মধ্যে তাঁহার পত্নী ফিরোজাসুন্দরীর নামে কয়েকখানি পত্র, ঔৎসুক্যপূর্ণ হৃদয়ে তিনি তাহার মধ্য হইতে একখানি পত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন, দুই এক পংক্তি পাঠান্তর তাঁহার ললাটের শিরা সকল স্ফীত, চক্ষু রক্তবর্ণ, এবং তাঁহার বদন বিবর্ণ হইয়া গেল—চিত্রার্পিতের ন্যায় কিয়ৎক্ষণ তিনি সেই পত্র হস্তে, নিস্তব্ধভাবে অবস্থান করিয়া অবশেষে নয়ন মুদ্রিত করিলেন—ভৃত্য আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "হুজুর আর কি নিয়ে যেতে হবে।"

চমকিত হইয়া খাঁ বাহাদুর নয়ন উন্মিলিত করিলেন, এবং ভৃত্যকে প্রস্থান করিবার ইঙ্গিত করিলেন, ভৃত্য চলিয়া গেল। খাঁ বাহাদুর হস্তস্থিত পত্রখানি পুনরায় পাঠ করিলেন—একে একে পুঁটুলিস্থিত সমস্ত পত্রই পাঠ করিলেন—সকলগুলিই প্রণয়পত্র—তাঁহার পত্নীর প্রণয়পত্র—তাঁহার পত্নীকে আমীর নামে কোন ব্যক্তি লিখিতেছে—কে এ আমীর—যে তাঁহার পত্নীকে এইরূপ প্রণয়পত্র লিখিয়াছে—কে সে—কে—খাঁ বাহাদুর দুই হস্তে মস্তক চাপিয়া ধরিয়া অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন। কিন্তু তাঁহার পরিচিতদিগের মধ্যে আমীর নামে

কাহাকেও স্মরণ করিতে পারিলেন না। অবশেষে তাঁহার খুল্লতাত শ্বশুরের পুত্র আমীর আহম্মদের কথা তাঁহার স্মরণ হইল; এই আমীরের সহিতই ফিরোজার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল, সে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। ইন্দ্রিয়পরায়ণ দুষ্ক্রিয়াসক্ত আমীর, পিতার মৃত্যুর পর অল্পদিনের মধ্যেই সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিল। আরামাবাদ সেই আমীরেরই ছিল—আরামাবাদ ক্রয় উপলক্ষেই তাঁহার ফিরোজার পিতা জাফরখাঁর সহিত পরিচয় হয়। তাহার পরে তাঁহার স্মরণ হইল, কেমন করিয়া আমীরের সহিত ফিরোজার বিবাহ সম্বন্ধ ভগ্ন হইল—কেমন করিয়া বংশমর্য্যাদায় নিতান্ত হীন হইলেও তাঁহার সহিত জাফর-খাঁর কন্যা ফিরোজার বিবাহ হইল—কত টাকার বিনিময়ে তিনি হাকিমপুরের বিখ্যাত খাঁ বংশের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন—কত টাকার বিনিময়ে তিনি এই বাইশ বৎসর বুকে করিয়া এই কালসর্পীকে পোষণ করিতেছেন—ছি! ছি! ছি! তিনি কি করিয়াছেন—কি করিয়াছেন! এতদিনের পরে তিনি পুত্রের উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের গূঢ় কারণ অবগত হইলেন—পত্নী তাঁহার নয়! পুত্র তাঁহার নয়!! তিনি এতদিন এই স্বৈরিণী ও স্বৈরিণীপুত্রকে তাঁহার স্ত্রী পুত্র বলিয়া বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন—তাহাদের প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছেন—তাহাদের সেবা করিয়া আসিয়াছেন—তাঁহাকে ধিক—তাঁহার বুদ্ধিকে ধিক—তাঁহার বিশ্বাসে ধিক—তাঁহার জীবনেও ধিক! তিনি হস্তীমূর্খ, গর্দ্দভ অপেক্ষাও হীন বুদ্ধি!

পত্রগুলি হস্তে লইয়া খাঁ বাহাদুর ভূতগ্রস্থের ন্যায় গৃহমধ্যে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। কি করিবেন—কি করিবেন—ইহার কি কোন প্রতীকার আছে? না না কোন প্রতীকার নাই—না না আছে আছে—উভয়কেই গৃহবহিস্কৃত করিয়া দিবেন—সেইই উত্তম যুক্তি—তাঁহার শ্বশুর কুলের গর্ব্বিত বংশমর্য্যাদা এই কলঙ্কভারে ভূলুণ্ঠিত করিবেন—বড় উচ্চ বংশ—বড় উচ্চ বংশ—কিন্তু তাহা হইলেত তাঁহারও কলঙ্ক লোক সমাজে প্রচারিত হইবে—হউক তিনি সামান্য মুজদিন খালাসীর পুত্র তাঁহার আবার কলঙ্ক কি! কিন্তু খাঁ বংশ উচ্চ বংশ—বাঙ্গালার অভিজাত মুসলমানবর্গের অন্যতম বংশ, তিনি তাহাদের সকলের মুখে চুনকালি মাখাইয়া দিবেন—কিন্তু এখন তিনিওত, সেই অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন—সরকার বাহাদুরের নিকট হইতে খাঁবাহাদুর উপাধি লাভ করিয়াছেন—বাঙ্গালার অভিজাত মুসলান সমাজে এক্ষণে তিনিও স্থান লাভ করিয়াছেন—তাঁহারও উচ্চ শির অবনত হইবে—প্রকৃত কথা ধরিতে গেলে তাঁহারই কলঙ্ক অধিক—তবে কি করিবেন—এ পাপ কি গোপন করিবেন?—না অসম্ভব, এই স্ত্রী পুত্র লইয়া বাস করা অসম্ভব—অনেক চিন্তা করিয়াও খাঁ বাহাদুর কি করা উচিত স্থির করিতে পারিলেন না। পুত্রাস্তপ্রাণ ফিরোজাকে পুত্রের সহিত গৃহ বহিষ্কৃত করিয়া দিলে তাহার কি শাস্তি হইবে! না না তাহাকে পুত্রের সহিত বিচ্ছিন্ন করিতে হইবে। পুত্রকে গৃহ বহিষ্কৃত করিয়া দিবেন। পরে ফিরোজাকে

তাহার পাপের শাস্তি প্রদান করিবেন, এই যুক্তিই তাঁহার সমীচীন বিবেচনা হইল। মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া খাঁ বাহাদুর তখনই তাঁহার পত্নীকে সেই গৃহে আহ্বান করিয়া তাঁহার হস্তস্থিত পত্রগুলি দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন :—

"ফিরোজা বিবি, এ পত্রগুলি চিনিতে পার ?"

স্বামীর হস্তে পত্রগুলি দেখিয়া ফিরোজার মুখ শুকাইয়া গেল। পত্রগুলি তাঁহার বিবাহের পূর্ব্বের। ইসমাইলের সহিত বিবাহ হইবার পূর্ব্বে তাঁহার খুল্লতাত ভ্রাতা আমীর আহম্মদের সহিত তাঁহার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল। একত্র লালিত পালিত এবং একত্র শিক্ষিত হইয়া তাহাদের মধ্যে বাল্যপ্রণয়ের সঞ্চার হয়; এজন্যই উভয়ের পিতামাতা তাহাদের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করেন, পরে সে বিবাহ সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যায়, এবং ইসমাইলের সহিত ফিরোজার বিবাহ হয়। আমীরের সহিত তাঁহার বিবাহ সম্বন্ধ ভগ্ন হইবার পূর্ব্বে আমীর তাঁহাকে এই পত্র লিখিয়াছিল—বাল্য প্রণয়ের স্মৃতি ফিরোজা নষ্ট করিতে পারে নাই—কিন্তু আমীরের প্রতি ভালবাসা তাহার বিবাহের পূর্ব্বেই নষ্ট হইয়া গিয়াছিল—ফিরোজার দুর্ভাগ্য সে তাহার সেই বাল্যপ্রেমের স্মৃতি পত্রগুলি যত্ন করিয়া রাখিয়াছিল কিন্তু স্বামী কি তাহার কথা বিশ্বাস করিবেন! বিশ্বাস করুন না করুন, সে সত্যকথা কহিবে। ফিরোজা কাতর নয়নে স্বামীর মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল, "পত্র গুলি আমার, বিবাহের পূর্ব্বে আমীর আমাকে লিখিয়াছিল।"

"যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে এগুলিকে এত যত্ন করিয়া সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলে কেন? আর বিবাহের পূর্ব্বে যে সে তোমাকে এই পত্র লিখিয়াছিল, তাহাই বা আমি কি করিয়া বিশ্বাস করিব?"

কঠোরস্বরে ইস্‌মাইল পত্নীকে এই কথা বলিলে. ফিরোজার মনে হইল পত্রে কোন তারিখের উল্লেখ নাই, সে কেমন করিয়া স্বামীকে তাহার কথা বিশ্বাস করাইবে, ফিরোজাকে নীরব দেখিয়া ইসমাইল ক্রোধান্ধ হইয়া বলিলেন, "বুঝিয়াছি, পাপীয়সী এই বাইশ বৎসর আমাকে প্রতারণা করিয়া আমার বুকে বসিয়া এই ব্যভিচার স্রোত"—ইসমাইল আর বলিতে পারিলেন না; রোষে ক্ষোভে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। ফিরোজা কাতরকণ্ঠে কহিল, "শোন, শোন, আমার কথা বিশ্বাস কর, খোদার শপথ আমি অবিশ্বাসিনী নহি—বিবাহের পূর্ব্বেই তাহার সহিত আমার সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। ইসমাইল কহিলেন "বিশ্বাস করিতে পারিলাম না ফিরোজা বিবি, তোমার পুত্রই তোমার ব্যভিচারের প্রকৃষ্ট প্রমাণ, তাহার উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের গূঢ় কারণ এতদিনে আমার হৃদয়ঙ্গম হইল। তোমার পিতাকে অনেক টাকা কৌলিন্য দিয়া আমি তোমার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলাম—হা-হা-হা-কি সুন্দর পণ্য, কি সুন্দর রমণীরত্ন—তোমার তুলনা নাই—বাইশ বৎসর তুমি আমাকে কি কুহকেই আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিলে—আমি মূর্খ—অন্ধ—আমি তোমাকে ভালবাসিয়াছিলাম তাহার উপযুক্ত প্রতিদান

পাইয়াছি—আমি এতদিন ধরিয়া তোমার মত কাল সাপিনী ও তোমার পুত্রকে বুকে করিয়া রক্ষা করিয়াছি—বেশ হইয়াছে, আমার মুর্খতার উপযুক্ত শাস্তি হইয়াছে।"

"খোদার শপথ, তোমার শপথ আমি অবিশ্বাসিনী নই—আমি তোমার চরণ স্পর্শ করে শপথ করছি"—বলিয়া ফিরোজা ইসমাইলের পদদ্বয় ধারণ করিতে যাইলে ইস্মাইল পশ্চাতে সরিয়া যাইয়া বলিলেন,—"আমাকে স্পর্শ করিও না, তুমি অবিশ্বাসিনী নও, তুমি তোমার সেই খুল্লতাত পুত্র সেই চরিত্র-হীন উচ্ছৃঙ্খল জুয়াচোর জুয়াড়ী—প্রাণের আমীর আহম্মদকে ভালবাসিতে না, একথা বলিয়া আর খোদার শপথ করিয়া পাপের ভার বৃদ্ধি করিও না—তোমার পাপের জাজ্জ্বল্যপ্রমাণ এই আমার হাতে—আজ আমি জানিয়াছি কাল তোমার পিতা মাতা ভ্রাতা প্রভৃতি সমস্ত আত্মীয় স্বজনও জানিবে, বর্ত্তমানে তোমার পাপের ফল, তোমার পুত্রকে তাহার মাতার চরিত্রের কথা অবগত করানই আমার প্রথম কর্ত্তব্য—এই বলিয়া ইস্মাইল উচ্চকণ্ঠে "ফজলল—ফজলল" বলিয়া আহ্বান করিতে "আজ্ঞা যাই" বলিয়া ফজলল উত্তর করিল; ফিরোজা ছুটিয়া আসিয়া দুই হস্তে স্বামীর পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "আমায় রক্ষা কর, আমায় দয়া কর, ছেলের কাছে আমাকে এই মিথ্যা কলঙ্কে কলঙ্কিনী বলিয়া প্রকাশ করিও না, সে কি মনে করিবে।"

"শুধু তোমার পুত্র—তোমার আপনার জন যে যেখানে

আছে সকলে, তোমাদের বংশ মর্য্যাদাগর্ব্বী আত্মীয় স্বজন কেহই বাদ যাইবেন না, সকলেই তোমার এই পাপ কাহিনীর কথা অবগত হইবেন। আমার পা ছাড় তোমায় স্পর্শ করিলেও পাপ হয়" বলিয়া ইস্‌মাইল বলপূর্ব্বক পা ছাড়াইয়া লইতে ফিরোজা পড়িয়া যাইতেছিলেন সেই সময়ে ফজলল সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া মাতাকে পতনোন্মুখী দেখিয়া দ্রুতগতি তাঁহার পশ্চাতে আসিয়া ক্ষিপ্রহস্তে মাতাকে ধরিয়া ইস্‌মাইলের মুখের প্রতি কঠোর দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল "আপনার মতিচ্ছন্ন হয়েছে দেখছি।"

ইস্‌মাইল বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিলেন,—"মতিচ্ছন্ন হয় নাই—মতিচ্ছন্ন ছিল আজ সুমতি ফিরিয়া আসিয়াছে—তোমাকে কেন ডেকেছি জান? তোমার জন্ম রহস্য ও তোমার গর্ভ-ধারিণীর চরিত্রের কথা তোমার নিকট প্রকাশ করিব বলিয়া, এই পত্র কয়খানি পড়িয়া দেখ, তাহা হইলেই সমস্ত বুঝিতে পারিবে।" এই বলিয়া ইস্‌মাইল তাঁহার হস্তস্থিত পত্রগুলির মধ্যে কয়েকখানি পত্র ফজললের হস্তে প্রদান করিলেন। ফিরোজা ভগ্নকণ্ঠে বলিল "স্বামি প্রভো! আমায় এ মিথ্যা কলঙ্ক দিওনা, আমি কোন অপরাধে অপরাধিনী নহি, আমি নির্দ্দোষী, কেন আমাকে এই মিথ্যা কলঙ্ক দিয়া পুত্রের নিকট ঘৃণিত কর।"

ইস্‌মাইল বজ্রস্বরে কহিলেন "মিথ্যা নয়—মিথ্যা নয়, ধ্রুব সত্য। ফজলল বুঝতে পেরেছ আমি তোমার পিতা নই, তোমার

জন্মদাতা, তোমার সেই অশেষ গুণাকর মাতুল আমীর আহম্মদ—তোমার গর্ভধারিণী কর্ত্তৃক আমি এই বাইশ বৎসর কাল প্রতারিত হইয়া আসিতেছি;—আর হইব না—তোমার জন্ম কথা এবং তোমার গর্ভধারিণীর চরিত্র কথা তুমি জানিলে, অচিরে তোমাদের আত্মীয়-স্বজনগণেও জানিবে।”

ফজললের বক্ষের উপর ফিরোজা মৃতার ন্যায় অবস্থান করিতেছিলেন, ফজলল মাতাকে বক্ষে করিয়া পিতৃদত্ত পত্র কয় খানির মধ্যে একখানি মাত্র পাঠ করিয়া ভগ্ন কণ্ঠে ডাকিল “মা”—পুত্রের সেই দারুণ হতাশা জড়িত ভগ্ন কণ্ঠ স্বরে ফিরোজার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইয়া গেল, ফিরোজা অশ্রুপূর্ণ নয়নে জড়িত স্বরে কহিলেন “বাবা ও কথা বিশ্বাস করিও না, তোমার পিতার সহিত বিবাহ হইবার পূর্ব্বে, তোমার মাতুলের সহিত আমার বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল, এ সব সেই সময়ের পত্র, তোমার মাতুলের চরিত্র দোষে আমাদিগের সে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যায়, আমিই তাহাকে বিবাহ করিতে অস্বীকার করি—পরে তোমার পিতার সহিত আমার বিবাহ হয়। আমার বিবাহের পরে তাহার সহিত আর আমার সাক্ষাৎ পর্য্যন্তও হয় নাই—তুমি পুত্র, তোমাকে স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি আমার কথা সত্য—কিন্তু তোমার পিতা আমার কথা বিশ্বাস করিতেছেন না। যিনি আমার লজ্জা নিবারণ করিবার কর্ত্তা, তিনিই যখন আমার উপর এই মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করিতেছেন, অন্য কে আর

আমার কথা বিশ্বাস করবে বাবা।" বলিয়া ফিরোজা ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

"আর কেহ বিশ্বাস করুক আর না করুক মা, আমি নিশ্চিত জানি তুমি পবিত্রা, তুমি স্থির হও মা—"বলিয়া ফজলল মাতাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল, পিতাকে কিছু বলিতে তাহার ইচ্ছা হইল না, পিতার প্রতি তাহার দারুণ ক্রোধ হইলেও সে নীরবে মাতাকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া রহিল। এইরূপে কিছুক্ষণ গত হইলে ইসমাইল বলিলেন—"পাপ কখনও গোপন থাকে না, ধর্ম্মের ঢাক্ আপনি বাজে, তাই আজ আমি এ কথা জানিতে পারিলাম।" ইসমাইলের কথা শুনিয়া ফিরোজা উঠিয়া বসিলেন এবং স্বামীর দিকে চাহিয়া ক্রোধ পূর্ণ স্বরে কহিলেন "মিথ্যা করিয়া আমার নামে, তোমার পুত্রের নামে এই দুরপনেয় কলঙ্ক প্রদান করিয়া যদি তোমার তৃপ্তি হয় দাও, কিন্তু জেনে রাখ যদি সত্য সত্যই যদি তুমি আমার চরিত্রে এই মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ কর, খোদার নামে পুত্র স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি আমি উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিব।"

ইসমাইল বলিলেন "তোমাদের সুনাম রক্ষার একটী উপায় আছে, যদি সম্মত হও আমি একথা গোপন রাখিতে পারি।"

সাগ্রহে ফিরোজা বলিলেন "কি—কি বল, আমি এখান প্রস্তুত।"

"তোমার এই নাম শূন্য পুত্র এতদিন অনধিকারে আমার নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে—আমার অর্থ অন্যায় রূপে

ব্যয় করিয়াছে, আমার রুটি খাইয়াছে—এ যদি জন্মের মত আমার গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যায়—চিরদিনের জন্য আমার নাম পরিত্যাগ করে—আমার পুত্র বলিয়া পরিচয় প্রদান না করে, আমি এ কথা গোপন রাখিতে পারি।”

ইস্‌মাইলের কথা শুনিয়া ফিরোজা বলিলেন—“আমার যে আর নাই—এক ফজলল, তাকে তুমি এই মিথ্যা কলঙ্ক দিয়ে দূর করে দেবে।”

“তোমার অমত হয়, ছেলে নিয়ে তার বাপের কাছে যেতে পার।”

ফজলল আর নীরব থাকিতে পারিল না বলিল—“আমি আপনার প্রস্তাবে সম্পূর্ণ সম্মত, আমি আপনার গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছি, আপনাকে পিতা বলিতেও আর আমার প্রবৃত্তি হইতেছে না—আপনার নামও আমি পরিত্যাগ করিলাম—” ফজললের কথা শুনিয়া ফিরোজা কি বলিতে যাইতেছিলেন, বাধা দিয়া ফজলল বলিল—“মা তোমার সুনাম রক্ষা কর—ছেলে হয় মরে যায়—আবার ছেলে হতে পারে—মনে করো মা আমি মরে গিয়েছি। কিন্তু মা সুনাম গেলে আর তাকে ফিরে পাওয়া যায় না, মরণের পরেও লোকে সে কলঙ্কের কাহিনী বিস্মৃত হয় না—ছেলে হয়ে আমি তোমার সুনাম নষ্ট হইতে দিব না।”

ফজললের কথায় ইস্‌মাইল কথঞ্চিৎ সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, “তোমার সুমতি দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, আজই, আজই কি এখনই

তুমি আমার বাটী পরিত্যাগ করিবে, তোমার নাম পরিবর্ত্তন করিবে; এবং ভবিষ্যতে কথায় কিংবা কার্য্যে কখন তুমি আমার নামে কোন পরিচয় প্রদান করিবেনা।—তুমি যে অবস্থাতেই পতিত হওনা কেন, এমন কি তোমার জীবন মরণের সমস্যা উপস্থিত হইলেও তুমি তোমার পরিচয় প্রদান করিতে পারিবে না—যদি কখন ইহার অন্যথা কর—যে মুহূর্ত্তে সে কথা আমার কর্ণগোচর হইবে, সেই মুহূর্ত্তে তোমার জননীর কলঙ্ক কাহিনী সাধারণের নিকট প্রচারিত হইবে। আমি এক্ষণে বাহিরে যাইতেছি, ফিরিয়া আসিয়া আর যেন তোমাকে আমার বাটীতে দেখিতে না পাই।"

এই কথা বলিয়া ইসমাইল গৃহ হইতে বহির্গত হইলে, ফিরোজা পুত্রকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "কি হবে বাবা, আমায় ফেলে তুই কোথায় যাবি?" ফজলল, অনেক কষ্টে আত্ম সংযম করিয়া বলিল। কেঁদনা মা, আমি তোমার ও অশ্রু জলের উপযুক্ত নই—আমার এ বাটী পরিত্যাগ করাই মঙ্গল, ছেলে বেলা থেকেই উনি আমাকে দেখিতে পারেন না; তোমার মুখ চেয়েই আমি এতদিন নানাপ্রকার লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া আসিতেছিলাম। আমার জন্য তোমার নামে উনি যে দুরপনেয় কলঙ্ক দিবেন, পুত্র হইয়া তাহা আমি সহ্য করিতে পারিব না—জগতে স্থানের অভাব নাই আমিও পরিশ্রম করিতে কাতর নই। আমার জন্য ভেবো না মা, আমার কোন কষ্টই হইবেনা। উনিও খালাসী হইতে খাঁ বাহাদুর হইয়াছেন—মা—

মা—আমার দুখিনী মা—আমায় বিদায় দাও।” এই বলিয়া ফজলল—চকিতে গৃহ নিষ্ক্রান্ত হইলে ফিরোজা উন্মত্তার ন্যায় তাহার পশ্চাতে ছুটিয়া আসিতে আসিতে বলিলেন—“যাস্‌নে যাস্‌নে—আর একটু থেকে যা, তোকে জন্মের মত দেখেনি—”

ফজলল যাইতে যাইতে বলিল “মা যদি বাঁচিয়া থাকি সংবাদ দিব।”

“একবার দাঁড়া বাবা, আমার একটা কথা শুনে যা আমি তোকে ধরে রাখবো না।”

২

আরামাবাদের পূর্ব্বপ্রান্তে যে স্থানে খাঁ বাহাদুর তাঁহার বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার অর্দ্ধ ক্রোশ দুরে নদী তীরে একটি পরিত্যক্ত নীল কুঠী ছিল এবং তাহার পার্শ্বেই কুঠীয়াল সাহেবের দ্বিতল বসত বাটী ছিল, কুঠী এক্ষণে জঙ্গল পরিপূর্ণ, সাহেবের আবাস বাটীর ও বক্ষ পঞ্জর ভেদ করিয়া বট অশ্বত্থ ডুম্বুর প্রভৃতি বৃক্ষ অট্টালিকাটিকে আচ্ছন্ন করিয়া মানবী শক্তিকে উপহাস করিবার জন্যই যেন উচ্চশিরে উত্থিত হইয়া তাহাদের প্রভুত্বের পরিচয় প্রদান করিতেছিল। উদ্ভিদের সহিত মানবের এ বিবাদ সৃষ্টির আদি হইতে চলিয়া আসিতেছে—একস্থানে মানব উদ্ভিদ উচ্ছেদ করিয়া নগরী নির্ম্মাণ করিতেছে, অন্য স্থানে উদ্ভিদ মানবের নির্ম্মিত নগরীকে আপনাদের রাজ্যে পরিণত করিতেছে, এ নীলকুঠীও এক্ষণে উদ্ভিদের অধিকারে আসিয়াছে,

সুতরাং তাহারা এস্থানে আপনাদের আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে। উদ্ভিদাধিকারে আগমন করিলেও কুঠীয়াল সাহেবের আবাস বাটীতে কয়েকটি কক্ষ এখনও বাসোপযোগী আছে, এবং সেখানে যে মধ্যে মধ্যে মনুষ্য সমাগম হইয়া থাকে তাহারও চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, বিশেষ এই কুঠীর অনতিদূরে একখানি জীর্ণ কুটীরে একজন শীর্ণকায় বৃদ্ধ ফকীর বাস করে—সাধারণ লোকের বিশ্বাস কুঠীয়াল সাহেবের বাটীতে ব্রহ্মদৈত্য বাস করে—যেহেতু কুঠীয়াল সাহেবের দারুণ প্রহারে নাকি একজন ব্রাহ্মণ প্লীহা বিদারণে সেই কুঠীর মধ্যেই শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া সমাপ্ত করে—এবং ব্রহ্মদৈত্য হইয়া সেই কুঠীতেই বাস করিতে আরম্ভ করে, কারণ এই ঘটনার পরে হঠাৎ একদিন রাত্রে কুঠীয়াল সাহেব এবং তাঁহার গোমস্তা নরহরি মণ্ডল—জাতিতে কৈবর্ত্ত—মৃত্যুমুখে পতিত হয়। উভয়েরই কণ্ঠদেশ এক প্রকারে মোচড়ান দেখিয়া লোকের বিশ্বাস ব্রহ্মদৈত্য তাহাদের ঘাড় ভাঙ্গিয়া মারিয়াছে, সেই হইতে কুঠীও পরিত্যক্ত হয়। ফকীরও লোকের এই বিশ্বাসের সমর্থন করে—আরও কারণ গভীর রাত্রে নৌকাপথে গমনাগমনে অনেকে এই পরিত্যক্ত বাটী হইতে নানাপ্রকার শব্দ কোলাহল শুনিতে পাইয়াছে—ফকীর সিদ্ধ পুরুষ এজন্য ব্রহ্মদৈত্য ফকীরকে কিছু বলে না। ফকীর বলে, এস্থানে লোক সমাগম না থাকায় তাহার সাধনার জন্য সে এই-স্থানে বাস করে। প্রকৃত কথা এই যে সাহেবের সেই পরিত্যক্ত আবাসবাটী আরামাবাদ ও অন্যান্য নিকটবর্ত্তী স্থানের

জুয়াড়ীগণের প্রধান আড্ডা এবং ফকীর সেই আড্ডার চৌকীদার। কুঠীটী আমীর আহম্মদ সাহেবের। জুয়াই এক্ষণে তাহার উপজীবিকা জুয়া খেলিয়া এবং জুয়ার আড্ডা ভাড়া দিয়া এক্ষণে তাহার দিনপাত হয়। আরামাবাদ হইতে নাজিরগঞ্জে ইসমাইল হোসেনের বাটীর সম্মুখস্থ মাঠ পার হইয়া এই নীল কুঠীর পার্শ্ব দিয়া গমন করিলে অর্দ্ধেক রাস্তা কম হয়, এজন্ত দিবাভাগে সকলেই এই মাঠের পথ দিয়া গমনাগমন করে। কিন্তু সন্ধ্যার পরে আর কেহ এই সোজা রাস্তায় চলে না। নীল কুঠীর ব্রহ্মদৈত্যের ভয়ই বোধ হয় তাহার প্রধান কারণ।

ফজলল বাটী হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বেই ফিরোজা ছুটিয়া আসিয়া তাহার হস্তে একতাড়া নোট গুঁজিয়া দিলেন, ফজলল প্রথমে টাকা লইতে অস্বীকার করিয়া পরে মাতার ক্রন্দনে নোটগুলি লইয়া এই মাঠের পথেই নাজিরগঞ্জের দিকে প্রস্থান করিল। ফিরোজা দ্বারদেশে, যতক্ষণ ফজললকে দেখিতে পাওয়া যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। ফজলল অদৃশ্য হইলে গৃহে যাইয়া ভূমি-শয্যা গ্রহণ করিলেন।

• • •

সন্ধ্যা হইয়াছে, অন্ধকার হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই এজন্ত ফজলল দ্রুতপদে চলিতেছিল, সে প্রায় সেই পরিত্যক্ত নীল কুঠীর নিকটবর্ত্তী হইয়াছে; এমন সময়ে ফজলল দেখিল তাহার পিতা সেই নীলকুঠীর দিক হইতে তাহার দিকে অর্থাৎ বাটীর দিকে আসিতেছেন। পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায় তাহার একেবারেই ছিল না, কিন্তু এক্ষণে আর সাক্ষাৎ

না করার কোন উপায় নাই, ফজলল পথ ছাড়িয়া দিয়া পথের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল, পিতা যদি তাহার সহিত কথা বলেন, তবে সে তাঁহার সহিত কথা কহিবে,—নচেৎ নয়। ইসমাইল কিন্তু তাহাকে দেখিয়াও দেখিতে পাইলেন না। সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকে ফজলল দেখিল, তাহার পিতা উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায়, তাহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেলেন—তিনি যেন বাহ্যজ্ঞান শূন্য। পিতাকে পীড়িত বিবেচনা করিয়া তাহার মনে অত্যন্ত আশঙ্কা ও উদ্বেগ হইল, কিন্তু তাহার ফিরিতে সাহস হইল না, সে সেইস্থানে দাঁড়াইয়া পিতাকে দেখিতে লাগিল এবং অল্পক্ষণ পরে অস্পষ্ট আলোকে তাঁহাকে বাটীর নিকটস্থ হইতে দেখিয়া, ফজলল দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হইল। অন্ধকার হইয়াছে অদূরে বিকট দানবের মত নীল কুঠী যেন কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া আঁধার মণির প্রহরায় দণ্ডায়মান—আর পথ দেখা যাইতেছে না। অকস্মাৎ ফজলল বাধা প্রাপ্ত হইয়া ভূপতিত হইলেন, এবং বাধার কারণ একটি মনুষ্য দেহ বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "কে তুমি এমন সময়, এমনি করে পথের উপর শুয়ে আছ।" মনুষ্যমূর্ত্তি তাহার কথার কোন উত্তর প্রদান করিল না। এবং ফজললও ভূমিতল হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং লোকটাকে দেখিবার জন্য অবনত হইয়া তাহাকে স্পর্শ করিতেই ফজলল শিহরিয়া সরিয়া আসিলেন এ যে দেখছি মৃতদেহ এবং সেই মৃত দেহের বাধা প্রাপ্ত হইয়াই সে পড়িয়া গিয়াছিল। ফজলল প্রকৃতিস্থ হইতে না হইতে নদীর

দিক হইতে কলরব করিতে করিতে কয়েক ব্যক্তিকে আলোক হস্তে তাহার দিকে আসিতে দেখিল। আলোক আসিয়া মৃত দেহের উপর পতিত হইল, এবং মৃতের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই ফজলল বজ্রাহতের ন্যায় নীরব নিস্পন্দ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। এ যে তাহার মাতুল আমীর আহম্মদ—কি সর্ব্বনাশ, ফজললের চক্ষে জগৎ সংসার ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। সে হতবুদ্ধি এবং কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া সেইস্থানে দাঁড়াইয়া রহিল। এমন সময় কলরবকারিগণ আলোক হস্তে সেইস্থানে উপস্থিত হইল, এবং ফজলল ও আমীর আহম্মদের মৃত দেহ যুগপৎ তাহাদিগের দৃষ্টিপথে পতিত হইল তাহাদের মধ্যে একজন আমীর আহম্মদের মৃতদেহ চিনিতে পারিয়া বলিল—সর্ব্বনাশ এ যে খাঁ সাহেব দেখছি, এমন কাজ কে করলে আর এ লোকটা কে?” সকলেই মৃতদেহের প্রতি নিবদ্ধ চক্ষু ফিরাইয়া তাহাদের দৃষ্টি ফজললের মুখের প্রতি নিক্ষেপ করিল, কেহই তাহাকে চিনিতে পারিল না। সুতরাং সকলেই একবাক্যে তাহাকে হত্যাকারী বলিয়া “এই শালাই খুন করেছে, ধর শালাকে।” ফজলল নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল তাহাদের মধ্যে দুই ব্যক্তি আসিয়া তাহাকে ধৃত করিয়া বলিল—আর পালাতে হবে না যাদু—বলিয়া ফজললের উত্তরীয় লইয়া তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিল, এবং তাহাদের মধ্য হইতে দুই ব্যক্তিকে নাজিরগঞ্জের থানায় সংবাদ দিতে পাঠাইল। ফজলল এতক্ষণে প্রকৃতিস্থ হইয়া নিজের বিপদ বুঝিতে পারিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার পিতার সেই উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টিও স্বপ্নাবিষ্ট ভাবের

কথা তাহার মনে উদয় হইল, এবং তাহার স্থির বিশ্বাস হইল, পিতাই তাহার মাতুলকে হত্যা করিয়াছেন। কিন্তু সে কথা সে ভিন্ন আর কেহই জানে না, সেকি সেই কথা প্রকাশ করিয়া নিজের প্রাণ রক্ষা করিবে—না সে তাহা করিবে না। তাহার ভাগ্যে যাহা হয় হউক সে আপন প্রাণ রক্ষার জন্য সেকথা প্রকাশ করিবে না। সে ভাবিল সেকথা প্রকাশ না করিয়া যদি আপন পরিচয় দিতে পারিত এবং সে যে খাঁ বাহাদুর ইসমাইল হোসেনের পুত্র এবং হত ব্যক্তি তাহার মাতুল এবং সে এইমাত্র বাটী হইতে আসিতেছে, এ কথা বলিতে পারিত, তাহা হইলে ইহারা তাহাকে হত্যাকারী বলিয়া কখনই সন্দেহ করিত না। দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে হইলে সে অনায়াসে তাহার নির্দোষিতা প্রমাণ করিতে পারিত। কিন্তু এখন আর তাহা হয় না। সে পিতার নিকট সত্য করিয়াছে জীবন মরণের সমস্যায় পতিত হইলেও সে তাহার পরিচয় দিতে পারিবে না, সুতরাং সে তাহার পরিচয় দিবে না। বিশেষ তাহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইল, হঠাৎ আমীর আহম্মদের সহিত তাহার পিতার সাক্ষাৎ হওয়ায় তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া এই কার্য্য করিয়াছেন। আরও বিবেচনা করিয়া দেখিল, মাতার কলঙ্ক নিজের কলঙ্ক এবং পিতার প্রাণদণ্ডের বিনিময়ে সে আত্ম প্রাণ রক্ষা করিতে পারে;—কিন্তু আত্মপরিচয় প্রদান করিলে তাহারা যদি তাহাকে তাহার পিতার নিকট লইয়া যায়, তাহাকেই তাহার মাতার কলঙ্ক প্রচারের কারণ হইতে হইবে।

না তাহার দ্বারা সে কার্য্য হইবে না। যদি ফাঁসী কাষ্ঠেও ঝুলিতে হয় তাহাও বাঞ্ছনীয়—সে আত্ম পরিচয় প্রকাশ করিবে না।

যথাসময়ে থানা হইতে দারোগা সাহেব সদলবলে অকুস্থানে উপস্থিত হইয়া লাস থানায় লইয়া যাইবার আজ্ঞা প্রদান করিলেন, এবং অনুসন্ধানে ফজললের নিকট হইতে ৫০০ টাকার নোট বাহির হওয়ায় খুনী আসামীর সম্বন্ধে দারোগা সাহেবের মনে আর কোন সন্দেহই রহিল না, তিনি ফজললকে লৌহ বলয় পরিধান করাইয়া থানায় লইয়া গেলেন।

ফজলল জান আহম্মদ বলিয়া নিজের নাম প্রকাশ করিল, এবং দারোগা সাহেবের শত প্রশ্নেও কোন উত্তর দিল না। কেবলমাত্র বলিল,—সে নির্দ্দোষী। সন্ধ্যার সময়ে সে এই পথে নাজিরগঞ্জে যাইতেছিল, অন্ধকারে মৃতদেহ বাধিয়া পড়িয়া যায়, সেই সময়ে এই লোকগুলি আসিয়া তাহাকে ধৃত করে—টাকার কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলিল, টাকা তাহার—সে আর কোন কথা বলিবে না। দারোগা সাহেবের যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন।

দারোগা সাহেব ভাবিলেন, বেটা পাকা বদমায়েস কিন্তু এবারে তাঁহার হস্তে পতিত হইয়াছেন, বাছাধনকে তিনি ফাঁসী কাষ্ঠে ঝুলাইবেন তবে ছাড়িবেন। ফজললকে ধৃত করিয়া লইয়া আসিবার পরে সেইস্থানের অনতিদূরস্থিত একটি ক্ষুদ্র গুল্ম ঝোপের মধ্য হইতে একব্যক্তি বাহির হইয়া তাহাদের অনুসরণ করিয়াছিল, অন্যান্য দর্শকদিগের সঙ্গে থানায় প্রবেশ

করিয়া সে খুনী আসামীকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল এবং ফজললকে গারদ ঘরে লইয়া যাইবার পরে দর্শকদিগের সহিত প্রস্থান করিল।

যথাকালে জান মহম্মদ নরহত্যা ও দস্যুবৃত্তির জন্য সেসন সোপার্দ্দ হইয়া বিচারার্থ দায়রা জজের নিকট প্রেরিত হইল। দারোগা সাহেব অনেক অনুসন্ধান করিয়া তাহার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত বাহির করিয়াছেন। জান মহম্মদের বয়স বিশ বাইশ বৎসর হইলেও দশ বৎসর পূর্ব্বে নাজিরগঞ্জের নিকট হরিপুরের চৌধুরীদিগের বাটীতে যে ডাকাতি হয়—জান মহম্মদ সেই দলে ছিল, দারোগা সাহেব তাহার সাক্ষী পর্য্যন্ত হাজির করিয়া প্রমাণ করিয়া দিলেন। ইহা ভিন্ন উক্ত নাজিরগঞ্জ থানার এলেকায় আরও অনেক অপরাধ যাহার তিনি কোন কিনারা করিয়া উঠিতে পারেন নাই, সে সমস্তই এই জান মহম্মদ বেচারীর স্কন্ধে চাপাইয়া তাঁহার কার্য্যদক্ষতার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিলেন। সুতরাং তিনি যে শীঘ্রই ইনস্পেক্টার হইবেন, এ সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। বিচারে জান মহম্মদের যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন দণ্ড হইল। জজ বাহাদুর সরকারী উকিলের যুক্তি তর্কে মোহিত হইয়া জান মহম্মদকে প্রকৃত দোষী স্থির করিয়া জুরী-দিগের নিকট সেই মত প্রকাশ করিলেন। কিন্তু নির্ব্বোধ জুরীরা এক মত হইতে পারিল না। তাহাদের অধিকাংশই বলিল, ইহাকে প্রকৃত প্রমাণ বলা যাইতে পারে না। ইহা আনুসঙ্গিক ও অবস্থাসূচক প্রমাণ ইহাতে প্রাণদণ্ড হইতে পারে না। অগত্যা

জজ বাহাদুর একটি লম্বা বক্তৃতা দিয়া আসামীকে ভবিষ্যতে সৎপথে চলিবার উপদেশ দিয়া তাহার প্রতি যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন দণ্ড প্রদান করিলেন। সাধারণেও আসামীর বরাৎ জোর আছে তাই বাঁচিয়া গেল বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিল।

৩

ইসমাইল হোসেন বাটীতে আসিয়াই অজ্ঞান হইয়া পড়েন, তাঁহাকে সকলে ধরাধরি করিয়া শয্যায় লইয়া যায়, অনেকদিন তিনি সে শয্যা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। তিনি কঠিন রোগগ্রস্ত হইয়াছিলেন। ফিরোজা প্রাণপণে স্বামীর সেবা শুশ্রূষা করিতেছিলেন। কয়েকদিন ইসমাইলের কোন জ্ঞানই ছিল না। জ্ঞান হইবার পরে, ইসমাইল ফিরোজার অমানুষিক ধৈর্য্য এবং একনিষ্ঠ সেবা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। প্রথম প্রথম তিনি ফিরোজার সেবা গ্রহণ করিতে চাহেন নাই, কিন্তু ফিরোজা তাঁহার বিরক্তি বা ঘৃণা অবহেলা করিয়া নিজের কর্ত্তব্য সম্পাদনে কোন ক্রুটী করিলেন না। সুতরাং ইসমাইলের পত্নীর সেবা লইবার ইচ্ছা না থাকিলেও বাধ্য হইয়া সেবা গ্রহণ করিতে হইল; এক মাসের উপর শয্যাশায়ী থাকিবার পরে ইসমাইল সুস্থ হইলেন। তাঁহার শ্বশুর বৃদ্ধ জাফর খাঁ এই সময়ে প্রায়ই তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন। তিনি ফজললের কথা জিজ্ঞাসা করিলে ফিরোজা বলিল, সে কোথায় গিয়াছে তাহারা জানে না। জাফর খাঁ ফজললের গৃহত্যাগের কারণ জানিতেন

না, সুতরাং তিনি নানাস্থানে তাহার অনেক অনুসন্ধান করিলেন কিন্তু তাহার কোন সংবাদই পাওয়া গেল না। ইসমাইল সুস্থ হইয়া শ্বশুরের নিকট আমীর আহম্মদের হত্যার কথা শুনিলেন, এবং হত্যাকারী ধৃত হইয়াছে তাহাও শুনিলেন, তিনি তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

ইসমাইল দূর হইতে দুই ব্যক্তিকে কলহ করিতে দেখিয়াছিলেন, তিনি নিকটস্থ হইতে না হইতে এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে গুরু আঘাতে ভূপতিত করে। সে আঘাতের শব্দও তাঁহার কর্ণগোচর হইয়াছিল, কিন্তু পরক্ষণেই আঘাতকারী তাঁহাকে আসিতে দেখিয়াই, পলায়ন করে। তিনি পতিত লোকটির নিকট আসিয়া তাহাকে চিনিতে পারেন এবং শেষে মরিয়া গিয়াছে তাহা বুঝিতে পারেন, তাহাতেই তাঁহার মনে কেমন ভয় হয়। তিনি তথা হইতে পলায়ন করেন—এই পর্য্যন্ত তাঁহার মনে পড়ে। ফজললের সহিত তাঁহার সাক্ষাতের কথা তাহার মনে ছিল না। অথবা তিনি ফজললকে দেখিতে পান নাই—যাহা হউক হত্যাকারী বলিয়া জান মহম্মদ নামে এক ব্যক্তি ধৃত হইয়া বিচারার্থ প্রেরিত হইয়াছে,শুনিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন। বিচারের ফল পাঠক পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন।

ফিরোজা স্বামীর পীড়ার সময়, পুত্রের চিন্তা করিবার অবসর পান নাই। এক্ষণে স্বামী সুস্থ হইয়াছেন সুতরাং তাঁহার পুত্রের চিন্তা প্রবল হইল, তিনি সর্ব্বদা ভাবেন ফজলল বলিয়া গিয়াছিল "মা যদি বাঁচিয়া থাকি, সংবাদ দিব" কিন্তু এত

দিনের মধ্যেও ত তাহার কোন সংবাদ পাওয়া গেলনা। তবে কি আমার ফজলল নাই—ফজলল—ফজলল—বলিয়া ফিরোজার অন্তরাত্মা কাঁদিয়া উঠে ফিরোজা কাঁদিতে পারেন না। যদি স্বামী জানিতে পারেন এই ভয়ে ক্ষুব্ধ অন্তর হইতে রুদ্ধ ক্রন্দন সারাদিন বাহিরে আসিবার চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হইয়া হতাশ্বাসের পেষণে বারিরূপে অশ্রু হইতে নির্গত হইয়া উপাধান সিক্ত করে, সে চোখের জলের ভয়ে নিদ্রা ফিরোজার নয়ন হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে ফিরোজার সুন্দর মুখ বিশুষ্ক—বিবর্ণ ফিরোজার দুঃখ প্রকাশ করিবার নহে। সে দুঃখের অনলে ফিরোজা নিরন্তরই নিজান্তরে দগ্ধ। ফজললের সংবাদ না পাওয়ায় তাহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল। তাঁহার স্থির বিশ্বাস হইল ফজলল জীবিত নাই, থাকিলে সে নিশ্চয়ই তাঁহাকে সংবাদ দিত। ফজলল নাই—ফিরোজার জগতে আর কি এমন প্রিয় পদার্থ আছে যাহার জন্য সে এই ঘৃণিত অবমানিত প্রাণ রক্ষা করিবার চেষ্টা করিবে, ফিরোজা আত্মহত্যা করিবে না কিন্তু যত্ন করিয়া জীবন রক্ষা করিবার আর তাহার আবশ্যক নাই। ফিরোজা ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ইসমাইল পত্নীর অবস্থা দেখিয়া সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন কিন্তু ফিরোজার অন্তরের ব্যাধি দূর করিবার ঔষধ কোন চিকিৎসকেই ব্যবস্থা করিতে পারেন না। কিছু দিন ধরিয়া চিকিৎসা চলিল, শেষে ফিরোজা ঔষধ খাইতে অসম্মত হইলেন। ইসমাইলও অধিক পীড়া পীড়ি করিলেন না।

ফজলল নরহত্যা, ডাকাতি, চৌর্য্য প্রভৃতি অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া ভাবিল—মাতাকে আর সংবাদ দিবার আবশ্যক নাই। অনর্থক আর তাঁহাকে কেন অধিক কষ্ট দিব। যদি প্রাণদণ্ড হয় আমার পক্ষে মঙ্গল—আমার এ বিপদের কথা আর মাকে জানিয়ে তাঁর দুঃখের ভার বৃদ্ধি করিব না—প্রাণদণ্ড হইল না চিরনির্ব্বাসন হইল—মৃত্যু না হইলেও ইহা এক প্রকার জীবন্মৃত্যু; জীবিত থাকিয়াও না থাকার সমান—ইহা অপেক্ষা তাহার প্রাণদণ্ড হইলে ভাল হইত—সরকারী উকিলের জেরায় বিরক্ত হইয়া একবার তাহার মনে হইয়া ছিল, যে সে বলে, যে সেই হত্যা করিয়াছে কিন্তু সে তাহা বলিতে পারিল না। মৃত্যুর ভয়ে নহে—মিথ্যা বলিতে তাহার আত্মা সঙ্কুচিত হইল তাই। ফজলল সিদ্ধান্ত করিল তাহার এক রূপ মৃত্যু হইয়াছে; জানমহম্মদের নির্ব্বাসন হইল না হইল সে সংবাদ আর মাতাকে দিবার প্রয়োজন নাই। ফজলল মরিয়াছে; জান মহম্মদ আণ্ডামানে প্রেরিত হইল।

ফজললের নির্ব্বাসনের কয়েক মাস পরে এক দিন শেষ রাত্রে চৌকীদার আসিয়া ইসমাইল হোসেনকে শয্যা হইতে ডাকিয়া তুলিয়া তাঁহার হস্তে এক খানি পত্র দিল, পত্র পাঠান্তে ইসমাইল সেই চৌকিদারের সহিত প্রস্থান করিলেন।

চৌকীদারের সহিত গমন করিতে করিতে ইসমাইল তাহার নিকট অবগত হইলেন, সেই রাত্রিতে পুলিসের লোকে নীল-কুঠী ঘেরাও করিয়া জুয়াড়ীদিগকে ধরিতে গিয়াছিল, কিন্তু

এক অলিমদ্দি নামে এক ব্যক্তিকে ভিন্ন আর কাহাকেও ধরিতে পারে নাই। তাহাকেও ধরিতে পারিত না কিন্তু পলায়ন কালে সে দোতলার উপর হইতে পড়িয়া যায়, তাহার জীবনের কোন আশা নাই, সে একবার খাঁ বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চায়।

ঘটনা স্থলে উপস্থিত হইয়া ইসমাইল দেখিলেন লোকটীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়; তাহার মৃত্যুর আর অধিক বিলম্ব নাই, ডাক্তার বাবুর চেষ্টায় ও ঔষধে তাহার যন্ত্রণার কথঞ্চিৎ লাঘব হইয়াছে বটে কিন্তু ডাক্তার বাবুও অধিকক্ষণ তাহার জীবনের ভরসা রাখেন না। ইসমাইলকে দেখিয়া অলিমদ্দি বলিল—এই যে খাঁবাহাদুর আসিয়াছেন, ইনস্‌পেকটর বাবু আর বিলম্ব করিবেন না আমার এজাহার লিখিয়া লউন।

ইনস্‌পেকটরের আদেশে দারোগা সাহেব লিখিতে আরম্ভ করিলেন। অলিমদ্দি বলিল, "গত ১২৬৯ সালের ১৭ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতি বার এই নীলকুঠীর নিকটেই আমি আমার, পিতা আমীর আহম্মদকে একটী লোহার রুলের আঘাতে হত্যা করি—" দারোগা সাহেব কিন্তু আমার পিতা পর্য্যন্ত লিখিয়াই লেখা বন্ধ করিয়া ছিলেন। ইনস্পেক্টার বলিলেন, "লিখুন"—দারোগা সাহেব বলিলেন "এ প্রলাপ লিখিয়া কি হইবে"—অলিমদ্দি দারোগা সাহেবের কথা শুনিয়া বলিল—"ইনস্‌পেক্টার বাবু আপনি লিখিয়া লউন আমার এজাহার লিখিলে যে দারোগা সাহেবের খুনী আসামী ধৃত করার গৌরব হানি হইবে—আর

শুধু খুনী আসামী নয়—আরও অনেক অপরাধ দারোগা সাহেব সেই নির্দ্দোষীর মস্তকে চাপাইয়া দিয়া হাল বকেয়া সমস্ত অপরাধের খাতানিকাশ করিয়াছেন।" দারোগা সাহেব চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া তাহার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "তুমি পাগলের মত কি বল্‌ছ"—ইনস্‌পেক্টার বাবু দারোগা সাহেবের হস্ত হইতে কাগজ কলম গ্রহণ করিয়া বলিলেন "তোমার কি বলবার আছে বল আমি লিখে নিচ্চি" বলিয়া ইনস্‌পেক্টার বাবু অলিমদ্দির মৃত্যু কালের এজাহার লিখিয়া লইলেন তাহার স্থূলমর্ম্ম নিম্নে লিখিত হইল।

অলিমদ্দির মাতা সোফিয়া সুন্দরীকে আমীর আহম্মদ বিবাহ করিবার প্রলোভনে বিপথ গামিনী করেন। তাহার ফল অলিমদ্দি—অলিমদ্দির জন্মের পূর্ব্বেই আমীর সোফিয়াকে পরিত্যাগ করেন, হতভাগিনী গৃহত্যাগ করিয়া নাজিরগঞ্জে এক ভিখারিণীর গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং দাসী বৃত্তি অবলম্বন করিয়া অনেক কষ্টে অলিমদ্দিকে মানুষ করে। কিছু দিন হইল অলিমদ্দি আমীর আহম্মদ সাহেবের জুয়ার দলে প্রবেশ করিলে তাহার মাতা তাহাকে, সেই পাপিষ্ঠের সংস্রব পরিত্যাগ করিতে বলে--অলিমদ্দি তাহাতে সম্মত না হওয়ায় সোফিয়া অত্যন্ত কুপিত হইয়া বলে—সে নরাধম আমার সর্ব্বনাশ করেছে আবার তোরও সর্ব্বনাশ করবে—আমি তাহা সহ্য করিতে পারিব না। এই বলিয়া সোফিয়া পূর্ব্ব কথা পুত্রের নিকট প্রকাশ করেন এবং ইহা লইয়াই পিতাপুত্রে বিবাদ আরম্ভ

হয়, ফলে আমীর শেষে অলিমদ্দিকে বেশ্যার পুত্র বলায় সে ক্রোধে আত্মহারা হইয়া হস্তস্থিত লৌহ রুলের দ্বারা তাহার পিতার মস্তকে আঘাত করে, সেই আঘাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়, সেই সময়ে অলিমদ্দি, খাঁবাহাদুরকে কুঠীর দিক হইতে সেই স্থানে আসিতে দেখিয়া নিকটে একটি ঝোপের আড়ালে লুক্কায়িত হয়। রুলগাছি সেই স্থানে সে পুতিয়া রাখিয়াছে। খাঁ বাহাদুর সে স্থানে আসিয়া সেই মৃত দেহ দেখিয়া প্রথমে চমকাইয়া উঠিলেন, পরে দ্রুতপদে তথা হইতে বাটীর দিকে প্রস্থান করিলেন। অলিমদ্দিও পলায়নের উদ্যোগ করিতে ছিল। কিন্তু সেই সময়ে সে আবার অন্য একজন লোককে খাঁ বাহাদুর সেদিকে গিয়াছেন সেই দিক হইতে আসিতে দেখিয়া নিরস্ত হইল—তাহার পরের ঘটনা সকলেই জানেন—সেই লোকটি খুনী অসামী বলিয়া স্থির হয় এবং তাহাকে থানায় লইয়া যাওয়া হয়। আমি তখন অন্ধকারে তাহাকে চিনিতে পারি নাই, পরে তাহাদের পশ্চাতে থানায় যাইয়া তাহাকে চিনিতে পারি—সে আর কেহ নয় এই খাঁ বাহাদুরের পুত্র ফজলল হোসেন"—অলিমদ্দির কথায় ইসমাইল হোসেন চমকিয়া উঠিলেন—দারোগা সাহেব বলিয়া উঠিলেন "মিথ্যা কথা তাহার নাম জমন মহম্মদ"—অলিমদ্দি দারোগা সাহেবের কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিয়া গেল—"ফজলল সাহেব কখন এখানে আসেন নাই, কেহ তাঁহাকে চিনে না। আমি হাকিম পুরে খাঁ সাহেবদিগের বাটীতে তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম তাই চিনিতে পারিয়াছিলাম কিন্তু তিনি যে আত্ম পরিচয়

গোপন করিয়া কেন জান মহম্মদ নামে পরিচয় দিয়াছিলেন জানি না, তবে তাহাতে আমারই উপকার বলিয়া আমি আর সে কথা প্রকাশ করি নাই। অলিমদ্দি তাহার এজাহারে স্বাক্ষর করিয়া দিল—ডাক্তার বাবু ও খাঁ বাহাদুর সাক্ষী হইলেন। ইনস্পেক্টর বাবুর বিশেষ অনুরোধেও অলিমদ্দি জুয়াড়ীদিগের নাম প্রকাশ করিল না। অলিমদ্দির এজাহার শেষের সঙ্গে সঙ্গে রাত্রিও শেষ হইল—পুলিশ তখন সমুদয় বাটী অনুসন্ধান করিয়া জুয়ার নানাবিধ সাজ সরঞ্জামের সহিত কতকগুলি আমীর আহম্মদের দলীল দস্তাবেজ ও কাগজ পত্র প্রাপ্ত হইল—সে গুলি ইনস্পেক্টর বাবু প্রয়োজনে লাগিতে পারে বিবেচনা করিয়া খাঁ বাহাদুরের হস্তে অর্পণ করিলেন। ইস্মাইল সেগুলি গুছাইয়া বাঁধিতে গিয়া তাহার মধ্যে ফিরোজার হস্তাক্ষরে লিখিত আমীর আহম্মদের নামে একখানি পত্র দেখিয়া, এইবারে ফিরোজার অপরাধের নিশ্চিত প্রমাণ পাইয়াছেন বিবেচনা করিয়া বিশেষ ব্যগ্র হইয়া পত্র খানি পাঠ করিতে লাগিলেন—পত্র পাঠ করিয়া ইসমাইল প্রস্তর হস্তে ক্ষিপ্তের ন্যায় উত্থিত হইয়া হায় হায় কি করিয়াছি—কি সর্ব্বনাশ করিয়াছি বলিয়া গৃহ হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেলেন। অনতিবিলম্বে অলিমদ্দিরও জীবন ভার মুক্ত হইল, কুঠী বাটী আবার জনশূন্য হইল, কুটীরবাসি ফকির পূর্ব্বেই অদৃশ্য হইয়াছিল।

ফিরোজার পত্র—

ভাই সাহেব তোমার সহিত আমার যে রক্তের সম্বন্ধ আছে

তাহা মুছিয়া ফেলিবার নহে—সেই জন্য তাহা বিস্মৃত হইতে পারি না—অন্য যে সম্বন্ধ হইবার কথা ছিল—খোদার কৃপায় তাঁহা হয় নাই—যদি সে কথা বিস্মৃত হইয়া আমাকে খুল্লতাত ভগিনী বলিয়া মনে করিতে পার, আমার নিকট ভগিনীর স্নেহ পাইবে। তোমার প্রতি আমার যে বাল্যের ভালবাসা ছিল—আমার বিবাহের পূর্ব্বেই তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, পৃথিবীতে যদি তুমি ভিন্ন আর অন্য পুরুষ না থাকিত তথাপিও আমি কখন তোমাকে বিবাহ করিতাম না। কুল নারীকে প্রলোভন দেখাইয়া যে নরাধম তাহার সর্ব্বনাশ করিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে সে মানুষ নহে পিশাচ—তোমার সংবাদ জানিতে সোফিয়া আমার নিকট আসিয়াছিল—বোধ হয় আর কিছু বলিতে হইবে না। ফিরোজা

পুঃ—শুনিলাম এখানে আমার বিবাহ দিবার জন্য তুমি পিতাকে অনেক কটূক্তি করিয়াছ। আমার স্বামীর অকারণ নিন্দা ও অপমানের কথা বলিয়াছ—এবার তোমাকে মার্জ্জনা করিলাম, কিন্তু ভবিষ্যতে যদি পুনরায় কখন একথা শুনিতে পাই, তোমার সহিত কোন সম্বন্ধই থাকিবে না জানিবে। তোমার কুৎসিত পত্রের উত্তর দিবার ইচ্ছা ছিল না কিন্তু নীরব থাকিলে, পাছে তুমি আবার এইরূপ পত্র লিখ সেই জন্য উত্তর দিলাম।

এই পত্র পাঠ করিয়া ইসমাইল উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া বাটীর দিকে চলিলেন; অর্দ্ধেক পথ আসিয়া আর ছুটিতে পারিলেন না।

পথের উপর বসিয়া পড়িলেন। একে বৃদ্ধ শরীর তাহাতে সম্প্রতি রোগ ভোগ করিয়া উঠিয়াছেন, ইসমাইল একেবারে বেদম হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তাঁহার মন ভীষণ ঝটিকা সংক্ষুব্ধ লজ্জিত ভীত—কাতর—কি বলিয়া তিনি ফিরোজার নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করিবেন, কেমন করিয়া তিনি পুত্রের নিকট মুখ দেখাইবেন—সে হয়তঃ তাঁহাকেই নর হত্যাকারী বিবেচনা করিয়া তাঁহার পরিবর্ত্তে দণ্ড গ্রহণ করিয়া চলিয়া গিয়াছে—অভিমানে—তাঁহার নিষ্ঠুর ব্যবহারে—সে নিজের দোষ স্খালনের জন্য তাহার পরিচয় পর্য্যন্ত প্রকাশ করে নাই—তিনিই যে তাহাকে তাহার মাতার অপবাদের ভয় দেখাইয়া তাহাকে পরিচয় দিতে নিষেধ করিয়াছিলেন—হায় হায়! তিনি কি সর্ব্বনাশ করিয়াছেন—এ সংবাদ শুনিলে ফিরোজা কি বাঁচিবে—সে যে পুত্রশোকে অমনিই শয্যা গ্রহণ করিয়াছে—কেমন করিয়া তিনি ফিরোজাকে এই ভয়ঙ্কর কথা শুনাইবেন! আর ফজলল—আমার চির সুখপালিত তেজস্বী অভিমানী ফজলল, সেকি নির্ব্বাসনে চোর ডাকাতের সঙ্গে কঠিন পরিশ্রম করিয়া এতদিন বাঁচিয়া আছে। সে যে জন্মাবধি কখন পায়ে হাঁটিয়া চলে নাই—হয়ত সে বাঁচিয়া নাই—হয়ত কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়া কয়েদী হাঁসপাতালে সে নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে—ইসমাইলের চক্ষু ফাটিয়া দরদর ধারে জল পড়িতে লাগিল—অনেকক্ষণ পরে ইসমাইল কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া হইতে উঠিয়া ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে গমন করিলেন।

৪

আন্দামানের দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে জঙ্গল পরিষ্কার করিবার জন্য কতকগুলি কয়েদী প্রেরিত হইয়াছিল, জান মহম্মদও তাহাদের সহিত তথায় প্রেরিত হয়। জান মহম্মদ কখনই তাহার প্রদত্ত কার্য্য শেষ করিতে পারিত না। তাহাকে যে কার্য্য দেওয়া হইত সে তাহার অর্দ্ধেকও শেষ করিতে পারিত না, এ জন্য তাহাকে মেটদিগের নিকট প্রত্যহই গালাগালি তিরস্কার ও প্রহার সহ্য করিতে হইত। অন্যান্য কয়েদীরা তাহার দুঃখে দুঃখিত হইয়া কোন কোন দিন তাহার কার্য্য করিয়া দিত। কিন্তু জগতে নিস্বার্থ পরোপকার কতদিন কয়জনে করিয়া থাকে তাহাতে চির নির্ব্বাসন দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত কয়েদী—কয়েদীদিগের বিশ্বাস হইয়াছিল, জান মহম্মদ বড় লোকের ছেলে, তাহারা তাহাকে বুঝাইয়া বলিত—ভাবিস কেন, যা হবার হয়েছে আরত ফিরবার উপায় নাই—যদি বিশ বছর বেঁচে

থাকিস তবেত বাড়ী ফিরে যাবি। বাড়ী থেকে টাকা আনা, এখানে রাজার হালে থাকতে পারবি, কোন কাজ কর্ম্ম করতে হবে না, মেট জমাদারেরা গোলাম হয়ে থাকবে—জান মহম্মদ তাহাদের কথার কোন উত্তর দিত না, কয়েদীরা তাহাকে নীরব দেখিয়া বিরক্ত হইত—কিন্তু বারবার তাহাকে বাটী হইতে টাকা আনাইতে বলায়ও যখন সে তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিল না, তাহাদের সহানুভূতি দূর হইয়া গেল। তাহারা আর তাহাকে কোন সাহায্য করিত না। অতিরিক্ত পরিশ্রম, অখাদ্য ভোজন, তাহার উপর আবার মেটদিগের বেত্রাঘাত, সুতরাং জান মহম্মদ শীঘ্রই পীড়িত হইয়া পড়িল—বয়স অল্প এবং স্বাস্থ্য খুব ভাল ছিল বলিয়া সে এতদিন সহ্য করিতে পারিয়াছিল, আর পারিল না। জান মহম্মদ শয্যা গ্রহণ করিল—যে দ্বীপে তাহারা প্রেরিত হইয়াছিল তথায় বাসোপযোগী গৃহও ছিল না। লতা পাতা দিয়া কয়েকখানি অস্থায়ী কুঁড়ে ঘর প্রস্তুত করিয়া তাহার মধ্যে কয়েদী ও মেটগণ কোন রূপে মাথা গুঁজিয়া থাকিত। তাহারই এক খানিতে পর্ণ শয্যায় জান মহম্মদ রোগের যাতনায় "মাগো" "মাগো" করিয়া কয়েকবার কাতেরোক্তি করিতে পার্শ্বস্থ কুটীর হইতে এ জন কয়েদী হাসিয়া বলিল—"বাবা এখানে মাও নাই বাবাও নাই। এ বাবা কালাপাণি পার, কাজী সাহেবের বাড়ী—এখানে ভূতের উপদ্রব নাই, মুখ গুঁজে পড়ে থাক বাবা—কাল যদি রাজবাড়ী থেকে (আণ্ডামানের জেল খানাকে কয়েদীরা রাজবাড়ী বলিত)

নৌকো আসে তোমাকে সেখানে পাঠিয়ে দেবে, এখন চোক কান বুজে পড়ে থাক, চেঁচিয়ে আর আমাদের ঘুমের ব্যাঘাত করো না।"

ইসমাইল হোসেনের অর্থ ও সরকারের নিকট প্রতিপত্তি এইবার কার্য্যে লাগিল—অজস্র অর্থ ব্যয়ে ইসমাইল নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে জান মহম্মদের দণ্ডাজ্ঞা মোচন করাইয়া তার যোগে আণ্ডামানে সংবাদ পাঠাইলেন—জান মহম্মদকে কয়েদীর কার্য্য হইতে অবসর দিয়া তাহাকে যেন ভদ্রলোকের মত রাখা হয়। মেলষ্টিমার ৪ দিন পরে যাইবে এজন্য ইসমাইল একখানি ষ্টিমার ভাড়া করিয়া স্বয়ংই তাহার মুক্তি পত্র লইয়া আণ্ডামান যাত্রা করিলেন।

•জেলার সাহেব সরকারী টেলিগ্রাম এবং ইসমাইলের প্রেরিত ৫০০ শত টাকা জান মহম্মদের আবশ্যকীয় খরচের জন্য তার যোগে প্রাপ্ত হইয়া তৎপর দিবসই নৌকা পাঠাইয়া পীড়িত জান মহম্মদকে আণ্ডামানে আনয়ন করিয়া বিশেষ যত্নপূর্ব্বক তাহার সেবা শুশ্রূষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন। তিন দিবস পরে ইসমাইলের ষ্টীমার জান মহম্মদের মুক্তি পত্র লইয়া আণ্ডামানে উপস্থিত হইল, কিন্তু সে মুক্তিপত্র আণ্ডামানে পৌঁছিবার পূর্ব্ব রাত্রিতে খোদা তাহাকে মুক্তিদান করিয়াছিলেন। পুত্রের জীবনশূন্য দেহ বক্ষে করিয়া ইসমাইল হাহাকার করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তিনি পুত্রহন্তা—তাঁহার অমূলক সন্দেহ এবং অন্যায় আজ্ঞায় পুত্র এই বিদেশে চোর ডাকাতের সংস্রবে আসিয়া

অবৈধ পরিশ্রমে বাধ্য হইয়া অকালে প্রাণ বিসর্জ্জন করিল। জান মহম্মদের অথবা ফজলের মৃতদেহ লইয়া ইসমাইল শূন্য প্রাণে শূন্য গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। ফিরোজার নিকট ইসমাইল কোন কথাই প্রকাশ করিতে সাহস করেন নাই, পুত্রকে ফিরাইয়া লইয়া অসিয়া তিনি পুত্রের সম্মুখে ফিরোজার নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করিবেন, এই অভিপ্রায় করিয়াই তিনি বাটী হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন, কিন্তু খোদা তাঁহার বাসনা পূর্ণ হইতে দিলেন না, তিনি পুত্রের প্রাণশূন্য দেহ ফিরাইয়া লইয়া আসিয়াছিলেন, কোন্ প্রাণে তিনি ফিরোজাকে তাহার প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রের মৃতদেহ দেখাইবেন। ইসমাইল ফিরিয়া আসিয়াছেন শুনিয়া ফিরোজা শয্যাত্যাগ করিয়া দ্বিতল হইতে ধীরে ধীরে নিম্নতলে অবতরণ করিলেন এবং বিশুষ্ক অশ্রুমাখা মুখে স্বামীকে একটি শাবধারের পার্শ্বে উপবিষ্ট দেখিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল তিনি সেই শবাধার উন্মুক্ত করিয়া তাহার মধ্যে পুত্রের মৃতদেহ দেখিয়া "ও বাবা ফজল'রে এম্নি করে আমায় ফাঁকি দিঁয়ে চলে গেলি বাবা" বলিয়া মুর্চ্ছিত হইয়া সেই শবাধারের মধ্যে পতিত হইলেন, সে মূর্চ্ছা আর তাঁহার ভঙ্গ হইল না।

খাঁ বাহাদুর মাঁতাপুত্রকে এক সমাধিতে সমাধিস্থ করিয়া তাহার পার্শ্বে নিজের জন্যও একটি স্থান প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন—জীবনে তিনি পত্নী-পুত্রের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন, মরণে তাহাদের সহিত পর পারে মিলিত হইবেন এই আশায়

সেই মিলনের দিনের ক্ষেয়ার অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার এ পারের মিলনের সাক্ষ্য আরামাবাদে তাঁহাদের সমাধি ও পারে তিনি পত্নী পুত্রের সহিত মিলিত হইতে পারিয়াছিলেন কিনা, লেখক সে সংবাদ প্রাপ্ত হন নাই।

লক্ষ্মীনারায়ণের মিলন

১

"ওগো শীগ্‌গির এদিকে এস, দেখ—সে—মা কালী আমার নারায়ণকে ফিরিয়ে এনে দিয়েছেন—অনেক পথ হেঁটে এসেছে কিনা তাই বাছা আমার গাছতলাতেই ঘুমিয়ে পড়েছে—" এই কথা বলিতে বলিতে একটি অষ্টবিংশতি বর্ষ বয়স্কা সুন্দরী স্ত্রীলোক, পথপার্শ্বস্থ একটি বটবৃক্ষের ছায়ায় নিদ্রিত একটি ১২।১৩ বৎসর বয়স্ক সুন্দর বালকের মস্তকের নিকট উপবেশন করিয়া, তাহার মস্তকটি নিজের ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া অঞ্চল দিয়া তাহার মুখ মুছাইয়া দিয়া, তাহার মস্তকে হস্তাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। বৃক্ষের ছায়ায় রাস্তার উপর একখানি গরুর গাড়ীর সম্মুখে বসিয়া একটি ভদ্রলোক পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে স্ত্রীলোকটির কথা তাঁহার কর্ণ-গোচর হইলে তিনি চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার হস্তের জ্বলিত দীপ শলাকা নির্ব্বাপিত হইয়া ওষ্ঠধৃত সিগারেটের

সহিত একসঙ্গে স্খলিত হইয়া ভূমিশয্যা—অভিমানে ?—গ্রহণ করিল, এবং তিনিও তন্মুহূর্ত্তেই স্ত্রীলোকটির নিকট গমন করিয়া তাহার ক্রোড়স্থিত বালকের মুখ দেখিয়া "একি!" বলিয়া নির্নিমেষ নয়নে স্তম্ভিত হইয়া সেই বালকের মুখের প্রতি চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন—তাঁহার সেই ভাব দেখিয়া স্ত্রীলোকটি বিরক্ত হইয়া বলিল—অমন করে চেয়ে রয়েছ কেন, তুমি কি আমার নারায়ণকে চিনতে পারছো না—ভদ্রলোকটির চৈতন্য ফিরিল, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চক্ষু দুইটিও অশ্রুভারাক্রান্ত হইল, তিনি অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন—"মান আমাদের সে বরাত হলে সে আমাদের ফাঁকি দিয়ে যাবে কেন, ও কাদের ছেলে—আমাদের নারায়ণের মত দেখ্‌তে। "ভদ্রলোকটির কথা শুনিয়া স্ত্রীলোকটি হাসিয়া উঠিয়া বলিল—তুমি চিনতে পাচ্চো না—এই আমার নারায়ণ—মা কালী ফিরিয়ে দিয়েছেন—অনেক দূর থেকে আসছে কিনা তাই বাছা আমার রাস্তার ওপর ঘুমিয়ে পড়েছে।

২০

ভদ্রলোকটির নাম নৃসিংহ প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, স্ত্রীলোকটি তাঁহার পত্নী মানীনী সুন্দরী—নৃসিংহ বাবু ডেপুটিম্যাজিষ্ট্রেট; তাঁহার একমাত্র পুত্র নারায়ণের মৃত্যু হইলে তিনি তিন মাসের প্রিভিলেজ লিভ্ লইয়া, পত্নীকে সঙ্গে করিয়া নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইয়া, শেষে শ্বশুর বাটীতে গিয়াছিলেন—ছুটী শেষ হইয়াছে, সুতরাং কর্ম্মস্থানে যাইতেই হইবে, দুর্ভাগ্যক্রমে অন্য কোন যান প্রাপ্ত না হওয়ায় গরুর গাড়ীতেই ষ্টেশনাভিমুখে গমন করিতেছিলেন—গাড়োয়ান গরুদুইটিকে জল খাওয়াইবার জন্য সেই বটবৃক্ষের নিম্নে গাড়ী রাখিয়া অদূরস্থ পুষ্করিণীতে গিয়াছিল।

পত্নীর কথা শুনিয়া নৃসিংহ বাবুর অন্তরে ভয় হইল—তিনি পত্নীর উন্মাদিনী হইবার আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হইলেন—এই

সময়ে বালকের নিদ্রা ভঙ্গ হইলে—সে আপনাকে কাহার ক্রোড়ে শয়ান দেখিয়া বিস্মিত হইয়া উপরের দিকে চাহিতেই "বাবা নারায়ণ ঘুম ভেঙ্গেছে" এই কথা তাহার কর্ণগোচর হইল, সঙ্গে সঙ্গে সে আপনাকে একটি অসামান্যা সুন্দরী রমণীর ক্রোড়ে শায়িত দেখিয়া ভাবিল—ইনি কে ! ইনি বোধ হয় কোন দেবী, নচেৎ আমার নাম জানলেন কি কোরে—নারায়ণ কোন কথা কহিতে পারিল না—নিরুত্তরে এক দৃষ্টে সে স্ত্রীলোকটির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া মানিনী বলিলেন—"কি বাবা কথা' কচ্চনা যে ক্ষিদে পেয়েছে, এই যে আমি থাবার এঁনে দিচ্চি তুমি একটু উঠে বস বাপ আমার" বলিয়া মানিনী বালককে উঠাইয়া তাহার মুখ চুম্বন করিয়া গাড়ী হইতে আহার্য্য আনয়ন করিতে গেলেন। নৃসিংহবাবু এতক্ষণ চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া কর্ত্তব্য স্থির করিতেছিলেন—এক্ষণে পত্নীকে বালকের নিকট হইতে সরিয়া আসিতে দেখিয়া বালকের নিকট আসিয়া বলিলেন, "বাবা তুমি যেই হও—আমারও ঠিক তোমার বড় বয়সু—তোমার মত দেখতে ছেলে—বলিয়া ভদ্রলোক অশ্রুমার্জ্জনা ও কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করিয়া বলিলেন—ছিল—তিন মাস হ'ল আমি তাকে হারিয়েছি—তোমাকে দেখে আমার স্ত্রী তোমাকে তার ছেলে মনে করেছে, তার বিশ্বাস—মা কালী তাকে ছেলে ফিরিয়ে দিয়েছেন—তুমি বাবা তাকে এখন কিছু বলো না—তা হলে হয়ত মাগী পাগল হয়ে যাবে—বলিয়া নৃসিংহ বাবু কাঁদিয়া ফেলিলেন।

নৃসিংহ বাবুর কথা শুনিয়া বালকটিরও তাহার মায়ের কথা মনে পড়িল। মায়ের জন্য তাহার চক্ষেও জল আসিল, সে বলিল—আমি বুঝিতে পেরেছি, আপনি নিশ্চিন্ত হন—আমি ওঁরই ছেলে—"চিরজীবী হয়ে বেঁচে থাক বাবা—তোমার নাম কি বাবা।" "নারায়ণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।"

"আমার ছেলের নামও তাই ছিল—"বলিতে নৃসিংহ বাবুর কণ্ঠরোধ হইয়া গেল।

"বাবা আমিই আপনার পুত্র।" বলিয়া নারায়ণ নৃসিংহ বাবুর নিকট আসিলেন, তিনি বালকের শিরশ্চুম্বন করিয়া বলিলেন, "বাবা তুমি স্বয়ং নারায়ণ।" এই সময়ে গৃহিণী খাবার লইয়া আসিয়া বলিলেন "আয় বাবা খাবি আয়—" আহা মুখখানা শুকিয়ে গিয়েছে!

যেদিন মানিনী সুন্দরী নারায়ণকে পথের ধারে কুড়াইয়া পান তাহার দুই দিন পরে, নারায়ণের মাতা মালতী সুন্দরী তাঁহার স্বামী হৃষীকেশের নিকট আসিয়া বলিলেন,—ছেলেটাকে মিনি অপরাধে মেরে, বাড়ী থেকে তাড়ালে কেন, আমায় বলতে পার?

"বিনা অপরাধে কি রকম—রামসদয় বাবুর ৪৮টা আম কাঁঠালের গাছ কেয়া বনে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিলে—এমন পাজী। তাকে শাসন করবো না? কোন্ দিন হয়ত কারু ঘরে আগুন দিয়ে বসবে।"

"কেয়া বনে আগুন কি নারাণ দিচ্ছিল—না সে আগুন দিতে দেখে সেখান থেকে চলে এসেছিল ?"

"সেই ত যত নষ্টের মূল—ছোঁড়াগুলোকে শিখিয়ে দিয়ে, নিজে সাফাই হবে বলে সেখান থেকে চলে এসেছিল।"

"সত্যি ! এ খবর তুমি কোথায় পেলে ?"

"কেন মথুর বল্লে—রামবাবু এসে তার কাছে বলে গেছেন।"

"ওঃ তাই বলনা—এর মধ্যে ছোটবাবু আছেন, তাই আর সত্যি মিথ্যে দেখবার দরকার হয় নি—তা রামবাবু নালিশটা তোমার কাছে করেন নি কেন ?"

"মথুরই সব দেখে শোনে, তাই মথুরকে বলে গেছে—"

"আর লক্ষ্মণ ভাই যখন বলেছে—নারাণের পরামর্শেই রাম বাবুর বাগান পুড়েছে, তখন আর সত্যি মিছে দেখবার দরকার নেই, নারাণকে ধরে মার জুতো—তা আজ তিন দিন হলো লক্ষ্মণ ভাইতো তার খোঁজও কল্লেন না—ওরে রাজেন তোরা একবার এখানে আয়তো বাবা !"

মালতী সুন্দরীর আহ্বানে রাজেন্দ্র প্রভৃতি নারায়ণের সহপাঠী চারিটি বালক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে, মালতী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা রাজেন, রামবাবুর বাগানের ধারে কেয়া বনে যে তোমরা আগুন দিয়েছিলে; কে তোমাদের আগুন দিতে বলেছিল ?"

রা। "বিশু—বল্লে, কেয়াবনে শিয়াল আছে আগুন ধরিয়ে

দিলে বেরিয়ে আসবে, নারাণ বল্লে, কেয়াবনে আগুন দিলে, রামবাবুর গাছ পুড়ে যাবে।"

—"তারপর ?" তীব্রকণ্ঠে হৃষীকেশ বলিয়া উঠিলেন, "তারপর ?"

রা। তারপরে বিশু বল্লে যায় যাবে,—রামা বেটা বাগানের একটা আম পাড়তে দেয় না—ভোলা! তুই একটা দেশলাই আর চারটি পাটকাঠি নিয়ে আয়—ভোলা দেশলাই আর পাটকাঠি নিয়ে এলে নারাণ সবাইকে আবার বারণ কল্লে, কিন্তু কেউ শুনলেনা দেখে নারাণ বাড়ী চলে এল। আমরা কেয়াবনে আগুন ধরিয়ে দিলাম।

হৃষীকেশ একে একে অপর তিন জন বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহারা সকলেই রাজেন্দ্রের কথার সমর্থন করিল।

মালতী সুন্দরী তখন পুনরায় রাজেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন "হাঁ, বাবা, বিশ্বেসদের নারকেল চুরী করবার সময় নারাণ কি তোমাদের সঙ্গে ছিল ?"

রা। নারাণ নারকেল চুরীর কথা জানতোও না।

মা। "আচ্ছা বিশেযুগীর পাঁঠা চুরী করে তোমরা যেদিন বাগানে চড়িভাত করেছিলে নারাণ সে সঙ্গে ছিল তো ?"

রা। নারাণ চড়িভাতের সঙ্গে ছিল, কিন্তু যখন শুনলে, যে পাঁঠা চুরী করে আনা হয়েছে, সে খেলে না, বাড়ী চলে এল।

মা। পাঁঠা চুরী করে এনেছিলো কে ?

রাজেন্দ্র ও তাহার সঙ্গী তিনজন বালকই একসঙ্গে বলিয়া উঠিল "বিশু।"

হৃষীকেশের মুখমণ্ডল পাংশুবর্ণ হইয়া গেল—কারণ উক্ত সমস্ত অপরাধেই তিনি ভ্রাতা মথুরেশের নিকট তাঁহার পুত্র নারায়ণকেই দোষী শ্রবণ করিয়া তাহাকে কঠোর শাস্তি দিয়াছিলেন। তিনি শুষ্ক কণ্ঠে বালকগণকে বিদায় দিলেন। তাহার পরেই তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে মাটীতে বসিয়া পড়িলেন। মালতী তাঁহার নিকট আসিয়া তাহাকে ধরিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার কি অসুখ কচ্চে?"

"অসুখ নয় গিন্নি, মনে বড় আঘাত পেয়েছি। ছোঁড়ারা যা বল্লে যদি সত্যি হয়, আমার মনে হচ্চে নারাণ বোধ হয় আর ফিরে আসবে না।" বলিতে বলিতে হৃষীকেশের কণ্ঠ রুদ্ধ হইল চক্ষু দিয়া দরদর ধারে জল পড়িতে লাগিল, গৃহিণী অঞ্চল দিয়া তাহার চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া দিতে দিতে বলিলেন, "বালাই আসবে না কেন, আমাকে ছেড়ে সে কতদিন থাকতে পারবে, আমার বোধ হয় সে রাগ করে মামার বাড়ী গেছে।"

মামার বাড়ী, মাসীর বাড়ী, পিসির বাড়ী, সর্ব্বত্রই অনুসন্ধান করা হইল, কোন স্থানেই নারায়ণের সংবাদ পাওয়া গেল না। নারায়ণ আজ আসিবে, আজ আসিল না। কাল আসিবে, অনেক কাল, কাল সাগরে বিলীন হইল, হৃষীকেশের কথা সত্য হইল। নারায়ণ আসিল না।

৩

লক্ষ্মীর সহিত নারায়ণের বড় ভাব, উভয়ের পিতামাতা এবং প্রতিবাসী সকলেই বাল্যকাল হইতে লক্ষ্মী নারায়ণের মিলন স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। পাঁচবৎসর বয়সে লক্ষ্মীর ষষ্ঠীপূজার সময় নারায়ণ মাতার সহিত তাহাদের বাটীতে যাইয়া শিশুকে ক্রোড়ে লইবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিল। তাহার পর যখনই সে তাহাদের বাটীতে যাইত, বালক শিশুর নিকট বসিত, তাহাকে ক্রোড়ে লইবার জন্য টানাটানি করিত, শিশুর মাতা বালককে সন্তুষ্ট করিবার জন্য শিশুকে বালকের ক্রোড়ে দিয়া আনন্দোৎফুল্ল নয়নে নারায়ণের মাতার দিকে চাহিয়া বলিতেন—"মালতি দিদি, আমার মেয়ের নাম লক্ষ্মী রেখেছি, যদি ভগবান বাঁচিয়ে রাখেন, তোমার নারায়ণের সঙ্গে বিয়ে দেবো।" নারায়ণের মাতা হাসিয়া বলিতেন, "না বোন, তাহলে আর আমাকে ছেলের ভাত খেতে হবে না, এখনি তোমার মেয়েকে কোলে না করতে পেলে, ছেলে অস্থির হয়, পরে না জানি কি হয়।" এই সময়ে শিশু কাঁদিয়া উঠিলে, বালক বলিল, "মাচি-খুকী কাঁদে।" শিশুকে সান্ত্বনা করিয়া শিশুর মাতা বলিল, "এ তোমার কনে বুঝেছ বাবা!"

"হুঁ কনে।"

"দেখেছ দিদি, আমার জামাইয়ের কি বুদ্ধি, বলিয়া নারায়ণকে ক্রোড়ে টানিয়া আনিয়া মুখ চুম্বন করিলেন বালক বলিল, "দামাই—!"

নারায়ণ সেই বাল্যকাল হইতে লক্ষ্মীকে দেখিলেই আমার কনে বলিয়া ক্রোড়ে তুলিয়া লইতে, লক্ষ্মীও কথা ফুটিবার সঙ্গে সঙ্গে নারায়ণকে দেখিলে—আমাল বল—বলিয়া তাহার নিকট ছুটিয়া আসিত। দ্বাদশবর্ষ বয়সে নারায়ণ গ্রাম্য মাইনর স্কুল হইতে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইবার পরে একদিন তাহার খুল্লতাত কর্ত্তৃক মিথ্যা অভিযুক্ত হইয়া পিতার নিকট প্রহৃত হইয়া বাটী হইতে পলায়ন করে। পিতা প্রহার করিয়াছেন বলিয়া নারায়ণ পলায়ন করে নাই—পিতা তাহার কথা বিশ্বাস করেন নাই—কখন করেন না—সেই অভিমানে সে পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়াছিল।

হৃষীকেশ প্রথমে পুত্রের কোনরূপ অন্বেষণ করেন নাই; পরে রাজেন্দ্র প্রমুখ বালকগণের নিকট প্রকৃত কথা অবগত হইয়া পুত্রের অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন ফল হইল না।

হৃষীকেশ ও মথুরেশ দুই সহোদর, মধ্যবিৎ গৃহস্থ; কিছু জমি জমা ও তেজারতী মহাজনী ছিল, তাহাতেই স্বচ্ছন্দে দিনপাত হইত। মথুরেশ হৃষীকেশ অপেক্ষা ৭৷৮ বৎসরের ছোট, হৃষীকেশই তাঁহাকে মানুষ করিয়াছেন, বিবাহ দিয়াছেন এবং তাহার হস্তে সমস্ত সংসারের ভার ছাড়িয়া দিয়াছেন—অনেক বয়সে হৃষীকেশের একটিমাত্র পুত্র হইয়াছে। মথুরেশের তিন পুত্র, জ্যেষ্ঠ বিশু—বিশ্বনাথ নারায়ণ অপেক্ষা বয়সে মাত্র এক বৎসরের ছোট হইলেও অত্যাপি সে গ্রাম্য

মাইনর স্কুলের চতুর্থ শ্রেণী অতিক্রম করিতে পারে নাই, লেখা পড়ায় একটু অপটু হইলেও অন্যান্য বিষয়ে তাহার অপেক্ষা ৩।৪ বৎসর অধিক বয়স্ক বালকেরাও তাহার সমকক্ষ ছিল না—কপাটী খেলিতে, গুলি দাঁণ্ডা ছুড়িতে, গাছে চড়িতে, গরু তাড়াইতে, সাঁতার দিতে, ঝগড়া মারামারি করিতে, মিথ্যা বলিতে গ্রামের মধ্যে কেহই তাহাকে ছাড়াইয়া যাইতে পারিত না। নারায়ণের সহিত তাহার আদৌ সদ্ভাব ছিল না—নারায়ণ তাহার সহিত কদাচিৎ মেশামিশি করিত—কিন্তু বিশ্বনাথের দৌরাত্ম্যের ফলে অধিকাংশ সময়ে নারায়ণকে শাস্তি ভোগ করিতে হইত, যেহেতু পুত্রের কোন অপকর্ম্মের কথা মথুরেশ বাবুর কর্ণগোচর হইলেই তিনি বলিতেন "এ সেই নরোর কাজ, বিশু আমার দুধের ছেলে, সে কি এমন কাজ কর্‌তে পারে?" সুতরাং বিশ্বনাথ অপকর্ম্ম করিতেন শাস্তি হইত নারায়ণের—এইজন্য যখন রামবাবু আসিয়া মথুরেশের নিকট উপস্থিত হইয়া বিশ্বনাথের নামে অভিযোগ করিলেন, মথুরেশ বলিলেন—কখনই নয় এ সেই পাজী নরো বেটার কাজ—বিশুর কোন দোষ নেই—সে দুধের ছেলে ফোর্থ ক্লাসে পড়ে তার কি এমন বুদ্ধি হয়।

"সব ছেলেরাই বল্‌ছে বিশু তাদের কেয়া বাগানে আগুন দিতে বলিয়াছিল এবং নিজে আগুন দিয়াছিল—নারাণ সেখানে ছিল না।"

"হাঁ ঠিক ঠিক মিট্‌মিটে ডা'ন কিনা এদের লাগিয়ে দিয়েই

সরে পড়ে, বিশ্বাস না হয় দেখুন আমি আপনাকে দেখিয়ে দিচ্চি" বলিয়া মথুরেশ—"বিশু—বিশু—বলিয়া ডাকিতে বিশ্বনাথ—রামবাবুকে আসিতে দেখিয়া অন্তরাল হইতে তাঁহাদের কথোপ-কথন শ্রবণ করিতেছিল—পিতার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। মথুরেশ তাহাকে বলিলেন "পাজি ছেলে রামবাবুর বাগান পুড়িয়ে দিয়েছ।" বিশ্বনাথ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—নরুদা আমাদের শিখিয়ে দিয়েছিল—মথুরেশ অমনি বলিয়া উঠিলেন দেখ্‌লেন রামবাবু আমার কথা ঠিক কিনা নরোর জ্বালায় আমরা বাড়ী শুদ্ধ জ্বালাতন—পাড়ার লোক অস্থির, আজ বিশ্বেসদেব নারকেল চুরি—কাল বিশে যুগীর পাঁঠা—পরশু সরকারদের পুকুরের মাছ—তার পর দিন আপনার বাগান পোড়ান—না—আর পারা যায় না—দাদা এত মারধর করেন তবু লজ্জা নেই, আপনি বাড়ী যান আমি দাদাকে বলে এর বিহিত করবো।

"বিহিত আর আমার মাথামুণ্ড কর্‌বেন—আমার ফলবান গাছগুলা গেল।"

"বিহিত কর্ত্তে হবে বই কি—আজ বাগানে আগুন দিয়েছে, কাল্ ঘরে আগুণ দেবে—এমন ছেলেও কখন দেখিনি—আরও মাইনর টানা পাশ করে যেন একেবারে ধিঙ্গি হয়ে উঠেছে।"

অনেকদিন পরে হৃষীকেশ আবার খাতাপত্র দেখিতেছেন। ছোট গিন্নি ছোট বাবুকে বলিলেন—বড় বাবু যে খাতা পত্র দেখ্‌ছেন।"

"দেখুক্‌গে লেখা কাগজ ছাড়া তাতে আর কিছু নেই।"

সত্যই তাই হৃষীকেশ দেখিলেন তেজারতি মহাজনীর ধান টাকা প্রায় সমস্তই আদায় হইয়া গিয়াছে, যাহা বাকি আছে তাহা আদায় হইবে না—জমা খরচে দেখিলেন বাম দক্ষিণে নিক্তির তৌলে সমান—তহবিল শূন্য। ইহার পরে হাঁড়ী পৃথক হইল।

৪

লক্ষ্মীর বয়স যখন আট বৎসর সেই সময়ে নারায়ণ বাটী হইতে পলায়ন করেন—লক্ষ্মী যখন শুনিল তাহার বর পলাইয়া গিয়াছে সে মাথা নাড়িয়া বলিল "আসবে" কিন্তু তাহার কথা সত্য হইল না। নারায়ণ আসিল না—লক্ষ্মীর পিতা রজনী বাবুও নারায়ণের অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিলেন কিন্তু কোন ফল হইল না।

নারায়ণ গৃহত্যাগ করিবার পরে সাত বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। নারায়ণের কোন সন্ধান নাই—লক্ষ্মীর পিতামাতা লক্ষ্মীকে আর অনূঢ়া রাখিতে পারেন না। পাড়ার লোকে নানা কথা বলিতেছে—রজনীবাবুও পাত্র অনুসন্ধান করিতেছেন—মথুরেশ বিশ্বনাথের সহিত লক্ষ্মীর বিবাহ দিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু সেরূপ সুপাত্রে কন্যা দান করিতে রজনীবাবু কোনমতে সম্মত হইতে পারেন নাই। অন্যস্থানে লক্ষ্মীর বিবাহের সম্বন্ধ হইল, এবং ৫ই বৈশাখ বিবাহের দিন স্থির হইল। লক্ষ্মী জানিত নারায়ণের সহিত তাহার বিবাহ

হইবে, অন্যস্থানে বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হওয়ায় লক্ষ্মীর মস্তকে বজ্রাঘাত হইল, সে একমনে নারায়ণকে ডাকিতে আরম্ভ করিল।

নৃসিংহবাবুকে নারায়ণ তাহার সমস্ত পরিচয় প্রদান করিয়াছিল, তিনি কর্ম্মস্থানে গমন করিয়া তাহার জন্য একজন গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন। স্কুল খোলা হইলে নারায়ণ দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইল। নারায়ণের সকল কথা লিখিতে গেলে গল্পে বিরাট বা বিকটাকার হইতে পারে বিবেচনায় সংক্ষেপে বলিতে হইল। নারায়ণ সাত বৎসর হইল নৃসিংহবাবুর বাটিতে আছেন, ইহার মধ্যে তাহার বাটী যাইবার ইচ্ছা হইয়াছিল কিনা—নারায়ণ জানেন—কিন্তু তাহার ধর্ম্মমাতা তাহাকে না দেখিয়া একতিল থাকিতে পারেন না, এবারে তিনি এমে পাশ করিয়াছেন—এইবার তাহার মনে বাটী যাইবার ইচ্ছা অত্যন্ত বলবতী হইয়াছে, মাতার চিন্তা তাঁহার অন্তরে সর্ব্বদাই জাগরূক ছিল—আর একজনের কথাও নারায়ণ ভুলিয়া যান নাই—কিন্তু তিনি তাহার আশা অনেকদিন ত্যাগ করিয়াছেন—সে কি এতদিন অনূঢ়া থাকিতে পারে—হিন্দুর ঘরে সে আশা বৃথা। লক্ষ্মী এতদিনে অপরের অঙ্ক লক্ষ্মী হইয়াছে।

নৃসিংহবাবু সহসা একদিন সংবাদপত্রে দেখিলেন নারায়ণের পিতা হৃষীকেশ বাবু সাংঘাতিক পীড়িত, তাঁহার মাতা মালতীসুন্দরী পুত্রের প্রতি কাতর আহ্বান করিয়া সংবাদপত্রের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন—সাত বৎসর পূর্ব্বে একবার তিনি

নারায়ণের পিতা হৃষীকেশের কাতর আহ্বানে কর্ণপাত করেন নাই, পত্নীর উন্মাদ গ্রস্ত হইবার ভয়েই তিনি সে সংবাদ গোপন করিয়াছিলেন—কিন্তু মালতী সুন্দরীর এ আহ্বান তিনি গোপন করিতে পারেন না—গোপন করিবার অধিকার তাঁহার নাই। নারায়ণ বাটী যাত্রা করিলেন। মানিনী সুন্দরীও পুত্রের সহিত সাজিলেন—অগত্যা নৃসিংহ বাবুকেও ছুটী লইতে হইল।

আজ লক্ষ্মীর বিবাহ—লক্ষ্মীর কাতর আহ্বান বিফল হইল। নারায়ণ তাহার আহ্বান শুনিলেন না বা শুনিতে পাইলেন না—সন্ধ্যার সময় বর আসিবে। কিন্তু বর আসিল না। বর পক্ষীয়েরা সংবাদ পাঠাইল—তাহারা বিবাহ দিবে না—রজনী বাবুর মস্তকে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি হৃষীকেশের নিকট ছুটিয়া গেলেন—আত্মীয় বন্ধুরা সকলেই এ সংবাদে ম্রিয়মাণ হইলেন—কেবল সন্তুষ্ট হইলেন মথুরেশ বাবু—সহপরিবার—মথুরেশ ভাবিলেন—আর যায় কোথায়—দেখি এখন বাপধন আমার ছেলের সঙ্গে পায়ে ধরে মেয়ের বিয়ে দিতে হয়—কি—না—কেমন চা'ল চেলেছি।

রজনী বাবু যখন হৃষীকেশের নিকট আসিলেন, তখন নারায়ণ মাতার নিকট বসিয়া লক্ষ্মীর বিবাহের কথা শুনিতেছিলেন। রজনী বাবু হৃষীকেশের নিকট আসিয়াই হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন "বেয়াই সর্ব্বনাশ হ'য়েছে এখন জাত যায়।"

"কেন কি হয়েছে ?

"তারা লোক পাঠিয়েছে বিয়ে দেবে না।"

"অপরাধ ?"

"তারা বলে পাঠিয়েছে মথুরেশ বাবুর ছেলের সঙ্গে নাকি আমার মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ হয়ে ভেঙ্গে গিয়েছে—নিশ্চয়ই মেয়ের কোন দোষ আছে—মথুরেশ বাবু গ্রামের লোক তাই জানতে পেরে বিয়ে ভেঙ্গে দিয়েছেন—আমরা ও মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেব না।"

"ভালই হয়েছে ভগবান যা করেন ভালর জন্যে।"

রজনী বাবু ভাবিলেন হৃষীকেশের মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে। তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আমার জাত মারাটাও কি ভগবান আমার ভালর জন্য কচ্ছেন।"

"তোমার জাত মারে কে ?"

"আমার জাত মারবে তোমরা সমাজের পাঁচজন—বেশী বয়স পর্য্যন্ত মেয়েকে অনূঢ়া রাখিয়া দিলাম বলিয়া কত কথা শুন্‌তে হয়েছে—আর এখন কি তোমরা ছেড়ে কথা কবে ? এখন উপায় কি বল ?"

"উপায় আগে ভগবান করেছেন—তারপর বিয়ে ভেঙ্গেছেন।"

"সে কি ? কি উপায় করেছেন ?"

"নারায়ণ বাড়ী এসেছে ?"

"নারায়ণ !"

"আমার ছেলে।"

"ভগবান—তুমি সত্যই আছ—আমরা অজ্ঞান বুঝতে পারি

না তাই বিপদে বিহ্বল হই—কই নারায়ণ কোথায় ?”—বরপক্ষেরা বিবাহ দিবে না শুনিয়া মথুরেশ বাবুরা ভিন্ন আরও একজন বিশেষ প্রীত হইয়াছিল সে লক্ষ্মী। অল্লক্ষণ মধ্যে দাবানলের ন্যায় নারাণের গৃহে আগমন ও তাহার সহিত লক্ষ্মীর বিবাহের কথা সমস্ত গ্রামে প্রচারিত হইল—মথুরেশ বাবু এই সংবাদে নিতান্ত—একেবারে মর্ম্মাহত হইলেন—তাহার পরে আবার যখন শুনিলেন—নারায়ণ এম, এ পাশ করিয়া গৃহে ফিরিয়াছে, তখন আর তাঁহার দুঃখ রাখিবার স্থান ভগবানের বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে সঙ্কুলান হইল না।

নারায়ণের ধর্ম্মমাতা মানিনী সুন্দরী এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ রজনীবাবুর গৃহে গমন করিয়া একে একে আপনার সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া লক্ষ্মীকে পরাইয়া “আমার বৌ মা” বলিয়া লক্ষ্মীর মুখচুম্বন করিয়া তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া লইয়া বসিলেন।

রজনীবাবুর স্ত্রী আসিয়া মালতী সুন্দরীর হাত ধরিয়া টানিয়া বলিলেন “আয় দিদি—লক্ষ্মী নারায়ণের মিলন দেখ্‌বি আয়।”

গ্রন্থকার প্রণীত অন্যান্য পুস্তক

স্মৃতি মন্দির	... ...	২৲
সমর্পণ	... ...	২৲
বৈজ্ঞানিকের বিকৃত বুদ্ধি	...	॥০
ঘোড়দৌড় খেলা	... ...	৩৲
Shadows of the Future	... Rs	1-12

[A Book about Dreams and their Meanings]

প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্‌,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা।

আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালা

মূল্যবান্ সংস্করণের মতই—

কাগজ, ছাপা, বাঁধাই,—সর্ব্বাঙ্গসুন্দর।

—আধুনিক শ্রেষ্ঠ লেখকের পুস্তকই প্রকাশিত হয়।—

বঙ্গদেশে যাহা কেহ ভাবেন নাই, আশাও করেন নাই। আমরাই ইহার প্রথম প্রবর্ত্তক। বিলাতকেও হার মানিতে হইয়াছে—সমগ্র ভারতবর্ষে ইহা নূতন সৃষ্টি। বঙ্গসাহিত্যের অধিক প্রচারের আশায় ও যাহাতে সকল শ্রেণীর ব্যক্তিই উৎকৃষ্ট পুস্তক-পাঠে সমর্থ হন, সেই মহা উদ্দেশ্যে আমরা এই অভিনব 'আট-আনা-সংস্করণ' প্রকাশ করিয়াছি।

প্রতি বাঙ্গালা মাসে একখানি নূতন পুস্তক প্রকাশিত হয়;—

মফঃস্বলবাসীদের সুবিধার্থ, নাম রেজেষ্ট্রী করা হয়; গ্রাহক-দিগের নিকট নবপ্রকাশিত পুস্তক ভিঃ পিঃ ডাকে প্রেরিত হয়। পূর্ব্ব প্রকাশিতগুলি একত্র, বা পত্র লিখিয়া, সুবিধানুযায়ী, পৃথক্ পৃথকও লইতে পারেন।

ডাকবিভাগের নূতন নিয়মানুসারে মাশুলের হার বর্দ্ধিত

হওয়ায়, গ্রাহকদিগের প্রতি পুস্তক ভিঃ পিঃ ডাকে ৵০ লাগিবে; অ-গ্রাহকদিগের ৶৵০ লাগিবে।

গ্রাহকদিগের কোন বিষয় জানিতে হইলে, **"গ্রাহক-নম্বর"** সহ পত্র দিতে হইবে।

১। **অভাগী** (ষষ্ঠ সংস্করণ)—শ্রীজলধর সেন।
২। **ধর্ম্মপাল** (২য় সংস্করণ)—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
৩। **পল্লীসমাজ** (ষষ্ঠ সংস্করণ)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
৪। **কাঞ্চনমালা** (২য় সংস্করণ)—শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।
৫। **বিবাহবিপ্লব**—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম-এ, বি-এল।
৬। **চিত্রালি**—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৭। **দূর্ব্বাদল** (২য় সংস্করণ)—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত।
৮। **শাশ্বতভিখারী** (২য় সং)—শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়।
৯। **বড়বাড়ী** (পঞ্চম সংস্করণ)—শ্রীজলধর সেন।
১০। **অরক্ষণীয়া** (পঞ্চম সংস্করণ)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
১১। **ময়ূখ** (২য় সং)—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ।
১২। **সত্য ও মিথ্যা** (২য় সংস্করণ)—শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।
১৩। **রূপের বালাই** (২য় সং)—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।
১৪। **সোণার পদ্ম** (২য় সং)—শ্রীসুরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৫। **লাইকা** (২য় সংস্করণ)—শ্রীমতী হেমনলিনী দেবী।
১৬। **আলেয়া** (২য় সংস্করণ)—শ্রীমতী নিরুপমা দেবী।
১৭। **বেগম সমরু** (সচিত্র)—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৮। **নকল পাঞ্জাবী** (৩য় সংস্করণ)—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত

১৯। **বিল্বদল** (২য় সংস্করণ)—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত।
২০। **হাল্‌দার বাড়ী** (২য় সং)—শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।
২১। **মধুপর্ক**—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।
২২। **লীলার স্বপ্ন**—শ্রীমনোমোহন রায় বি-এল।
২৩। **সুখের ঘর** (২য় সং)—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত এম-এ।
২৪। **মধুমল্লী** (২য় সং)—শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।
২৫। **রসির ডায়েরী**—শ্রীমতী কাঞ্চনমালা দেবী।
২৬। **ফুলের তোড়া** (২য় সং)—শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী।
২৭। **ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস**—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।
২৮। **সীমন্তিনী**—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।
২৯। **নব্য-বিজ্ঞান**—অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ।
৩০। **নববর্ষের স্বপ্ন**—শ্রীসরলা দেবী।
৩১। **নীলমাণিক**—রায় সাহেব শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বি-এ।
৩২। **হিসাব নিকাশ**—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম-এ, বি-এল্।
৩৩। **মায়ের প্রসাদ**—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ।
৩৪। **ইংরেজী কাব্যকথা**—শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম-এ।
৩৫। **জলছবি**—শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।
৩৬। **শয়তানের দান**—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।
৩৭। **ব্রাহ্মণ-পরিবার**—(২য় সং)—শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।
৩৮। **পথে-বিপথে**—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সি-আই-ই।
৩৯। **হরিশ ভাণ্ডারী** (তৃতীয় সংস্করণ)—শ্রীজলধর সেন।
৪০। **কোন্ পথে**—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত এম-এ।

৪১। পরিণাম—শ্রীগুরুদাস সরকার এম-এ।

৪২। পল্লীরাণী—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

৪৩। ভবানী—৺নিত্যকৃষ্ণ বসু।

৪৪। অমিয় উৎস—শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়।

৪৫। অপরিচিতা (২য় সং)—শ্রীপান্নালাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ।

৪৬। প্রত্যাবর্ত্তন—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

৪৭। দ্বিতীয় পক্ষ—ডাঃ শ্রীনরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত এম-এ, ডি-এল।

৪৮। ছবি (২য় সংস্করণ)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

৪৯। মনোরমা—শ্রীসরসীবালা বসু।

৫০। সুরেশের শিক্ষা—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ।

৫১। নাচ্‌ওয়ালী—শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ এম-এ।

৫২। প্রেমের কথা—শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ।

৫৩। গৃহহারা—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৫৪। দেওয়ানজী—শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

৫৬। গৃহদেবী—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার।

৫৭। হৈমবতী—শ্রীচন্দ্রশেখর কর।

৫৮। বোঝা-পড়া—শ্রীনরেন্দ্র দেব।

৫৯। বৈজ্ঞানিকের বিকৃত বুদ্ধি—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়।

৬০। হারান ধন—শ্রীনসীরাম দেবশর্ম্মা।

৬১। গৃহ-কল্যাণী—শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল।

৬২। সুরের হাওয়া—শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু বি, এস্-সি।

৬৩। প্রতিভা—বরদাকান্ত সেনগুপ্ত।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।